ইকবাল আলমগীর কবীর

ইতু

ইতু

ইকবাল আলমগীর কবীর

ইতু

১

ইতুদের কলিং বেল একবার টিপলে অনেকক্ষন ধরে বাজতে থাকে। ঝাড়া বিশ সেকেন্ড। সেটা একবার বেজে থামতে না থামতেই আবার যখন বাজনা শুরু হল তখন দৌড় না দিয়ে পারল না ইতু। ঘরের বাইরে এসে বারান্দা থেকেই গেটের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেল কলিংবেল টেপা লোকটার পা। ময়লা, ছেড়া জুতা পায়ে।

ছোট গেটটা খুলে দেখল ডাকপিওন। পায়ের কাছে রাখা খাকি রঙের ব্যাগ। হাতে একটা ময়লাটে ভাজ করা কাগজে বেশকিছু চিঠিপত্র। সাদা বড় একটা খাম আলাদা করে ডানহাতে ধরা।

এটা অন্য লোক। আগে চিঠি দিয়ে যেত বুড়োমত একজন। মাথায় পিছনের দিকে ধবধবে সাদা সামান্য কয়েকটা চুল। পান খাওয়া ফাঁকাফাঁকা লাল দাঁত। ইতুকে দেখলেই দাঁত বের করে হাঁসত। নাগালের মধ্যে গেলে চুলে হাত দিত। এই লোকটার বয়স তারচেয়ে কম। বেশ রোগা এবং লম্বা। গাল ভাঙা। মুখে মোটা গোঁফ। মুখের দুপাশে নেমে গেছে। থুতনিতে অল্প কয়েকটা খোঁচা দাঁড়ি।

ইতুকে দেখে আরেকবার চিঠির দিকে দেখল। দেখে দেখে যেন কষ্ট করে পড়ল, 'আজিমুদ্দিন সাহেব ?'

ইতু বলল, 'আমার দাদু।'

সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়ায় ইতু চিঠি নিল। সেও পড়ল। তার দাদুরই নাম লেখা, তাদের বাড়ির ঠিকানা। সে বলল, 'ঠিক আছে।'

ডাকপিওন বলল, 'একটু পানি খাব।'

গরমকাল না হলেও প্রচন্ড রোদ বাইরে। বেশ গরম। লোকটার কপালে ঘাম জমে আছে ফোটা ফোটা। নিশ্চয়ই গলা শুকিয়ে গেছে। তাহলেও একটু বিরক্ত হল ইতু। এটা কেমন কথা। লোকে কি আরেকজনের বাড়ি গিয়ে পানি চেয়ে খায় ?

ইতু বলল, 'একটু দাঁড়ান এনে দিচ্ছি।'

ঘুরে ঘরের দিকে যেতে শুরু করল ইতু। ঘরে ঢুকে চিঠিটা সামনেই একটা সোফায় রেখে টেবিল থেকে গ্লাশ নিয়ে ধুয়ে ঝকঝকে করে ফ্রিজের বোতল থেকে পানি ঢালল। নেংটির আশা করে লাভ নেই। নিশ্চয়ই ঘুমাচ্ছে কোথাও। পানির গ্লাস হাতে করে গেটের কাছে পৌছে দেখল পিওন চলে যাচ্ছে।

কি অবাক কান্ড! বলল পানি খাবে আর আনতে আনতেই টেষ্টা মিটে গেছে। নাকি ভুলে গেছে। নিশ্চয়ই আরেক বাড়িতে গিয়ে মনে পরবে। আরেকজনকে বলবে পানি দিতে।

পানিটুকু একটা ফুলগাছের দিকে ছুড়ে দিয়ে ঘরে ফেরত এসে গ্লাশটা খাবার টেবিলে নামিয়ে রাখল ইতু। তারপর হাত মুছে ঘুরে এসে চিঠিটা হাতে নিল।

দাদুর নামে চিঠি! সে-তো মাসে একবার করে আসে মাসের চার-পাঁচ তারিখে। আজ মাসের এক তারিখ। নাকি ভুল করে কদিন আগেই পাঠিয়েছে? খামটাও যেন অন্যরকম মনে হচ্ছে। অন্য চিঠিগুলো আসে হলুদ লম্বা খামে। এটা সাদা। অনেকটা নববর্ষের কার্ড পাঠানো খামের মত। ঠিকানাটা আবারও পড়ল ইতু। না, দাদুরই-, কোন ভুল নেই।

দাদুর ঘরে এসে ঢুকল ইতু। দাদু নিচু চেয়ারটায় বসে খবরের কাগজ পড়ছেন একমনে। ইতু এসে বিছানায় বসায়ও টের পেলেন না। দাদুর দিকে চেয়ে বসে থাকল ইতু। ইচ্ছে করেই নড়াচড়া করল কিছুক্ষন। তবুও এদিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন না দাদু।

বেশ কিছুক্ষন বসেই থাকল ইতু। দাদু একমনে পড়েই চলেছেন। একপাতা পড়ে আরেক পাতায় গেলেন, তবু দেখতে পেলেন না ইতুকে। একজন মানুষ সামনে বসে আছে যেন জানেনই না। না ডাকলে শুনবেনই না পণ করেছেন। সে পথেই যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল সে।

'চিঠি।'

হঠাৎ করেই চিৎকার করে উঠল ইতু। এবার না শুনে উপায় নেই।

চমকে উঠলেন দাদু। এমনভাবে মুখ তুললেন যে চশমাটা নাকের ডগায় এসে গেল। প্রথমে চশমার ফাঁক দিয়ে ইতুকে দেখলেন, তারপর নাক উচু করে চশমার ভেতর দিয়ে তাকালেন। ইতু চিঠি উচু করে ধরে আছে চোখের সামনে।

ইতুর হাবভাব দেখে বিরক্ত হলেন দাদু। বললেন, 'চেচাচ্ছিস কেন বাছুরের মত। যা ওই ঘরে রেখে দে।'

ও, ভেবেছে বাবার চিঠি। ইতু গম্ভীর হল। বলল, 'বাবার চিঠি না- তোমার চিঠি।'

দাদু চশমা ঠিক করলেন এবার। কাগজটা পাশে সরিয়ে রাখলেন। যেন ভুল শুনেছেন তিনি। জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ?'

ইতু খাম সোজা করে চোখের সামনে ধরল, 'এই যে- মোহাম্মদ আজিমুদ্দিন সরকার।'

দাদু বললেন, 'যাহ্, আমার নাম কি সরকার ? অন্য কারো চিঠি। ভূল করে এখানে দিয়ে গেছে।'

ইতু আরেকবার দেখল ঠিকানা। মুখ বাঁকা করে বলল, 'এই যে বাড়ির নম্বর, বাহাত্তর বাই দুই, লেগ ব্রেক লেন।'

'লেগ ব্রেক লেন ? এটার নাম লেগ ব্রেক লেন ?'

ইতু বলল, 'হ্যাঁ, নতুন নাম। রাস্তায় যা খোঁড়াখুঁড়ি করেছে তাতে সাবধানে না হাঁটলে পা ভাঙতে হয়। দুদিনে তিনজনের ভেঙেছে।'

'কে নাম দিয়েছে ? তুই ?'

ইতু তার যতটুকু জানা আছে সেটাই জানাল, 'না। কে যেন দিয়েছে। মোড়ে পোষ্টারে লেখা আছে।'

দাদু ব্যঙ্গ করে বললেন, 'পোষ্টারে লিখেছে আর সবাই জেনে গেছে ? সেই ঠিকানায় চিঠি দিয়েছে ?'

ইতু অবাক হল, 'এই-যে। আমার হাতে। দেখে অন্তত বিশ্বাস কর।'

আরেকবার চিঠি ঘুরিয়ে ঠিকানা দেখাল ইতু। বিশ্বাস না করে উপায় নেই তবু যেন বিশ্বাস হয়নি দাদুর। হাত বাড়ালেন তিনি, 'দে-তো দেখি। আমাকে লেগব্রেক লেনের ঠিকানায় চিঠি লিখবে কে ?'

ইতু উঠে চিঠিসহ হাত পেছনে রেখে কাছে এসে দাঁড়াল। এত সহজে সে চিঠি হাতছাড়া করতে রাজী না। বলল, 'আগে বল কি আছে ? দেখ- কত বড় খাম। নিশ্চয়ই চিঠি না। অন্যকিছু আছে।'

দাদু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'দে আমার কাছে। না দেখে কি করে বলব কি আছে? দে-'

চিঠি না দেয়ায় দাদু হাত বাড়িয়ে থাবা মারলেন। তারচেয়েও দ্রুত হাত সরাল ইতু। দাদু উঠে দাঁড়াতেই দৌড় মারল। এক দৌড়ে ড্রইংরুমে। দাদুও তাড়া করলেন তাকে। সোফা মাঝখানে রেখে ইতু ঘুরে ঘুরে ফাঁকি দিতে লাগল দাদুকে। দাদু বেশিক্ষন সেটা চালিয়ে যেতে পারলেন না. একসময় ইতুর কাছে হার মানতে হল। ক্লান্ত হয়ে থামলেন। সোফায় বসলেন। বললেন, 'নাহ, আর পারি না। আমার কি ওই বয়স আছে তোর সাথে দৌড়ানোর। দৌড়ে শুধু চশমাটা হারালাম। আচ্ছা তুই খোল। পড়ে শোনা।'

এতে ইতুর আপত্তি নেই। সে দাদুর নাগালের বাইরে আরেক সোফার কাঁধে চেপে বসল। তারপর খাম খুলতে শুরু করল। খুব ভাল করে লাগানো নেই, নখের কোনা দিয়ে একটু খোঁচা মেরে টান দিতেই মুখটা খুলে গেল। চিঠি খুলে চোখের সামনে ধরল ইতু। চিঠিই। মোটা বড় কাগজে লিখেছে।

দাদু সাথেসাথে সাবধান করলেন তাকে, 'শোন-শোন, আসে- আসে- পড়। কেউ শুনতে না পায়।'

ইতু বলল, 'মনেমনে পড়ব ?'

দাদু রেগে গেলেন এবার, 'তুই শুধু ফাজলামো করিশ। মনেমনে পড়লে আমি জানব কিভাবে ?'

ইতু নড়েচড়ে বসে চিঠি পড়তে শুরু করল, 'আচ্ছা, আসে- করে পড়ছি। একলা এপ্রিল- ঢাকা-'

দাদু বললেন, 'একলা না পহেলা।'

ইতু আপত্তি জানাল সাথেসাথে, 'লেখা আছে এক তারপর ল-এ আকার লা।'

দাদু বললেন, 'ওভাবেই লেখে। পহেলা এপ্রিল। তারপর কি বল।'

ইতু পড়ল, 'আজিম সাহেব, এক লক্ষ টাকা ক্যাশ করিয়া রাখিবেন। কথার অন্যথা করিলে আপনার নাতিকে ফেরত পাইবেন না। ইতি-

চমকে উঠলেন দাদু। আবার চশমা সরে গেল নাকের ওপর।

'কি ?'

ইতু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল দাদুর দিকে।

দাদু বললেন, 'কি লিখেছে ? আবার পড়তো- শুরু থেকে পড়।'

ইতু পড়ল, 'একলা এপ্রিল, ঢাকা। আজিম সাহেব, এক লক্ষ টাকা ক্যাশ করিয়া রাখিবেন। কথার অন্যথা করিলে আপনার নাতিকে ফেরত পাইবেন না। ইতি-মোহনলাল।'

'মোহনলাল ?'

'হ্যাঁ, মোহনলাল। ময়ে ও কারে মো, হ, মধ্যন্য, লয়ে আ কারে লা, ল। মোহনলাল।'

অবাক হলেন দাদু, 'সেটা কে ?'

ইতু আরো বেশি অবাক, 'তুমি জান। তোমাকে লিখেছে।'

দাদু বিরক্ত হলেন খুবই। বললেন, 'তুই সবসময় ঠাট্টা করিশ। আমার চশমাটা কোথায় দেখতো, নিজে পড়ে দেখি-'

ইতু দেখতে পেল চশমা যায়গামতই রয়েছে। বলল, 'চশমা তোমার চোখে।'

'এ্যাঁ, ও আচ্ছা দে দেখি-'

ইতু এবার আপত্তি করল না চিঠি দিতে। এগিয়ে এসে তার হাতে চিঠি দিল। তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কয়েকবার পড়লেন। তারপর অবাক হয়ে তাকালেন ইতুর দিকে।

'এর মানে কি ?'

ইতুর আর আগ্রহ নেই চিঠি নিয়ে। সে আবার আগের সোফার ঘাড়ে উঠল। কিছুটা বিরক্তি দেখিয়ে হাত নেড়ে বলল, 'তোমার চিঠি তুমি বোঝ। আমি খেলতে যাব।'

আঁতকে উঠলেন দাদু, 'খবরদার, খবরদার। কোথাও যাবি না। বাইরে যাওয়া বন্ধ।'

'বাইরে যাওয়া বন্ধ !'

'হ্যাঁ বন্ধ। দেখতে পাচ্ছিস না- এটা কি ? বল এটা কি ?'

ইতু বলল, 'চিঠি।'

দাদু বললেন, 'হ্যাঁ, চিঠি। কি লিখেছে আবার পড়ে দেখ। একলক্ষ টাকা দিতে হবে। না দিলে নাতিকে ফেরত দেবে না। আমার নাতি কে জানিস ? . . . তুই। টাকা না দিলে তোকে অপহরন করবে-'

ইতু অবাক, 'কে ?'

দাদু বললেন, 'কে আবার। এই-যে, মোহনলাল।'

ইতু কিছুক্ষন হতভম্ভ হয়ে তাকিয়ে থাকল দাদুর মুখের দিকে। তাকে অপহরন করবে মোহনলাল। তাকে অপহরন করা এতই সহজ। ধরলেই সে সুরসুর করে মোহনলালের সাথে যাবে ? তার কি সাথে হাত-পা নেই ?

ইতু বলল, 'আসুক না, ঠ্যাং ভেঙে দেব।'

দাদু বললেন, 'অত বাহাদুরী করিশ না। চুপ করে বসে থাক। একদম বাইরে যাবি না।'

ইতু উঠেছিল যাওয়ার জন্য, আবার বসল। সোফায় বসে বলল, 'বসে থাকব ?'

দাদু বললেন, 'হ্যাঁ বস। আগে ভাল করে ভেবে নেই। বস না ভাল করে।'

ইতু সোফায় হেলান দিয়ে দুহাত পেটের ওপর রেখে বসল ভাল করে। দাদু এদিক ওদিক তাকালেন। কাউকে দেখা যাচ্ছে না এখন, তাহলেও সাবধানে থাকা ভাল। গলা নিচু করলেন তিনি, 'শোন, এসব লোকজন খুব খারাপ। কাউকে ধরে নিয়ে আটকে রাখে, তারপর টাকা চায়। টাকা না দিলে-'

'মেরে ফেলে।' বক্তব্য শেষ করল ইতু।

দাদু বললেন, 'হুঁ। বুঝেছিস ? তোকে একা পেলেই ধরে নিয়ে যাবে।'

ইতু কি বলবে ভেবে পেল না। সত্যি সত্যি কেউ একজন চিঠি পাঠিয়ে সেকথাই লিখেছে এটা তো ঠিক।

দাদু চুপ করে থাকলেন কিছুক্ষন। চিঠির দিকে তাকিয়ে থাকলেন অপলক। একটুপর উঠে দাঁড়ালেন। কয়েক পা পায়চারি করলেন। দরজা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন। তারপর দোতলার সিঁড়ির দিকে তাকালেন। ইতুকে বললেন, 'ঘরে আয়। এখানে কথা বলা নিরাপদ না। বাইরে থেকে যে কেউ নজর রাখতে পারে। আয়-'

তিনি তার ঘরে ঢুকলেন। পিছনে পিছনে ইতু। তিনি আবার আগের চেয়ারে খবরের কাগজের কাছে বসলেন। ইতু বিছানায় উঠে নড়েচড়ে বসল।

দাদু বললেন, 'আচ্ছা তোর কি মনে হয় বলতো ?'

ইতু তখন বিরক্ত। কে এক চিঠি লিখেছে তাতে তার বাইরে যাওয়া বন্ধ। জিতুদের বাড়ি গিয়ে ঘুড়ি বানাবে সে, বিকেলে তাদের ছাদে উঠে উড়াবে। তা-না, শুধুশুধু উটকো ঝামেলা। অন্যদিকে তাকিয়ে সে বলল, 'জানি না।'

দাদু বললেন, 'মোহনলাল। দস্যু মোহনলাল। নাম শুনেই বোঝা যায় গায়ে অনেক শক্তি। তুই একা পারবি না। আমিও না। দুজনে মিলে থাকতে হবে। আচ্ছা মোহনলাল নামে কাউকে চিনিশ? হিন্দু নাম মনে হয় না? না-কি মোহনলাল মুসলমান নামও হয় ?

ইতু বলল, 'জানি না।'

দাদু বললেন, 'জানি না আর জানি না। পড়ালেখা কিছু করিস? পড়িশনি- বীর বিক্রমে লড়াই করিয়া জীবন দিল মীরমদন এবং মোহনলাল। মোহনলাল হিন্দু না মুসলমান ?

ইতু বলল, 'জানি না। শুধু লেখা আছে মোহনলাল। হিন্দু না মুসলমান লেখা নেই।'

দাদু অবাক হলেন, 'সত্যি লেখেনি ? হিন্দু না মুসলমান কিচ্ছু লেখেনি ?'

ইতু বলল, 'সত্যি লেখেনি। মনেহয় যে বই লিখেছে সে নিজেই জানে না।'

দাদু সায় দিয়ে বললেন, 'তাই হবে। এরপর তোর স্যারকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিবি। এখন বল, মোহন নামে আর কেউ আছে ?'

একমুহূর্ত ভাবল ইতু। মোহনলাল না থাকলেও মোহন নাম আছে অনেক। সে বলল, 'আছে। মোহন দাস করম চাদ।'

দাদু বাধা দিলেন, 'সে অনেক আগের কথা ..'

ইতু আরেকটা নাম বলল, 'মনমোহন সিং।'

দাদু তাতেও বাধা দিলেন, 'সে তো ভারতের প্রধানমন্ত্রী। সাধারন মানুষের কথা বল। আর কে আছে এই নামে?'

ইতু বলল, 'দস্যু মোহন।'

চমকে উঠলেন দাদু, 'দস্যু মোহন ?'

ইতু বলল, 'হ্যাঁ, দস্যু মোহন। গরীবের বন্ধু ধনীর যম।'

দাদুর মুখ হা হয়ে গেল। চোখ বড়বড় করে বললেন, 'তুই দস্যু মোহনের কথা জানলি কোথায় ?'

ইতু হাত দিয়ে দেখাল দাদুর বইয়ের তাকের দিকে, 'তোমার যে পোকাধরা বই আছে ওখানে, লুকিয়ে লুকিয়ে পড়।'

শুনে বেশ কিছুক্ষন হা হয়েই থাকল দাদুর মুখ। নিজের কানকেই বিশ্বাস হচ্ছে না তার। একসময় জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই পড়েছিস ওখান থেকে?'

ইতু হাঁসল, 'একটু-'

দাদু বললেন, 'কারো কাছে গল্প করেছিস ?'

ইতু মাথা নেড়ে না বলল সাথে সাথে।

দাদু সাথেসাথে অন্য কথায় গেলেন, 'আচ্ছা, যাক ওসব। সেই দস্যু মোহন মরে গেছে অনেক আগে নয়ত একেবারে বুড়ো হয়ে গেছে। এই চিঠি ওর না। অন্য আর কে মোহন আছে বল-'

ইতু দুহাত দুপাশে রেখে বিছানায় ভর দিল, 'আর কাউকে চিনি না।'

বোঝা গেল আর কোন পরিচিত মোহন নেই। দাদু চিন্তা করতে লাগলেন। বেশ কিছুক্ষন চিন্তা করার পর মুখ খুললেন তিনি, 'হুঁ, এটা অন্য কেউ, অন্য কোন মোহন। মোহন-লাল। নামের কি বাহার।'

ইতু বলল, 'বাহারী নাম না হলে দস্যু সর্দার মানায় না। আমার নাম নিয়ে কখনো দস্যু হতে পারব না।'

বিরক্ত হলেন দাদু। তারপর চোখ পাকিয়ে বললেন, 'দস্যু হতে হবে না। পাহাড়, ঘোড়া এসব পাবি কোথায়? এসব নাহলে কি দস্যু হয়? গোয়েন্দা হওয়া তারচে ভাল, যে কোন যায়গায় হওয়া যায়। গোয়েন্দাদের নাম নিয়েও কিছু যায়-আসে না। ফেলুদার নাম মনে নেই ? ফেল করতে করতে ফেলু হয়ে গেছে তারপরও কতবড় গোয়েন্দা। এখন কিভাবে মোহনলালের খোঁজ পাওয়া যায় তাই বল। বুদ্ধি বের কর। ওকে খুঁজে বের করতে হবে। তারপর-'

দাদুর কথা শেষ হল না। সিঁড়ির দিকে থেকে ইতুর মায়ের গলা শোনা গেল।

'ইতু, ইতু-'

ইতু লাফিয়ে নেমে দাঁড়াল। সাথেসাথে সাবধান করলেন দাদু, 'চুপ চুপ, খবরদার চিঠির কথা বলবি না। যা শুনে আয়।'

ইতু গলা উচু করে বলল, 'আসছি-'

বলেই দৌড় দিল ইতু। দাদু উঠে খাম এবং চিঠি লুকিয়ে ফেললেন তার বালিশের তলায়। খাটে পা ঝুলিয়ে দুহাত একসাথে করে চুপ করে বসে থাকলেন। একটু পর সন্তর্পনে হাত ঢুকিয়ে চিঠি ধরে টান দিলেন। সেটা খাম দেখে আবার ঢোকালেন, এবার চিঠি বের করলেন। খুলে দেখলেন। আবারো পড়লেন। বাইরে পায়ের শব্দ পেয়ে দ্রুত আবার লুকালেন এবং সোজা হয়ে বসলেন। ইতু এসে বসল দাদুর পাশে।

দাদু জিজ্ঞেস করলেন, 'কি বলল রে?'

ইতু বলল, 'কিছু না।'

দাদু ভ্রু কোঁচকালেন, 'কিছু না মানে ? শুধুশুধু কেউ ডাকে ?'

ইতু বলল, 'অন্য কথা।'

বিরক্ত হলেও দাদু এবিষয়ে আর কথা বাড়ালেন না। একটু চুপ করে থেকে ভেতরের দিকে ইঙ্গিত করলেন, 'চিঠির কথা বলেছিস কিছু?'

ইতু বলল, 'না।'

দাদু বললেন, 'বলবি না। মাকেও না বাবাকেও না। দুজনেরই হাই প্রেশার। বললেই- একেবারে। আমরা দুজন ঠিক আছি। আমরা সব কাজ করব। মোহনলালকে খুঁজে বের করব।'

ইতু বলল, 'হুঁ।'

দাদু নড়েচড়ে বসলেন, 'তাহলে, প্রথম কথা বাড়ির বাইরে যাবি না।'

একমুহূর্ত ভাবল ইতু। তারপরই জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে খুঁজব কিভাবে ?'

দাদু থতমত খেয়ে চুপ করে গেলেন। কিছুক্ষন ভাবলেন। তারপর গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'তোর বাবার বাইনোকুলার কোথায় জানিস ?'

'আলমারীর ভেতর।'

'আনতে পারবি ?'

ইতু একবার দরজার দিকে তাকাল। বলল, 'মা যখন গোছল করতে ঢুকবে, তখন।'

দাদু বললেন, 'ঠিক আছে। সুযোগ পেলেই বের করে এখানে আনবি। ওটা দিয়ে দেখব বাড়ির আশেপাশে সন্দেহজনক কেউ ঘোরাফেরা করে কিনা। কেউ ঘুরঘুর করছে চোখে পড়লেই, ব্যাস-, ধরে ফেলব।'

ইতু জিজ্ঞেস করল, 'চিনব কিভাবে ?'

'চিনব কিভাবে মানে ?'

ইতু ব্যাখ্যা করল, 'যদি মোহনলাল না হয়ে অন্য মানুষ হয় ?'

দাদু বললেন, 'না হলে ওর দলের লোক হবে। নয়ত শুধুশুধু ঘুরঘুর করবে কেন অন্যের বাড়ির কাছে। আচ্ছা শোন, আগে . . . এই যে, চিঠিটা দেখ, এটা থেকে জানবে হবে লোকটা কেমন। দেখতো ভাল করে কি বোঝা যায় ?'

ইতু চিঠিটা হাতে নিয়ে আবারো দেখল ভাল করে। তারপর কিছু বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে ঘুরে তাকাল দাদুর দিকে।

দাদু বললেন, 'দেখ না। হাতের লেখা থেকে অনেক কিছু জানা যায়। যে লিখেছে তার বয়স কত, চেহারা কেমন, বেঁটে না লম্বা, ডানহাতি না বাহাতি, ছেলে না মেয়ে।

ইতু জিজ্ঞেস করল, 'মোহনলাল কি মেয়ের নাম হয় ?'

দাদু বললেন, 'ওটা ছদ্মনাম। কেউ নিজের নামে অপরাধ করে দেখেছিস কখনো। কোন গল্পের বইতেও নেই। আচ্ছা তুই পারবি না আমার কাছে দে। ম্যাগনিফাইং গ্লাশ ?'

ইতু বলল, 'ড্রয়ারে আছে।'

দাদু বললেন, 'আনতো। সাবধানে-'

ইতু উঠে ভেতরে চলে গেল। দাদু মনোযোগ দিয়ে চিঠি দেখতে থাকলেন। একটু পরই দৌড়ে ঢুকল ইতু। জামার নিচে লুকিয়ে আনতে পেরেছে ম্যাগনিফাইং গ্লাশ। সেটা বের করে দেখাল।

দাদু খুশি হয়ে উঠলেন ইতুর তৎপরতায়। বললেন, 'গুড, ভেরী গুড। ভাল করে দেখত হাতের ছাপ দেখা যায় নাকি-'

ইতুর হাতে লেন্স। সেটা বিভিন্ন দুরত্বে ধরে কাগজটা দেখতে লাগল। দাদুও সাথেসাথে কাছে মাথা নিয়ে দেখার চেষ্টা করলেন। এতই কাছে যে দুজনের মাথা ঠুকে গেল। আবারও সাবধানে দেখতে লাগল দুজন। গোয়েন্দা গল্পের বর্ননায় যা থাকে তেমন কিছুই পাওয়া গেল না। একসময় বিরক্ত হয়ে চিঠিটা রাখল ইতু।

‘এভাবে হাতের ছাপ দেখা যায় না।’ বলল সে।

‘ঠিক।’ সায় দিলেন তার দাদুও, ‘পুলিশরা কি কি দিয়ে যেন দেখে। আচ্ছা এটা দেখ তো ভাল করে। পোষ্টঅফিসের নাম। কোথায় পোষ্ট করেছে-’

দাদু খামটা বের করে এগিয়ে দিলেন। ইতু লেন্স দিয়ে পড়ার চেষ্টা করল। পড়া গেল না। গম্ভীরভাবে বলল, ‘একটা এম- পড়া যায়।’

দাদু বললেন, ‘হুঁ।’

ইতু বলল, ‘ওরা ইচ্ছে করে এমনভাবে সিল মারে যেন কেউ পড়তে না পারে। পড়লে যদি চিনে ফেলে।’

দাদু বললেন, ‘ঠিক বলেছিস।’

ইতু আরেকটু বাড়ল, ‘মনে হয় পোষ্টঅফিসের লোক। ইচ্ছে করে এভাবে সিল মেরেছে যেন ধরা না যায়।’

দাদুরও সেটাই মনে হল। অবাক হয়ে ইতুকে দেখলেন। তারপর বললেন, ‘হুঁ। তাই তো। তুই এখানকার পোষ্ট অফিস চিনিস ?’

ইতু বলল, ‘না।’

দাদু একটু ভাবলেন একা একাই। তারপর বললেন, ‘আমি চিনি। আচ্ছা, ভাল বুদ্ধি পেয়েছি। নেংটি কি করছে জানিশ ?’

ইতু একবার তাকাল দরজার দিকে। সে কি আর করতে পারে! তার কাজই ঘুমানো। শুয়ে-বসে-দাঁড়িয়ে।

ইতু বলল, ‘কি করবে ? নিশ্চয়ই ঘুমাচ্ছে।’

দাদু বললেন, ‘ওকে দুটাকা দিয়ে পোষ্টঅফিসে পাঠাই। একটা খাম কিনে আনবে আর জিজ্ঞেস করবে মোহনলাল নামে কেউ আছে কিনা।’

ইতু পলক না ফেলে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষন। তারপর গোমড়ামুখে বলল, ‘ও কি করবে জানি। আগে একটাকার কিছু কিনে খাবে তারপর গিয়ে বলবে একটাকার খাম দ্যান।’

দাদু অবাক হলেন, ‘এমন !’

ইতু বলল, ‘হ্যাঁ, এমন। তারপর মোহনলালের নাম বলে খোঁজ করলে সেও সতর্ক হয়ে যাবে। তখন আর ধরাই যাবে না।’

একেবারে সত্যি কথা। যাকে খোঁজ করা হচ্ছে তাকে কি সরাসরি জিজ্ঞেস করা যায়! দাদু প্রশ্নবোধক চোখে তাকালেন ইতুর দিকে। জিজ্ঞেস করলেন, ‘তাহলে ?’

ইতু বলল, ‘আমি যাই। নিজের চোখে দেখে আসব।’

আঁতকে উঠলেন দাদু, ‘না-না। কক্ষনো না। তোরজন্যই ওত পেতে বসে আছে।’

ইতু আর কথা বাড়িয়ে সাহস পেল না। দুজনেই ভাবতে শুরু করল। একসময় দাদু আবার মুখ খুললেন, ‘আচ্ছা, এক কাজ করি। আমি যাই। এখন পোষ্টঅফিসে লোকজন খুব কম। একনজর দেখে আসি।’

ইতু বলল, ‘তোমাকে যদি কিছু করে ?’

দাদুর সেটা বিশ্বাস হল না। বললেন, ‘নাহ, আমি বুড়ো মানুষ। আমার কি করবে।’

ইতু তবুও বলল, ‘তাহলেও। দুজনই যাই চলো। দুজন থাকলে কিছু করতে পারবে না।’

দাদু বললেন, 'বলছিস ?'

ইতু বলল, 'হুঁ।'

দাদু ভাবল একটু। দুজন একসাথে থাকলে কাজ করা অনেক সহজ। এই পোষ্টঅফিসটা একেবারে ছোট। মাত্র কয়েকজন লোক। অনেক সময় নিজেরাই ভয়ে দরজায় তালা দিয়ে ভিতরে চুপ করে বসে থাকে। এদের কেউ মোহনলাল কিনা দেখেই চলে আসা।

দাদু বললেন, 'আচ্ছা তোর মা কি করছে দেখে আয়।'

ইতু বাইরে গেল। ফিরল একটু পরই, 'বাথরুমে ঢুকেছে-'

দাদু সাথেসাথে উঠে দাঁড়ালেন, 'বাইনোকুলার, বাইনোকুলার। শিগগীর-'

সাথেসাথে ইতু দৌড় দিল। মায়ের বের হতে অন্তত আধঘন্টা। অনায়াসে বাইনোকুলার বের করে আনতে পারবে সে। করলও তাই। একটুপর বাইনোকুলার হাতে নিয়েই ফিরল। এসে দাদুর দিকে বাড়িয়ে ধরল। দাদু সেটা হাতে নিতে নিতে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেউ টের পায়নি ?'

ইতু মাথা নেড়ে জানাল, না। কেউ টের পায়নি। টের পাবেই বা কে? মা বাথরুমে, বুয়া নেই বেশ কিছুদিন আর নেংটি ঘুমাচ্ছে।

দাদু বাইনোকুলারটা হাতে নিয়ে দেখলেন। বললেন, 'এখানে লুকিয়ে রাখি। পরে কাজে লাগাব।'

বাইনোকুলারটা বালিশের নিচে চালান করে দিলেন তিনি। আরেকটা বালিশ দিয়ে ভালভাবে চাপা দিয়ে চাপ দিয়ে দেখলেন। তারপর ইতুর দিকে ঘুরে বললেন, 'চল, চট করে ঘুরে আসি। বাথরুম থেকে বের হওয়ার আগেই ফিরে আসব। দেখত কয়টা বাজে?'

ইতু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ড্রইংরুমের বড় দেয়াল ঘড়িটা দেখল। বলল, 'দেড়টা দশ।'

দাদু বিরক্ত হলেন শুনে, 'দেড়টা দশ মানে ? দেড়টা দশ বলে কিছু হয় নাকি ?'

ইতু বলল, 'দেড়টা বেজে দশ মিনিট।'

দাদু বললেন, 'দেড়টা দশ বলে না। বলতে হয় একটা চল্লিশ মিনিট।'

ইতু বলল, 'আচ্ছা।

দাদু বললেন, 'নেংটি, নেংটিকে ডেকে আন।'

ইতু ভেতরে গেল। একটু পরই নেংটির হাত ধরে টেনে আনল। নেংটির চোখ বন্ধ, ঘুমে টলছে। দাদুর নাগালের মধ্যে আসায় তিনি তার কান ধরে টান দিলেন। তারপরও সে চোখ খোলে না। কান ধরে ঝাঁকাতে শুরু করলেন দাদু, 'এই, এই নেংটি।'

নেংটি চোখ খুলল। হাই তুলল।

দাদু কান ছেড়ে দিয়ে হাত উচু করে খয় দেখানোর চেষ্টা করলেন, 'মারব চটাস করে।'

নেংটি ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে থাকল। দাদু তাকে হাত ধরে দরজার কাছে নিয়ে গেলেন। যেখানে ছাড়লেন নেংটি সেখানেই পুতুলের মত দাঁড়াল।

দাদু বললেন, 'এখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবি। দেখবি ইতুর মা এদিকে আসে কিনা। আসলে বলবি আমরা দুজন ঘরের ভিতর আছি। কাজ করছি। খবরদার ঘুমাবি না। তাহলে- মোহনলাল ধরে নিয়ে যাবে।'

নেংটি চোখ পিটপিট করল। দাদু ঘরের দরজা টেনে দিলেন। তারপর ইতুর সাথে বাইরের গেটের দিকে রওনা হলেন। নেংটি তখনও চোখ পিটপিট করছে। তারপরই সেখানে দাঁড়িয়ে থেকেই চোখ বন্ধ করল।

ইতুরা গেটের বাইরে যেতেই সে নেমে গেটের কাছে এসে বাইরে উকি দিল।

ইতুদের বাড়ির সামনের রাস্তাকে সত্যি সত্যিই লেগব্রেক লেন বলতে হয়। রাস্তার অর্ধেক খুঁড়ে গর্ত করেছে আর বাকি অর্ধেক ভতি করে রেখেছে সেই খোঁড়া মাটি দিয়ে। সাবধানে হাত ধরাধরি করে পাশের রাস্তায় এসে দাঁড়াল। এখান থেকে আরেকটা মোড় ঘুরলে পোষ্ট অফিস।

ইতু বলল, 'দাদু, খালিহাতে যাবে। ওদের কাছে যদি অস্ত্র থাকে ?'

দাদু বললেন, 'অস্ত্র পাবি কোথায় ? আমার এই লাঠিটা ছাড়া তো কিছু নেই।'

ইতু বলল, 'চল পটকা কিনি।'

দাদু জিজ্ঞেস করলেন, 'পটকা দিয়ে কি করবি ?'

ইতু বলল, 'দেখতে পেলেই দুম। মনে করবে গুলি। পটকা ফাটালে পুলিশও পালায়।'

দাদু একটু ভেবে বললেন, 'আগে পোষ্টঅফিসে দেখে আসি। ভাবসাব দেখে ফেরার সময় কিনব। কোথায় পাওয়া যায় জানিশ ?'

ইতু বলল, 'হ্যাঁ, ওই দোকানে। ছোট একটা দুটাকা বড় পাঁচটাকা।'

বলেই লাফ দিয়ে একপাশে সরে গেল ইতু। ওদের পিছন থেকে একটা গাড়ি এসে ব্রেক করেছে একেবারে গা ঘেসে। ইতু দেখল একটা হলুদ রঙের ট্যাক্সি। শিখদের মত মাথায় পাগড়ি দেয়া ড্রাইভার। নাকের নিচে মোটা গোঁফ। শিখদের মত চাপদাড়ি। ওদের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাঁসতে লাগল। যেন খুব বাহাদুরির কাজ করেছে।

দাদু চটে গেলেন। বললেন, 'রাস্তা কি কম পরেছে, এসে গায়ের ওপর উঠিয়েছ। দেব এক থাপ্পর।'

ড্রাইভার রাগ করল না। বাইরে মাথা বের করে দাঁত দেখিয়ে শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাবেন ?'

দাদু তখনো রেগে আছেন তার ওপর। গাড়ি এসে ঘসা খেয়েছে তার পায়ের সাথে। সাদা পায়জামায় ময়লা দাগ লেগেছে। তিনি সে যায়গাটা ঘসতে ঘসতে ধমকে বললেন, 'কোথায় যাব তা দিয়ে দরকার কি ? আমরা হেঁটেই যেতে পারব। যাও ভাগো।'

ড্রাইভার গলা আরো নিচু করে একেবারে ভালমানুষের মত করে বলল, 'স্যার দিনকাল ভাল না। কখন কি হয়ে যায়। গতকালই এই ছেলের বয়সী একজনকে রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে গেছে। এখনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। বলছিলাম কি-, গাড়িতে উঠুন, তাহলে আর কোন ভয় নেই।'

দাদু আরো রেগে বললেন, 'খালি ধান্দাবাজি। আমরা যাব এতটুকু পথ আর তোমার গাড়িতে উঠে তোমাকে টাকা দিতে হবে। যাও-যাও। আমরা এই পোষ্টঅফিসে যাব আর আসব।'

ড্রাইভার বলল, 'তাহলে স্যার টাকা দিতে হবে না। উঠুন, আবার এখানে এসে নামিয়ে দিয়ে যাব।'

দাদু এবার অবাক হয়ে বললেন, 'টাকা দিতে হবে না! টাকা ছাড়াই ঘুরিয়ে আনবে ? তোমার পেট চলবে কি দিয়ে ? হাওয়া খেয়ে চলাফেরা কর না-কি?'

ড্রাইভার হেঁসে ফেলে বলল, 'জ্বি স্যার, আমি হাওয়া খাই, গাড়ি গ্যাস খায়। সিএনজি। এখন দুজনেরই পেট ভরা। আপনার জন্য বলছি না স্যার, বলছিলাম এই ছেলেটার কথা। যদি কিছু হয়েই যায়-'

ইতু গম্ভীরমুখে বলল, 'ফাও উঠব না। পোষ্ট অফিস থেকে ঘুরে এসে আবার এখানে নামব, দুটাকা দেব।'

ড্রাইভার বলল, 'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

দাদু আর আপত্তি করলেন না। দরজা খুলে উঠে বসলেন। ইতুর উঠে বসল পাশে। গাড়ি ওদেরকে নিয়ে ডানদিকে না ঘুরে বামদিকে ঘুরল। ইতু চিৎকার করে উঠল, 'এইদিকে, এইদিকে।'

ড্রাইভার সাথে সাথে ব্রেক করে গাড়ি থামাল। তারপরই এরোসলের ক্যানের মত কি একটা বের করে সেপ্র করল দুজনের মুখে। দুজনেই সাথেসাথে ঢলে পরল সিটের ওপর।

আর কিছুই মনে নেই ইতুর।

২

ইতুর বাবা সিরাজুল হক বাড়ি ফেরেন ঠিক দুটায়। দুপুরের খাওয়া দাওয়া সেরে বিছানায় শুয়ে থাকেন চারটা পর্যন্ত। তারপর উঠে চা খান। আবার তৈরী হতে হতে বাজে সাড়ে চারটা। তখন আবার বের হন। এখন সময়ের একটু হেরফের হয় কারন গাড়িটা বাড়ি পর্যন্ত আনা যায় না। পাশের রাস্তায় তার বন্ধু বজলুর রহমানের বাড়িতে রেখে আসতে হয়। যাওয়ার সময়ও সেখানে যেয়ে গাড়িতে উঠতে হয়।

আজ যখন গেট দিয়ে ঢুকলেন তখন দুটা বেজে পচিশ মিনিট। উচুনিচু পথ দিয়ে হেঁটে তার মেজাজ একেবারে তিরিক্ষি। গেট খুলে সেটা ধরে সেখানেই দাঁড়িয়ে কিছুক্ষন হাঁফালেন। মনেমনে রাস্তা খোঁড়ার লোকগুলোর মুন্ডুপাত করলেন। তারপর ঘাড় ঘুরালেন বাড়ির দিকে। বারান্দায় কাঠের মুর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে নেংটি। বাড়িতে কোন সাড়াশব্দ নেই।

হেঁটে এসে বারান্দায় উঠলেন তিনি। নেংটির সামনে এসে দাঁড়ালেন। নেংটি এতটুকু টের পায়নি। দাঁড়িয়ে কান ধরে ঝাঁকালেন তাকে। তবুও চোখ খুলল না নেংটি। এবার কান ছেড়ে চটাস করে গালে চড় কশালেন। সাথেসাথে চিৎকার করে উঠল নেংটি, 'মোহনলাল, মোহনলাল। ধরে নিয়ে যাবে। ধরে নিয়ে যাবে। ডাকাত, ডাকাত।'

ইতুর বাবা হতভম্ভ হয়ে গেলেন নেংটির চিৎকার শুনে। কোনমতে সামনে হাত বাড়িয়ে আবার কান চেপে ধরলেন।

'এ্যাই-'

নেংটি বলল, 'মোহনলাল।'

বাবা বললেন, 'কি হয়েছে ?'

নেংটি বলল, 'মোহনলাল।'

বাবা বললেন, ‘ইতু কোথায় ?’

নেংটি বলল, ‘মোহনলাল।’

বাবা বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিলেন। ঘরে এসে ঢুকে দেখলেন ইতুর দাদুর ঘরের দরজা হাট করে খোলা। সেখানে গিয়ে ঢুকলেন তিনি। দেখলেন নেংটির চিৎকার শুনে ইতুর মা-ও বের হয়েছেন ঘর থেকে। এখন সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসছেন। সিঁড়ির মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে হাঁক দিলেন, ‘নেংটি-।’

নেংটি ততক্ষনে আবার ঘুমিয়ে। মা আবার হাঁক দিলেন, ‘ইতু-’

এতেও সাড়া না পেয়ে তিনি নেমে আসতে শুরু করলেন। এসে ইতুর দাদুর ঘরে ঢুকলেন। ঘরে কেউ নেই। ইতুর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। সে হয়তো কোথাও যেতে পারে, কিন্তু তার দাদু। তার তো কোথাও যাওয়ার কথা না। এই ঘরেই সারাদিন বসে থাকে, নয়তো ড্রইংরুমে বসে টিভি দেখে। গেলেন কোথায় ?

ইতুর বাবা ততক্ষনে হাঁফিয়ে গিয়ে বিছানায় বসেছেন। বসে বসে হাঁফাচ্ছেন। তারপর বসে থাকতেও না পেরে গড়িয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। হাত বাড়িয়ে বালিশ ধরে টান দিলেন। তক্ষুনি ইতুর মা চিৎকার করে উঠলেন, ‘ওটা কি ?’

ধড়মড় করে উঠে বসলেন ইতুর বাবা। যেন নাগালের মধ্যে সাপ। লাফিয়ে উঠে বললেন, ‘কি ?’

ইতুর মা আঙুল তুলে দেখালেন, ’ওই যে-’

এতক্ষনে ইতুর বার চোখে পড়ল জিনিষটা। বালিশের তলায় চাপা দেয়া ছিল। কালোমত লম্বা কি যেন। বালিশ টেনে সরানোয় কিছুটা দেখা যাচ্ছে। নিজে হাত দিয়ে সাহস পেলেন না তিনি। বাইরে গিয়ে নেংটির কান ধরে টেনে আনলেন। একেবারে জিনিষটার কাছে এনে কান ধরে রেখেই আরেক হাত দিয়ে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওটা কি ?’

নেংটি তখন চোখ পিটপিট করছে। সে বলল, ‘মোহনলাল।’

বাবা ধমকে উলেন, ‘কি?’

নেংটি বলল, ‘ধরে নিয়ে যাবে।’

বাবা এবার কান ছেড়ে মাথার পেছনে চাটি মারলেন। বললেন, ‘ভাল করে দেখ ওটা কি ?’

নেংটি এবার হাত বাড়িয়ে বাইনোকুলারটা হাতে নিল। পটাপট ঢাকনা খুলে বের করে চোখে লাগিয়ে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল।

বাবা রেগে গেলেন দেখে। ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘ওটা কে এনেছে ?’

নেংটি বলল, ‘কত বড় বড় দেখা যায়।’

বাবা এবার নেংটির হাত থেকে বাইনোকুলারটা কেড়ে নিলেন। খাপে ঢুকাতে শুরু করলেন। ইতুর মা ততক্ষনে এগিয়ে গেছেন। বালিশের তলা থেকে খাম আর চিঠি বেরিয়ে পরেছে। চিঠিটা হাতে নিলেন তিনি। তারপর জানালার আলোর কাছে গিয়ে পড়ার চেষ্টা করলেন। চশমা চোখে নেই বলে পড়তে পারছেন না। না পেরে একসময় বাবার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। বললেন, ‘দেখতো কার চিঠি ?’

বাবা ততক্ষনে বাইনোকুলারটা খাপে ঢুকিয়ে ফেলেছেন। চিঠিটা হাতে নিয়ে বললেন, ‘পরের চিঠি পড়তে হয় না।’

বলে চিঠিটা চোখের সামনে ধরলেন। পরের চিঠি বলে সেটা না পড়ে কে লিখেছে সেটাই শুধু দেখার চেষ্টা করলেন। বললেন, 'মোহনলাল।'

নেংটি সাথেসাথে বলল, 'ধরে নিয়ে যাবে।'

মা বললেন, 'চোপ।'

নেংটি মাথা নিচু করল। মা বাবার দিকে তাকালেন, 'কি লিখেছে ?'

বাবা এবার পড়তে শুরু করলেন, 'আজিম সাহেব, এক লক্ষ টাকা ক্যাশ করিয়া রাখিবেন। কথার অন্যথা করিলে আপনার নাতিকে ফেরত পাইবেন না। ইতি-মোহনলাল।'

মা বললেন, 'এ্যা।'

নেংটি বলল, 'ধরে নিয়ে গেছে।'

বাবা বললেন, 'এক লক্ষ টাকা।'

তারপর মেঝেতেই পড়ে যাচ্ছেন দেখে দুপা এগিয়ে বিছানার কাছে গেলেন এবং বিছানার ওপর পড়লেন। মা-ও এগিয়ে গিয়ে চেয়ারে পড়লেন। হতভম্ভ নেংটি কিছু বুঝতে না পেরে চিঠিটা কুড়িয়ে নিল। চোখের সামনে ধরে পড়ার চেষ্টা করল। ইতুর বাবা-মা দুজনের দিকে তাকিয়ে দেখল দুজনেরই চোখ বন্ধ। তখন চিঠিটা মেঝেতে ফেলে দিল, খামটা আগের যায়গায় রেখে তার ওপর বালিশ চাপা দিল। তারপর বাইনোকুলারটা খুলে নিয়ে চোখে লাগিয়ে জানালার কাছে দাঁড়াল।

৩

ইতুর মা আগে উঠে বসলেন চেয়ারে। দেখলেন ইতুর বাবা তখনো বিছানায় শুয়ে। নেংটি বাইনোকুলার হাতে ঘরের বাইরে গেছে। তার সামনেই মেঝেতে চিঠি পড়ে রয়েছে।

কোনমতে ঠেলেঠুলে উঠে তিনি চিঠি হাতে নিলেন। চোখ মিটমিট করে কষ্ট করে পড়লেন। তারপর চিঠি হাতে নিয়েই দাদুর ঘর থেকে বেরিয়ে ড্রইংরুমে এসে ঢুকলেন। এদিক ওদিক তাকিয়ে নেংটিকে দেখার চেষ্টা করলেন, তাকে দেখা গেল না। তখন এগিয়ে গেলেন কোনায় ছোট টেবিলে রাখা টেলিফোনের দিকে। হ্যান্ডসেটটা হাতে তুলে নিলেন। ডায়াল করতে করতে বললেন, 'নাইন নাইন নাইন, হ্যালো ফটিক আছে ? ফটিককে দ্যান। আমি ইতুর মা। কি বললেন, কোন ফটিক ? আপনি কি করেন ওখানে ? ও, পুলিশে চাকরি করেন আর ফটিককে চেনেন না! পুলিশ ইন্সপেক্টর ফটিক। ভাল নাম, ওর ভাল নাম, ধুর ছাই মনে পড়ছে না। আপনি ওকে খুঁজে বের করেন। যেখান থেকে পারেন সেখান থেকে। সবাইকে জিজ্ঞেস করেন। হ্যাঁ মনে পরেছে, সাজেদুল ইসলাম, সাজেদুল ইসলাম ফটিক। লম্বামত ফর্সা। একটু ভুড়ি আছে। এক্ষুনি ডেকে দ্যান। .. হ্যাঁ, ফটিক, সর্বনাস হয়ে গেছে রে। ইতুকে ধরে নিয়ে গেছে। বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গেছে। ... এ্যা, আমি বলে দেব কে ? কি বললি ? আমি চিনি নাকি ? তুই পুলিশে চাকরি করিশ তুই চিনবি। খুজে বের কর। ইতু, ইতুর দাদু দুজনকেই ধরে নিয়ে গেছে, একলাখ টাকা চেয়েছে। চিঠি, চিঠি দিয়েছে। মোহনলাল। এত কিছু জানি না তুই এক্ষুনি আয়। ওকে বের করে আন। ফটিক- তোর এত বড় সাহস। আমি বলছি এক্ষুনি-,

হ্যান্ডসেটটা টেবিলে আছাড় মারলেন তিনি। কিছুক্ষন সেটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর আবার হাতে নিয়ে কানে লাগালেন, 'হ্যাঁ, ফটিক। হ্যালো, হ্যালো-।'

কয়েকবার ঠকঠক করে টেলিফোন সেটটাকে খোঁচালেন তিনি, কিন্তু কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। হ্যান্ডসেটটা নামিয়ে রেখে রাগে কিছুক্ষন হাঁফালেন তিনি। তারপরই হাঁক দিলেন, 'নেংটি-।'

নেংটি কাছেই কোথায় যেন ছিল। ডাক শুনেই ছুটে এসে সামনে দাঁড়াল। ওর হাতে ইতুর খেলনা বন্দুক। সেটা বাড়িয়ে ধরল ইতুর মায়ের দিকে। ইতুর মা সেটা হাতে নিয়ে অবাক হয়ে দেখলেন কিছুক্ষন। তারপর কি করবেন বুঝতে না পেরে সেটাকেই তাক করলেন নেংটির দিকে। সাথেসাথে নেংটি দুহাতে কান ধরে ওঠবস শুরু করল।

ইতুর বাবা দাদুর ঘর থেকে বের হলেন। চিঠিটা হাতে নিয়ে আবার পড়লেন। তারপর কি মনে করে আবার ঘরে ঢুকলেন। চিঠিটা বিছানায় রেখে বের হয়ে এবার রওনা দিলেন বাইরের দিকে।

ইতুর মা জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি আবার যাও কোথায় ?'

বাবা থামলেন। তার মুখ গোমড়া। বললেন, 'ব্যাংকে। দেখি টাকার যদি কিছু করা যায়-'

মা বললেন, 'এক লক্ষ টাকা। ব্যাংকে আছে এক লক্ষ টাকা ?'

বাবা বললেন, 'মনে হয় আছে।'

মা বললেন, 'কাল যে দশ হাজার টাকা চাইলাম, বললে নেই!'

বাবা বললেন, 'কাল ছিল না। একজনের কাছে টাকা পাব, দেখি জমা দিল কি-না।'

বলেই আর কথা না বাড়িয়ে তিনি তাড়াতাড়ি বাইরে চলে গেলেন। নেংটি কিছু বুঝতে না পেরে কান ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ইতুর মা কি করবেন ঠিক করতে না পেরে হাতের বন্দুকটা দিয়ে তাকেই একটা বাড়ি লাগালেন।

৪

ইতুদের লাল রঙের টয়োটা করোলা গাড়িটা থামানো ছিল ইতুর বজলু কাকুর তিনতলা মুল বাড়ি থেকে হাত কয়েক দুরে। তিনতলার জানালায় বসে বজলুর রহমানের বাবা শফিকুর রহমান গাড়িটার ছাদ দেখতে পাচ্ছেন। একটু আগেই তিনি ইতুর বাবাকে নেমে হেঁটে যেতে দেখেছেন। ড্রাইভার কাজলও গেছে তার বাড়িতে। দুজনের কেউই ঘন্টাদুয়েকের মধ্যে ফিরবে না।

গাড়িটার ছাদের দিতে কিছুক্ষন তাকিয়ে থাকলেন তিনি। এখান থেকে দেখে গাড়িটাকে মনে হচ্ছে অনেক লম্বা। ঘুরে এসে টেবিলে প্লেট থেকে একটা খেজুর তুলে নিলেন তিনি। তার ছোটছেলে কুয়েত থেকে পাঠিয়েছে। কি এক গায়িকার নামে নাম। মুখে দিলে একেবারে গলে যায়। খেজুরটা মুখে দিয়ে বিচিটা বের ছুড়ে মারলেন গাড়ির দিকে। ঠক করে গাড়ির কোনায় পড়ে লাফিয়ে অন্যদিকে চলে গেল সেটা। ঘুরে এসে আরেকটা খেজুর নিয়ে সেটার বিচি ছুড়ে মারলেন। এবার গাড়িতে লাগলই না। তাড়াতাড়ি এসে আরেকটা বিচি নিয়ে গাড়ির মাঝখানে মারা চেষ্টা করলেন।

ইতুর বাবা হাঁফাতে হাফাতে এসে গাড়িটার কাছে থামলেন। রীতিমত ঘেমে গেছেন তিনি। দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকালেন। তখনই মনে পরল কাজলকে তিনি দুঘন্টা পর আসতে বলেছেন। তার বাড়িও চেনেন না। তাহলে ? প্রচন্ড রাগ হল তার। ড্রাইভার এমন হবে কেন ? কাজ থাক না থাক গাড়িতে বসে থাকবে। কখন দরকার পরে তার কি ঠিক আছে ?

আর কখনও ওকে বাড়িতে যেতে দেয়া হবে না, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন তিনি।

তক্ষুনি মাথার ঠিক মাঝখানে ঠক করে কিযেন এসে পড়ল।

মাথার তালু জ্বলে উঠল ইতুর বাবার। চুল উঠে উঠে শেষ হয়ে গেছে। সামান্য যে কয়টা আছে তাকেই বহু চেষ্টা করে ঘুরিয়ে এনে মাথা ঢেকেছেন। আর সেখানে ঢিল। রেগে পাজিটাকে দেখার জন্য ঘুরলেন তিনি। তখন চোখে পড়ল দোতলার জানালায় বসে আছে সিরাজ। তার নিজের নামে নাম। ইতুর ক্লাশের ফার্ষ্টবয়। পড়া ছাড়া জীবনের আর কিছু বোঝে না। ঘর থেকে বেরয় না। সকলের কি প্রশংসা, এমন ছেলেই হয় না।

এই ভাল ছেলের নমুনা!

ইতুর বাবা রেগে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন। একেবারে হাতের কাছেই বেশ মানারসই একটা ইটের টুকরো চোখে পড়ল। সেটা তুলে নিয়ে তাক করলেন দোতলার জানালায়। কত জোরে কোন পথে মারলে ওর মাথায় লাগবে ? নাহ্, নিচ থেকে দোতলায় কারো মাথার ঠিক মাঝখানে বোধহয় মারা যাবে না। নাহোক, এদিক ওদিক হলেও চলবে।

গতিপথ ঠিক করে নিয়ে মুহুর্তে সেটা ছুড়ে মারলেন তিনি। সিরাজ অবাক হয়ে নিচের কান্ড কারখানা দেখছিল। ঢিলটাকে সোজা তারদিকে উড়ে আসতে সে চিৎকার করে তারচেয়ে দ্রুত দৌড় লাগাল ভেতরের দিকে। ঝনঝন করে জানালার কাঁচ ভেঙে পড়ল।

একদিকে কাঁচ ভাঙার ঝনঝন, আরেকদিকে সিরাজের চিৎকার। সিরাজের মা দৌড়ে ঘরে এসে ঢুকলেন। সিরাজ কোনমতে জানালার দিকে আঙুল তুলে দেখাল। তিনি, ‘কে-রে, কোন বদমাস, দেখি-’ বলে জানালায় এসে দাঁড়ালেন।

ইতুর বাবা তাতে বিন্দুমাত্র ঘাবড়ে না গিয়ে দুহাত তালি দিয়ে ময়লা পরিস্কার করলেন। তারপর এমনভাবে অন্যদিকে তাকালেন যেন তিনিও খুঁজছেন কে ঢিল মেরেছে তাকে। কিন্তু তার এই ভঙ্গি টিকল না বেশিক্ষন। সিরাজের ল্যাব্রাডর কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করতে করতে ছুটে এল সোজা তারই দিকে। আর কোন পথ না দেখে ঘুরে দৌড় লাগালেন তিনি। ছোটবেলায় কত জোরে দৌড়েছেন মনে করতে করতে একেবেকে সেই দৌড়ানোর কসরত করছেন, আর কুকুরটা তেড়ে আসছে। শেষে আর কোন উপায় না দেখে যে রাস্তা খোঁড়ার জন্য এতক্ষন গালমন্দ করছিলেন সেই গর্তেই লাফ দিলেন। হামাগুড়ি দিয়ে কোনমতে এক কোনায় গিয়ে সাবধানে ওপরের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। কুকুরটা একেবারে গর্তের কিনারায় দাঁড়িয়ে মাথা বাড়িয়ে ডেকেই চলেছে।

কুকুর হলেও সেটাকে বুদ্ধিমান বলেই মনে হল তার। অন্তত গর্তে লাফ দেয়ার চেষ্টা করল না।

৫

ইতু যখন চোখ খুলল তখন প্রথমে বুঝতে পারল না সে কোথায়। ওর মাথা ঝিমঝিম করছে, শরীরে শক্তি পাচ্ছে না। মনে হচ্ছে ঘাড় কাত করে শুয়ে ঘুমিয়ে ছিল এতক্ষন। এইমাত্র ঘুম ভাঙল। এখন ঘাড়ে ব্যথা হলে কয়েকদিন ঘাড় নড়াতে পারবে না।

একটু সয়ে নিতে ও বুঝতে পারল ও বসে আছে একটা হেলানো চেয়ারে। একটু পরই ও ভালভাবে দেখতে পেল সবকিছু। এটা ওদের বাড়ি না মোটেই। বেশ বড়সড় একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে এতক্ষন ঘুমাচ্ছিল ও। অপরিচিত একটা ঘরে। ঘরে ওর সামনের দিকে দেয়াল ঘেঁসে একটা খাট পাতা। সোজা সামনের দেয়ালে একটা বন্ধ জানালা। সবুজ, নীল, হলুদ রঙের টানাটানা রঙের পর্দা দিয়ে ঢাকা। ডানদিকে বন্ধ কাঠের দরজা।

নিজের বামদিকে তাকাতেই চমকে উঠল ইতু। ওর দাদু ঘুমাচ্ছেন অন্য একটা চেয়ারে।

ওঠার চেষ্টা করতে আরো অবাক হল ও। ওর দুপা একসাথে করে বাধা। উঠে হাঁটার চেষ্টা করলে দুপা একসাথে করে বস্তাবন্দি দৌড়ের মত লাফাতে হবে। কিন্তু তার দরকারই বা কি ? ওর হাত খোলা। অনায়াসে দড়ি খুলে ফেলতে পারবে।

দাদুর দিকে ফিরে দেখল তারও দুপা বাঁধা। সে অবস্থাতেই ঘুমাচ্ছেন তিনি।

এভাবে বেঁধেছে কে ? এটা কোন যায়গা ?

আসে- আসে- মনে পড়ল ইতুর। মোহনলালের চিঠি পেয়ে ও আর দাদু বেরিয়েছিল পোষ্টঅফিসে খোঁজ নিতে। তখনই শিখদের মত পাগড়িঅলা একজন এসে ওদেরকে গাড়িতে উঠতে বলে। তারপর অজ্ঞান করেছে ওদেরকে।

নিশ্চয়ই ওটাই মোহনলাল। ওদের দুজনকেই ধরে এনেছে।

কিন্তু সেটা কেমন কথা। দাদুকেও যদি ধরে আনে তাহলে টাকা দেবে কে ?

আগেই পা খোলার চেষ্টা করল না ইতু। নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল। দেখা যাক কি হয়। যদি দরজা বাইরে থেকে বন্ধ থাকে তাহলে পা খুলেও বাইরে যেতে পারবে না। তারচেয়ে বরং দেখা যাক ওরা কি করে।

বেশ কিছুক্ষন অপেক্ষা করেও কোন সাড়াশব্দ পেল না ইতু। একসময় তার মনে হল বাড়িতে কেউ নেই। ওদেরকে এখানে রেখে চলে গেছে। তক্ষুনি বাইরে শব্দ শোনা গেল। কে যেন হেঁটে আসছে। মনে হচ্ছে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। খটখট জুটার শব্দ এসে দরজার সামনে থামল। তারপরই দরজা খোলার শব্দ। তারপরই দরজার পাল্লা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকল মাথায় পাগড়ি দেয়া নীল পোষাক পরা সেই ড্রাইভার। দরজা থেকে দুপা ভেতরে ঢুকে প্রথমেই তারদিকে তাকিয়ে থাকা ইতুকে দেখে হাঁসল। তারপর দাদুকে দেখল। তিনি তখনো ঘুমাচ্ছেন। তারপর ইতুর দিকে তাকিয়ে দুহাত পেছনে রেখে এটেনশান হয়ে দাঁড়াল।

ইতু ভাবল কিছু একটা বলবে। অনেকক্ষন অপেক্ষা করেও যখন সে কিছু বলল না তখন ইতুকেই মুখ খুলতে হল। সে জিজ্ঞেস করল, ‘কি ?’

লোকটা অবাক হয়ে বলল, ‘কি ?’

ইতু আরেকটু গলা চড়িয়ে জানতে চাইল, ‘কি ?’

লোকটা সেভাবেই দাঁড়িয়ে থেকে প্রশ্ন করল, ‘কিসের কি ?’

ইতু এবার সরাসরি জিজ্ঞেস করল, ‘এখানে এনেছেন কেন ?’

লোকটা এবার ঘাড় ঘুরাল কিছুক্ষন। যেন ঘাড়ে ব্যথা পেয়েছে সেটা সারানোর চেষ্টা করছে। তারপর বলল, ‘তোমরা এখন বন্দি।’

ইতু মুখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি জেলখানা ?'

লোকটা হেঁসে ফেলল। বলল, 'না, বন্দীশালা।'

ইতুর লোকটাকে খুব খারাপ মনে হল না। বেশ হেঁসে হেঁসে কথা বলছে। লোকজনকে বন্দি করে রাখলে নাকি মারধর করে। এলোক মোটেই মারধর করতে পারবে না। আর ইতুর হাত খোলা। রীতিমত জুজুৎসু শিখেছে সে। একটা প্যাচ মারলে পড়ে গিয়ে আর উঠতেই পারবে না। তখন দমাদম-

ইতু জিজ্ঞেস করল, 'আপনি বন্দীশালার পাহারাদার ?'

লোকটা বলল, 'না, আমি মোহন সিং।'

ইতু এমন ভাব দেখাল যেন বুঝতে পারেনি। জিজ্ঞেস করল, 'কি বললেন ?'

লোকটা বলল, 'মোহন সিং।'

ইতু ঠাট্টার সুরে জিজ্ঞেস করল, 'সিং মানে ? মাথায় শিং আছে ? পাগড়ি দিয়ে ঢেকে রেখেছেন ? পাগড়ি খোলেন তো দেখি!'

মোহন সিং সাথেসাথে দুহাতে পাগড়ি ধরে ঠিক করল। রীতিমত অপমানিত হয়েছে সে ইতুর কথায়। বলল, 'শিং না, শিং না, সিং। সিং মানে সিংহ। পশুর রাজা সিংহ।'

ইতু বলল, 'ও শিং নেই তাহলে। লেজ আছে সিংহের মত? দেখান তো সিংহের লেজ না ইদুরের লেজ।'

মোহন সিং এবার হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল ইতুর দিকে। এতটুকু ছেলের সাথে সে কথা বলে পারছে না। সে বলল, 'তোমরা এখন আমার বন্দি। আমি যা বলব তাই শুনবে। শুধুশুধু প্রশ্ন করবে না। আমি উত্তর দেব না।'

ইতুর হাসি পেল কথা শুনে। নিজের পায়ের দিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'পা বেঁধেছেন কেন ? বন্দি করলে সবাই তো হাত বাঁধে!'

মোহন সিং বলল, 'হ্যাঁ, সবার যেমন বুদ্ধি। হাত বাঁধে বলেই তো বাঁধা হাত নিয়েই দৌড়ে পালায়। আমি অত বোকা না সেজন্যই পা বেঁধেছি। লাফিয়ে লাফিয়ে যাও দেখি কতদুর যেতে পার ?'

ইতু বলল, 'সত্যি আপনার অনেক বুদ্ধি। দরজা খোলা রাখলেও পালাতে পারব না।'

মোহন সিং হেঁসে বলল, 'ওহ, চালাকি হচ্ছে। ভেবেছ ওকথা বললেই আমি দরজা খুলে রাখব। মোটেই না। দরজা ঠিকই বাইরে থেকে বন্ধ থাকবে।'

ইতু বলল, 'দরজা ভেতর থেকে খোলার ব্যবস্থাও রাখতে হয় জানেন না। আপনি যখন ঘরের মধ্যে থাকবেন তখন যদি কেউ বাইরে থেকে বন্ধ করে দেয় ?'

মোহন সিং বলল, 'সে বুদ্ধি আমার আছে। আমি ভেতর থেকেই খুলতে পারি।'

ইতু বলল, 'খালি কথার বাহাদুরী। দেখান দেখি বন্ধ দরজা খুলে।'

মোহন সিং হতবাক হয়ে কিছুক্ষন ইতুর দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, 'দেখাব। যখন সময় হবে ঠিকই দেখাব। আমাকে বোকা ভেবেছ ? সময় হোক দেখিয়ে দেব আমার কত বুদ্ধি।'

ইতু দেখল দাদু নড়ে উঠছেন। সোজা হয়ে বসলেন। তারপর চোখ বন্ধ রেখেই ডাকলেন, 'নেংটি।'

ভেবেছেন বাড়িতেই আছেন। ইতু আসে- করে দাদুকে ডাকল, 'দাদু।'

দাদু চোখ মেলে তাকালেন। তারপরই ধড়মড় করে ওঠার চেষ্টা করলেন। উঠে দাঁড়িয়ে আবার ধপ করে বসে পড়লেন। অবাক হয়ে বেঁধে রাখা পায়ের দিকে তাকালেন। তারপর একবার ইতু একবার মোহন সিং এর দিকে তাকাতে লাগলেন।

ইতু জানিয়ে দিল, 'দাদু, আমাদেরকে বন্দি করেছে।'

মোহন সিং বুকের ওপর দুহাত একসাথে করে বাহাদুরের মত দাঁড়িয়ে আছে। দাদু তাকে দেখলেন কিছুক্ষন। যেন ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। তারপর কথা বলতে গিয়ে দেখলেন গলায় কফ জমেছে। কিছুক্ষন কেশে গলা পরিস্কার করার চেষ্টা করলেন।

তারপর কোনমতে প্রশ্ন করলেন, 'কে ?'

ইতু বলল, 'মোহন সিং।'

দাদু আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'কে ?'

এবার মোহন সিং মুখ খুলল। বলল, 'মোহন সিং। আমি মোহন সিং।'

দাদু সোজা তাকিয়ে থাকলেন তার দিকে। তারপর রেগে বললেন, 'তুমি সেই ড্রাইভার না ? বেয়াদপ ছোকরা। বন্দি করেছ মানে কি ? তুমি কি ডাকাত সর্দার ?'

মোহন সিং বলল, 'হ্যাঁ, আমি দস্যুসর্দার মোহন সিং।'

দাদু ধমকে উঠলেন, 'চোপ। নিজের নাম মনে রাখতে পার না আবার ডাকাত সর্দার। আমার ছাত্র হলে বেতিয়ে পিঠের ছাল তুলে দিতাম। কান ধরে বেঞ্চের ওপর নিলডাউন। সারা ক্লাশ।'

ধমক খেয়ে মুখ গোমড়া করল। মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, 'আমার নিলডাউন থেকে অভ্যেস আছে। অনেক থেকেছি।'

দাদু বললেন, 'তবে আরো বড় শাসি-। কান ধরে ওঠাবসা। একশোবার, দুশোবার, তিনশবার, সারাদিন।'

মোহন সিং বলল, 'আমাকে শুধুশুধু ধমকাচ্ছেন। জানেন আমি কত ভাল ছাত্র ছিলাম।'

দাদু ভেংচি দিয়ে বললেন, 'কত ভাল ছাত্র ছিলাম। দেখি ভাল ছাত্রের নমুনা। বল দেখি তেঁতুলের ইংরেজী কি ? এ্যাঁ, চুপ করে থাকলে কেন - বল তাড়াতাড়ি।'

মোহন সিং কিছুক্ষন মাথা নিচু করে থাকল। তারপর বলল, 'তেঁতুলের ইংরেজী তেনতুল। প্রোপার নাউনে তা-ই হয়।'

দাদু ধমকে উঠলেন, 'চোপরও বেত্তমিজ। আমাকে প্রোপার নাউন শিখাচ্ছেন। সারাজীবন মাষ্টারী করেছি এমন গাধা একটাও পাইনি। চিঠি লেখার সময় নাম মোহনলাল আর জিজ্ঞেস করলে নাম মোহন সিং। সিং আর লাল এক জিনিষ ? দেখেছ কখনো লাল রঙের শিং?

মোহন সিং মুখ গোমড়া করে বলল, 'লাল রঙ করলে লাল হয়। একবার কোরবানির আগে করেছিলাম।'

দাদু আরো গলা চড়িয়ে বললেন, 'আবার মুখে মুখে কথা। লাল করলে লাল হয়। একেবারে বেতিয়ে লাল করে দেব। তাড়াতাড়ি বল তোমার নাম মোহনলাল না মোহন সিং ?'

মোহন সিং থতমত খেল থমক শুনে। কোনমতে বলল, 'আমার নাম বঙ্কু।'

'বঙ্কু!'

হতবাক হয়ে গেল ইতু আর দাদু দুজনেই। দুজনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

বঙ্কু বলল, 'হ্যাঁ, বঙ্কু। আমার নিজের নাম। আমার মায়ের দেয়া নাম। আমার মা নেই।'

বঙ্কুর মুখ দেখে মায়া হল দাদুর। মা নেই শুনলে সকলেরই মায়া হয়। দাদু গলা একটু নরম করে জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে মোহনলাল কার নাম ? আর মোহন সিং ?'

বঙ্কু কোন উত্তর না দিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল।

দাদু বললেন, 'হুঁ, বটে। এখানে ধরে এনেছ কেন ?'

বঙ্কু তখনও কোন উত্তর দিল না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েই থাকল। বাইরে কোথায় কিসের শব্দ হল, আর তাতেই যেন ওর হুঁস ফিরল। সে একলাফে বাইরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। সিড়ি দিয়ে ওর দৌড়ে নামার শব্দ শোনা গেল। একটু পর একেবারে চুপ হয়ে গেল চারিদিক।

কোথাও কোন শব্দ নেই।

দাদু আর ইতু দুজনেই হতবাক হয়ে গেছে। প্রথমে মোহনলালের চিঠি, তারপর মোহন সিং, তারপর অজ্ঞান করে ধরে এনে আটকে রাখা, তারপর আবার বঙ্কু। দুজনের কেউই ভেবে বের করতে পারল না কি ঘটছে এসব।

বঙ্কু লোকটাকে মনে হচ্ছে খারাপ না। চাপদাড়ি না থাকলে দেখা যাবে ছেলেমানুষ। বয়স হয়ত বিশ বছরও হবে না। ওটা নির্ঘাৎ নকল দাড়ি, আঠা দিয়ে লাগিয়েছে।

মাথার পাগড়িটাও লাগিয়েছে ছদ্মবেশ নেয়ার জন্য।

কিন্তু, সে এসব করবে কেন ? তার মাথায় এতসব বুদ্ধি আছে বলে মনে হয় না। আর টাকার লোভও নেই। টাকার কথা একবারও বলেনি।

তাহলে এসব করাচ্ছে অন্য কেউ।

দাদু আর ইতু দুজনেরই একসাথে কথাটা মনে হল।

৬

ইতুর ফটিকমামা ইতুদের বাড়িতে আসার পথে রাস্তায় খোঁড়াখুড়ি দেখে চটে গেলেন। অনেকদিন তিনি এদিকে আসেননি তাই খোঁড়াখুড়ির খবরও তার জানা ছিল না। মাটির ঢিপির বাইরে গাড়ি থেকে নেমে চারিদিকে তাকালেন। ইচ্ছে যারা খোঁড়াখুড়ি করেছে তাদের ওপর একচোট নেয়া। কিন্তু কারো টিকিও দেখা গেল না। মনেহয় খোঁড়ার জন্যই কন্ট্রাক্ট পেয়েছে এরা, বন্ধ করার কন্ট্রাক্ট পায়নি। অগত্যা নিজের মনে ফোঁস ফোঁস করতে করতে হেঁটেই রওনা দিলেন বাড়ির দিকে। গেট খুলে ভেতরে ঢুকে সোজা ড্রইংরুমে এসে দেখলেন ইতুর মা সোফায় হেলান দিয়ে বসে রয়েছে। আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে দেখলেন ইতুর মায়ের কোন নড়াচড়া নেই। একসময় বুঝলেন ওভাবে বসে আসলে ঘুমাচ্ছেন।

তিনি দুএকবার জুতা ঠুকে শব্দ করার চেষ্টা করলেন। তাতে কোন কাজ হল না। আর কোন উপায় না দেখে সামনে আরেক সোফায় হেলান দিয়ে বসলেন। তারপর সেভাবেই অপেক্ষা করতে করতে একসময় তারও চোখের পাতা ভারি হয়ে এল। রান্নাঘরের সেলফ থেকে খাবার বাটি নামাতে গিয়ে নেংটি যখন সেটাকে ঝনঝন করে আছড়ে ফেলল তখন দুজনে একসাথে ধড়মড় করে উঠে বসলেন। ফ্যালফ্যাল করে একে অপরের দিকে তাকাতে লাগলেন।

ইতুর মা আগে সম্বিত ফিরে পেলেন। ফটিকের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কি হয়েছে ? কিছু হয়েছে নাকি ? এতদিন পর এলি যে!'

ফটিকমামা অবাক হয়ে বললেন, 'কি হয়েছে ?'

ইতুর মা আরো অবাক হয়ে বললেন, 'কি হয়েছে মানে ? এতদিন পর এলি আর সেটা জিজ্ঞেস করব না ?'

ফটিকমামা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তুমিই তো ফোন করে আসতে বললে। বললে ইতুর নাকি কি হয়েছে-'

ইতুর মা সাথেসাথে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'আর তুই এখনো বসে আছিস। ওকে ধরে নিয়ে গেছে। ওকে ওর দাদুকে, দুজনকে। এইযে দেখ চিঠি, একলাখ টাকা চেয়েছে। এখন কি করবি কর।'

ফটিকমামা মুখ গোমড়া করে চিঠিটা কয়েকবার পড়লেন। তারপর প্রশ্ন করলেন, 'চিঠি কখন দিয়েছে ?'

ইতুর মা বললেন, 'জানি না। ওইঘরে ছিল।'

ফটিকমামা বললেন, 'দুলাভাই জানে ?

ইতুর মা বললেন, 'হ্যাঁ, ওই তো বের করে পড়ল।'

ফটিকমামা প্রশ্ন করলেন, 'দুলাভাই কোথায় ?'

ইতুর মা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তার আমি কি জানি ? বলল কার কাছে টাকা পাবে সেটা আনতে। আমি ওসব টাকাফাকার হিসেব শুনতে চাই না। ইতুকে এনে দে। দরকার হয় ওই টাকা তুই নিস। যা খুঁজে দেখ কোথায় আছে। দুপুরে কিছু খায়নি। দুজনের কেউ খায়নি। আমি এত কষ্ট করে রান্না করলাম খাবারগুলো। এইরে, নেংটি। তুই কি করছিস ?'

বলে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে গেলেন আর নেংটিকে খাবার খাওয়া অবস্থায় ধরে ফেললেন। তার কান চেপে ধরে চিৎকার করে বললেন, 'তোর এতবড় সাহস, এরমধ্যে নোংরা হাত দিয়েছিস-'

নেংটি সবেমাত্র মুখভরে খাবার দিয়েছে, সে দ্রুত মাথা নেড়ে না বলল। ইতুর মা সেদিকে বিন্দুমাত্র নজর না দিয়ে কান ধরে টেনে বাইরে আনলেন নেংটিকে। একেবারে ফটিকমামার সামনে এনে দাঁড় করালেন, 'দেখ কতবড় চোর পুষছি বাড়িতে। এই হাত দিয়ে মাংশ তুলে খাচ্ছে। এই, তোকে খাবার দেই না ? না খেয়ে থাকিস ?'

নেংটি চোখ বড়বড় করে পুলিশের পোষাক পড়নে ফটিকমামাকে দেখছিল। তিনি উঠে ঠাস করে গালের ওপর একটা চড় কশালেন। নেংটি কোনমতে মুখের খাবার গিলে ফেলে ভ্যাঁ করে চিৎকার করে কেঁদে উঠল।

ফটিকমামা বিরক্ত হয়ে ধপ করে সোফায় বসলেন আবার। ইতুর মাও বিরক্ত হয়ে মাথায় ধাক্কা দিলেন, 'যা ভাগ। যা ওদিকে।'

নেংটি মুহূর্তের মধ্যে কান্না থামিয়ে দৌড় দিল।

ফটিকমামা কিছুক্ষন মাথা নিচু করে বসে থেকে গোমড়ামুখে আবার আগের প্রশ্ন করলেন, 'দুলাভাই কোথায় ?'

এতক্ষনে ইতুর মায়ের আবার মনে পড়ল সবকিছু। তড়িঘড়ি করে সামনের সোফায় বসে আঙুল তুলে বললেন, 'তুই এখনো বসে আছিস! এজন্যই সবাই পুলিশকে গালাগালি করে। কাজের কাজ নেই খালি কথা বাড়ানো। ইতু কোথায়, ইতুর দাদু কোথায় বের কর। তোর দুলাভাইকে কেউ ধরে নেয়নি। ও নিজের ইচ্ছেয় গেছে নিজের ইচ্ছেয় আসবে। কাজের কাজ কর।'

এইসময় গেটের কাছে শব্দ শোনা গেল। সেদিকে তাকিয়ে দুজনেই দেখল ইতুর বাবা ঢুকছে ভেতরে। সারাগায়ে কাদামাটি, উদভ্রান্ত চেহারা। কোনমতে টলতে টলতে এসে বারান্দার কাছে রেলিং ধরে দাঁড়ালেন। ফটিকমামা আর ইতুর মা দুজনেই মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন কিছুক্ষন। তারপর দুজনই একসাথে দৌড়ে গেলেন সেদিকে।

'কি হয়েছে ?' জিজ্ঞেস করলেন ইতুর মা।

'কি হয়েছে দুলাভাই?' জিজ্ঞেস করলেন ফটিকমামা।

ইতুর বাবা কোন কথা না বলে বিরক্তভাবে হাত নাড়িয়ে তাদের উপেক্ষা করে ঘরের দিকে এগোলেন। ঘরে ঢুকে সোফায় বসলেন ধপ করে।

ইতুর মা ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'খোঁজ পেয়েছ। ইতু, ইতুর দাদু। মোহনলাল। তখনই বললাম একা যেও না। এই মোটা শরীর নিয়ে ওদের সাথে একা পারবে ? কে জানে কোথায় চোট লেগেছে ? ফটিককে নিয়ে যাও। ফটিক যা-তো ওর সাথে। তুই পিস-ল এনেছিস ? আর পুলিশ ? আরো পুলিশ ডাক। ওদেরকে ধরে মেরে একেবারে তক্তা বানিয়ে দিবি। নয়ত ধরে আন আমার কাছে দেখ আমি কি করি।'

ইতুর বাবা কোন কথা বলছেন না। ফটিকমামা সহানুভুতি দেখিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'দুলাভাই কি হয়েছে বল তো। তোমার এই অবস্থা হল কিভাবে ? কোথায় গিয়েছিলে ? ঠিকানাটা বল আমি এখনি ফোর্স পাঠাচ্ছি।'

ইতুর বাবা যাও মুখ খুলতে চেয়েছিলেন ফটিকমামার ফোর্সের কথা শুনে সেটাও বন্ধ করলেন। মুখে রাজ্যের বিরক্তি ফুটিয়ে তুলে উঠে আবার বাইরের দিকে রওনা হলেন।

ইতুর মা তাড়াতাড়ি করে উঠে বললেন, 'ফটিক, সাথে যা। তাড়াতাড়ি কর।'

ফটিকমামা ইতুর বাবার পিছন পিছন বারান্দা পর্যন্ত গেলেন। তিনি সেটা দেখে থেমে ধমকে উঠলেন, 'কোথায় যাচ্ছিস ? যা, কাউকে দরকার নেই। আমি একা যাব।'

বলে হতভম্ভ ফটিকমামাকে সেখানেই রেখে বাইরে চলে গেলেন। তিনি গেটের বাইরে বামদিকে যেতেই ডানদিক থেকে জিতু এসে গেটের মাঝখানে দাঁড়াল। জিতু ইতুর সাথে একই ক্লাশে পড়ে। ওদের বাড়ি ইতুদের বাড়ির চারটা বাড়ি পর।

সে অবাক হয়ে ইতুর বাবাকে নোংরা পোষাকে হেঁটে যেতে দেখল। তিনি চোখের আড়ালে যেতে ভেতরের দিকে তাকিয়ে ফটিকমামাকে দেখে সে আরো চমকে গেল। চোখ পিটপিট করে দেখল কিছুক্ষন। তারপর তার মনে পরল ইতুর এক মামা পুলিশে চাকরি করেন। তিনিই তাহলে ইতুর বাবাকে কিছু করেছেন। পুলিশ নাকি কিছু করার সুযোগ পেলে ছাড়ে না। সুযোগ না পেলে তৈরী করে নেয়। ইতুকে জিজ্ঞেস করলেই সব জানা যাবে। ইতু কক্ষনো মিথ্যে বলে না।

জিতু দুপা সামনে এগিয়ে গলা উচু করে ডাকল, 'ইতু- ইতু।'

'কে ?' বলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন ইতুর মা।

জিতু বুঝতে পারল না আসলে কি হচ্ছে এখানে। ডাক শুনে ইতুর বের হওয়ার কথা। সে উকি মেরে ঘরের ভেতরে দেখার চেষ্টা করল। ভেতরে কোন সাড়াশব্দ নেই।

শেষপর্যন্ত তাকে জিজ্ঞেস করতে হল, 'ইতু কি করছে ?'

ইতুর মা কিংবা মামা কেউই উত্তর দিলেন না। দুজনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। দুজনেই ভাবছেন একে সত্যিকথা বলা যায় কি-না। শেষে ইতুর মা-ই আগে সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন। তিনি হয়ত ভাবলেন জিতু কোন কাজে আসতেও পারে। তিনি বললেন, 'ইতু বাসায় নেই। ওকে ধরে নিয়ে গেছে।'

জিতু নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারল না। আবার প্রশ্ন করল, 'ইতুর কি হয়েছে ?'

ইতুর মা বললেন, 'ইতুকে ধরে নিয়ে গেছে। মোহনলাল।'

'মোহন।' রীতিমত চিৎকার করে উঠল জিতু, 'ব্যাটা একটা গুন্ডা। ডাকাত। আমি ঠিক জানি।'

বলেই ঘুরে দৌড় দিল রাস্তার দিকে।

ইতুর মা হঠাৎ করেই তৎপর হয়ে উঠলেন। ফটিকের দিকে চেয়ে উত্তেজিতভাবে বললেন, 'ফটিক, ধর ধর। ওকে ধর। ও মোহনকে চেনে। ওর সাথে যা।'

ফটিকমামা এক দৌড়ে গেটের বাইরে গিয়ে জিতুর পেছনে দৌড় দেয়ার চেষ্টা করলেন। তারপরই তার মনে হল তার গাড়ি রয়েছে বিপরীত দিকে। থেমে সেদিকে কয়েক পা গেলেন। ইতুর মা তখন এগিয়ে এসেছেন গেটের কাছে। তারদিকে তাকিয়ে থেমে কোমড়ে গোঁজা পিস-লে হাত দিলেন। আরেকবার তাকিয়ে দেখে নিলেন জিতু কোন বাড়িতে ঢুকছে। তারপর ইতুর মাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে দ্রুত হেঁটে গেলেন তার গাড়ির দিকে।

৭

জিতু বারবার বলে দিয়েছে সে কাছে যাবে না। দুর থেকে বাড়িটা দেখিয়ে দিয়েই চলে আসবে। ফটিকমামার রাজী না হয়ে উপায় থাকেনি। রীতিমত এক ট্রাক পুলিশ, তার কথায় ফোর্স আনিয়েছেন তিনি। একেবারে অস্ত্রধারী।

জিপে ফটিকমামার সাথে বসে জিতু। তাদের পিছনে ট্রাকভর্তি পুলিশ। একেবারে ছোট রাস্তা ধরে বেশ ভেতরের দিকে এগিয়ে গেল ওরা। এদিকটায় এখনো আধুনিক বাড়িঘর হয়নি। টিনের নয় বেড়ার ঘরবাড়ি। ঢাকা শহর বলে মনেই হয়না। লেকের যেটুকু অবশিষ্ট আছে তার কাছে এসে গাড়ি থামাতে বলল জিতু।

গাড়ি থেমে জিতু নেমে দাঁড়ানোয় ফটিকমামাও নেমে দাঁড়ালেন। প্রথমেই কোমড়ের কাছে গোঁজা পিস-লে হাত রেখে চারিদিকে দেখলেন। কয়েকজন দরিদ্রশ্রেনীর মহিলাকে এটাওটা করতে দেখা যাচ্ছে। কয়েকজন শিশু খালিগায়ে মাটির ওপর খেলছে। সবাই হা করে তাকিয়ে রয়েছে ওদের দিকে। ওদর সামনে ময়লা পানির ডোবা। একে ডোবা বলাই ঠিক। কালচে পানি। চারিদিকের ড্রেনের পানি এসে জমা হচ্ছে তাতে। কচুরিপানা আর অন্যান্য ময়লায় ভর্তি। এখানে ওখানে বাঁশ দিয়ে মাচার মত করে তার ওপর ঘর উঠানো হয়েছে।

জিতু কিছুদুর এগিয়ে হাত তুলে ওপারের এধরনের একটা বাড়ির দেখিয়ে বলল, 'ওইটা।'

ফটিকমামা দুপা সামনে বাড়িয়ে নির্দিষ্ট বাড়িটা চেনার চেষ্টা করলেন। চিনতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোনটা ?'

কোন উত্তর না পেয়ে ঘুরলেন তিনি। ততক্ষনে জিতু উধাও।

পাশে এসে ভীড় করে দাঁড়ানো পুলিশের দিকে ঘুরলেন তিনি। ওরাও ঘুরল জিতুর যাওয়া পথের দিকে। ওরা কেউ জিতুকে যেতে বাধা দেয়নি। ফটিকমামাও দায়িত্বশীলতা দেখিয়ে সেটা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। পিস-ল বের করে হাতে নিয়ে বাড়িটা দেখিয়ে আদশ করলেন, 'ফরোয়ার্ড। ওই বাড়ি ঘিরে ফেল। কেউ পালাতে চেষ্টা করলে গুলি করবে। একেবারে ক্রশফায়ার। যাও।'

একজন পুলিশ তাদের সামনে প্রায় সমান হয়ে থাকা মাটির দিকে দুপা এগিয়ে যেতেই তার পা হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেল কাদায়। তাকে উঠানোর জন্য আরেকজন হাত বাড়িয়ে দেয়ায় সেও নেমে পরল সেখানে। দুজনেই টলতে টলতে একসময় তাল সামলাতে না পেরে কাদায় গড়াগড়ি খেতে শুরু করল। অন্য কেউ আর এগিয়ে সাহস পেল না।

ফটিকমামা চিৎকার করে বললেন, 'ওদিক দিয়ে, ওদিক দিয়ে। বাড়ি ঘিরে ফেল। কেউ পালাতে না পারে।'

কাদার মধ্যে দুজনকে রেখেই অন্যরা পাশ কাটিয়ে রাইফেল বাগিয়ে ছুটল বাড়িটার দিকে। ফটিকমামা ওদের সাথে যাবেন কিনা ঠিক করতে পারলেন না। তিনি সেখানেই দাঁড়িয়ে ওদের যাওয়া দেখলেন। তারপর ওরা বাড়ির কাছাকাছি যাওয়ায় আসে- আসে- হেঁটে রওনা হলেন। কাদার মধ্যে থেকে কোনমতে হামাগুড়ি দিয়ে বের হয়ে দুজন তখন সেখানে বসে হাফাচ্ছে। তারা যেমন খুশি সাজো'র কাদামাখা মুর্তির মত সেখানেই বসে থাকল।

পুলিশকে দলধরে এগিয়ে যেতে দেখে যে দুচারজন লোক ছিল তারাও সরে পরেছে। কেউ কেউ আড়াল থেকে উকি মেরে দেখার চেষ্টা করছে পুলিশ কাকে ধরে। শুধু ছোটছোট ছেলেমেয়েরা পুলিশকে পাত্তা দিচ্ছে না। এমনকি একজন পুলিশ যখন মাটিতে বসে খেলতে থাকা একজনের পুতুল মাড়িয়ে গেল তখন সে রেগে একটা মাটির ঢেলা তুলে ছুড়ে মারল। পুলিশটি কি হয়েছে বুঝতে না পেরে ভয়ে লাফিয়ে উঠল তারপর আরো গতি বাড়িয়ে দিল।

দেখতে দেখতে ওরা জিতুর দেখানো ঘরের কাছে এসে তিনদিক থেকে ঘিরে ফেলল। আরেকদিকে পানি।

পুরো ঘরটা মুল মাটির সাথে বাঁশের সাকোর মত একটা অংশ দিয়ে জোড়া লাগানো। ধীরেসুসে' এগিয়ে এসে ফটিকমামা হাত দিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত করলেন। একজন সেই সাকো দিয়ে এগিয়ে মাঝপথে গিয়ে থামল। তারপর সিনেমার মত করে হাত নেড়ে পেছনের জনকে সামনে যেতে ইঙ্গিত করল। সে ইঙ্গিত করল তার পেছনের জনকে। সে আবার ঘুরেই দেখল তার পেছনে ফটিকমামা। সে কথা না বাড়িয়ে সামনে পা বাড়াল। তিনজন রাইফেল বাগিয়ে খোলা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর সাহস করে ভেতরে ঢুকে গেল। ঘরে কেউ নেই। দেখতে দেখতে তারা ঘর তছনছ করতে শুরু করল। তাদের পায়ের দাপটে ঘর কাপতে শুরু করেছে। জিনিষপত্র উল্টেপাল্টে রেখে সামনে এসে চিৎকার করল, 'অল ক্লিয়ার।'

এবার ফটিকমামা সামনে এগোলেন। সাকো ধরে সামনের দিকে পা বাড়ালেন। মাত্র অর্ধেক পথ গেছেন এমন সময় কে যেন চিৎকার করে উঠল, 'কেডা রে। কি হইছে এইহানে ?'

সে চিৎকার এতই জোরে যে ফটিকমামা চমকে উঠে ঘুরলেন। পা টলে উঠে তিনি প্রায় পরেই যান আর কি। দেখে একজন পুলিশ তাকে ধরার জন্য দৌড়ে গেল। তারপর কি হল ভাবার সময় পেল না কেউই। দুজনই জড়াজড়ি করে ঝপাং করে পানিতে পরল।

ফটিকমামার ভাগ্য ভাল এখানে তেমন কাদা নেই। পানিটাও দেখতে বেশ পরিস্কার। অন্যরা ধরার আগে তিনি নিজেই কোনমতে হাচোড় পাচোড় করে পাড়ে উঠলেন তারপর যে চিৎকার করেছে তাকে দেখলেন। সে তখন গলা ফাটিয়ে চেচাচ্ছে, 'পাইছেন কি আপনেরা। ঘরে ঢুইকা জিনিষপত্র ভাঙতাছেন। বাহাদুরি দেহান। দুনিয়ার সব চোর বাটপার নাকের সামনে ঘুইরা বেড়ায় তাগো কিছু করতে পারেন না আর আমার ঘরে আইসা ফাল পারেন।'

ফটিকমামা খুব রেগে গেলেও সেটা একজন মহিলা দেখে মুখে কিছু বললেন না। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ঘরের দিকে যারা ছিল তাদেরকে ঘর থেকে বাইরে আসার ইঙ্গিত করলেন। তারপর মহিলার দিকে ঘুরলেন। মহিলা কোথাও থেকে পানি আনছিল। পানিভরা পাত্রটা নিচে নামিয়ে তখন অনবরত কথা বলেই যাচ্ছে। তাকে থামিয়ে ফটিকমামা জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা মোহনের ঘর ?'

মহিলা রাগতভাবে বলল, 'হ, তা হইছে কি ? মোহন কি করছে ?'

ফটিকমামা জিজ্ঞেস করলেন, 'মোহন কোথায় ?'

মহিলা বলল, 'নাইক্কা। মামাবাড়ি বেড়াইতে গ্যাছে।'

ফটিকমামা বললেন, 'কেন গেছে ?'

মহিলা বলল, 'যাইব না তো কি করব। ঘরে বইয়া বইয়া ঘাস কাটব। স্কুল বন্ধ, বেড়াইতে গ্যাছে।'

ফটিকমামা বললেন, 'স্কুল বন্ধ মানে ? মোহন স্কুলে কি করে ?'

মহিলা বলল, 'স্কুলে মানুষ কি করে ? জানেন না কি করে ? পড়ে। ওই যে তিনতালার সালাম সাব হ্যারে জিগান। তিনি ভর্তি করায়া দিছেন। সব খরচাপাতি তিনি দ্যান। তিনি কইছেন মোহনের যা দরকার সব দিবেন। এরপর থাকার যায়গাও দিবেন। বসি-তে থাকলে কি হইছে আমার পোলার অনেক বুদ্ধি। পড়ালেখায় খুব ভাল। কোন খারাপ কামের মধ্যে যায় না।'

এরপর মহিলা মোহনের গুনকির্তন করতে শুরু করল। ফটিকমামা বুঝতে পারলেন কোথাও মারাত্মক কোন ভূল হয়ে গেছে। এখানে যে মোহন থাকে সে অপহরনকারী না। ছোটমানুষ। স্কুলে পড়ে। হয়ত ইতুর সহপাঠি।

তিনি আর কথা না বাড়িয়ে ঘুরে রওনা দিলেন। অন্যরাও নিজেদের মধ্যে মুখচাওয়াচাওয়ি করে তার পিছু নিল।

৮

অনেকক্ষন বাইরে কোন সাড়াশব্দ পেল না ইতুরা। ঘরে সবসময়ই একটা হলদেটে আলো জ্বলছে তাই দিন না রাত বোঝার উপায় নেই। বাইরের কোন আলো ঢুকছে না কোনদিক দিয়ে।

বাইরের কোন শব্দই শোনা যাচ্ছে না। তারপরও একসময় ওদের মনে হল বাইরে সন্ধ্যে হয়ে আসছে। ঘরের আলোটা আগের চেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

'আমাদের কি কিছু খেতে দেবে না। চোরকে ধরলেও তো পুলিশ কিছু খেতে দেয়।' একসময় বললেন দাদু।

সাথেসাথে ইতুর খিদে পেয়ে গেল। সে ভুলেই গিয়েছিল খাওয়ার কথা। এতক্ষন সে চুপ করে বসে ভাবছিল আর দেখছিল তার দাদু একটু একটু করে ঘুমাচ্ছেন আবার সোজা হয়ে বসছেন। এখন মনে হচ্ছে সত্যিই তাদের কিছু করা দরকার।

সে তাড়াতাড়ি দড়ির বাঁধন খুলে ফেলল। তারপর দরজার কাছে গিয়ে দরজা টেনে দেখল। মনে হচ্ছে বাইরে থেকে ছিকল দেয়া। জানালার কাছে গিয়ে দেখল জানালা খোলা যায়। একদিকের জানালা খুলে দেখল বাইরে দেয়াল দেখা যাচ্ছে। আরেকদিকের জানালার বাইরে একটা আমগাছ। তারপর ফাঁকা যায়গা। ধারেকাছে কোন ঘরবাড়ি নেই। বেশ দুরে একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। সে বাড়িটা অন্ধকার। বাইরে চারিদিকে রীতিমত অন্ধকার হয়ে গেছে। কোন লোকজন চোখে পড়ছে না।

ইতু বলল, 'দাদু, মনে হচ্ছে এই বাড়িতে কেউ নেই। আমাদের এখানে রেখে পালিয়েছে।'

দাদু অবাক হয়ে বললেন, 'কেন ? পালাবে কেন ? ইয়ার্কি নাকি ? ধরে এনে ঘরে আটকে রেখে পালাবে কিছু না জানিয়ে ?'

ইতু বলল, 'দাঁড়াও, কোনভাবে বের হওয়ার বুদ্ধি বের করি। মোহন সিং বলেছে ভেতর থেকে দরজা খোলার কোন পথ আছে। মনেহয় ও ইচ্ছে করেই বলেছে যেন আমরা দরজা খুলে বাইরে যেতে পারি।'

দাদুও ততক্ষনে নিজের পায়ের বাঁধন খুলেছেন। তিনি বললেন, 'এটা আবার কেমন কথা!'

ইতু আর কথা না বলে আসে- আসে- দরজা ধাক্কাতে শুরু করল। ছিকল খোলা ছাড়া আর কোন পথ আছে বলে মনে হল না। এভাবে ধাক্কালে যদি বোঝা যায় ছিকলের অবস্থা।

ইতুকে বেশি চেষ্টা করতে হল না। কয়েকবার ধাক্কাধাক্কি করতেই ঝনাৎ করে ছিকল খুলে গেল। সাথেসাথে টান দিয়ে দরজা খুলে ফেলল সে।

বাইরে মাথা বের করে ইতু দেখল দরজার বাইরে একটু বারান্দা। তারপরই সোজা একটা সিড়ি নেমে গেছে নিচের দিকে। সিড়ির নিচে একেবারে খোলা, তারপরই রাস্তা।

দাদু ততক্ষনে উঠে দাঁড়িয়েছেন। আর দেরি না করে দরজা পুরোটা খুলে দিল ইতু। যেটুকু আলো বাইরে গেল তারই আলোতে দাদুর হাত ধরে সাবধানে নামতে শুরু করল সিড়ি দিয়ে। আগে এখান থেকে বের হওয়া দরকার। তারপর একটাকিছু ব্যবস্থা করা যাবে।

বাইরে রাস্তায় এসে অবাক হল ইতু। চারিদিকে অন্ধকার। একেবারে হঠাৎ করেই যেন রাত হয়ে গেছে। কোথাও কোন মানুষজন দেখা যাচ্ছে না। শুধু একটা বাড়ি থেকে গান শোনা যাচ্ছে। হিন্দি গান। তারসাথে কয়েকজন মানুষের গলা। ইতুর মনে হল এসব মানুষকে বিশ্বাস না করাই ভাল। তারচেয়ে বেশি লোকজন আছে এমন যায়গায় যাওয়াই ভাল।

সে দাদুর হাত ধরে বলল, 'চল দাদু, এই রাস্তা দিয়ে সামনে যাই। তাহলে গাড়ি রিক্সা কিছু একটা পাওয়া যাবে।'

দাদু বললেন, 'ভাড়ার টাকা যে নেই।'

ইতু বলল, 'বাড়ির সামনে নেমে বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে দেব। চল তাড়াতাড়ি যাই।'

হাঁটতে হাঁটতে দাদু চারিদিকে দেখতে দেখতে বললেন, 'এটা কোন যায়গা রে!'

ইতুর চারিদিক দেখল আরেকবার। তারপর বলল, 'চিনতে পারছি না। মনে হয় ঢাকার বাইরে। চারিদিকে অনেক খোলা যায়গা। ওগুলো মনেহয় ধানখেত।'

দাদু অবাক হয়ে বললেন, 'ধানখেত। এটা কি তাহলে গ্রাম ?'

ইতু বলল, 'তাই মনে হচ্ছে।'

বেশ কিছুক্ষন হেঁটেও ওরা রাস্তার পাশে কোন দোকানপাট দেখতে পেল না। কোন গাড়ি রিক্সা কিছুই না। যে দুএকজন মানুষ দেখা যাচ্ছে। ওদের দিকে তাকিয়ে আছে হা করে। এদের কে কার লোক জানার উপায় নেই। কে জানে কিছু জিজ্ঞেস করলে নতুন বিপদ হাজির হতে পারে। ওরা ইচ্ছে করেই তাদের এড়িয়ে চলল। ওরাও অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল ওদের দিকে।

অনেকক্ষন ধরে ওরা হাঁটতেই থাকল সোজা সামনের দিকে। এই হাঁটার যেন শেষ নেই কোন। হাঁটতে হাঁটতে যখন রীতিমত ক্লান্ত হয়ে পরেছে তখনই দুরে একটা আলো দেখা গেল। একটু পরই ওরা বুঝতে পারল ওটা একটা মিনি বাস। এই রাস্তাটা গিয়ে বড় একটা রাস্তার সাথে মিশেছে, সেই রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে। সাথে সাথে দাদু দৌড়াতে চেষ্টা করে ব্যথা পেলেন। তখন ইতুকে বললেন, 'দেীড়ে যা-তো, বাসটা থামা।'

ইতু হাত উচু করে 'এই-যে, এই-যে' করে দৌড়াতে শুরু করল বাসের দিকে। বাস কাছে আসার আগেই সে বড় রাস্তার পাশে এসে দাঁড়াল। বেশ দুরে থাকতেই দেখল বাসটা গতি কমাচ্ছে। তখন সে দাদুর দিকে ফিরল। দাদু যতটা সম্ভব দ্রুত হাটছেন। বাসটা ততক্ষনে থেমে গেছে, একেবারে ইতুর কাছে। একজন গেট থেকে নেমে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাদুকে ডাকছে, 'আসেন আসেন, আইসা পড়েন। আরে দৌড় লাগান না একটু। বাত থাকলে সারবো।'

দাদু কোনমতে দৌড়ে এসে বাসের হ্যান্ডেল ধরলেন। উঠতে গিয়ে একপা সিঁড়িতে দিয়েও থামলেন। নেমে দাড়ানো লোকটাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই বাস কোথায় যাবে ?'

লোকটা তখন দাদুর হাত ধরে টেনে আরেকপা উঠিয়ে দিল। মুখে বলল, 'আরে ওঠেন না। যেখানে যাইবেন সেইখানে নামায়া দিমু।'

দাদু সাবধানে উঠে ভেতরের দিকে পা বাড়ালেন। লোকটা এবার ইতুকে ধরার জন্য হাত বাড়াল। ইতু একেবারেই পাত্তা দিল না তাকে। তার হাত সরিয়ে নিজেই উঠে ভেতরে দাঁড়াল। ভেতরে আরো কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে আছে বসার যায়গা নেই বলে। একদিকে মহিলাদের জন্য লম্বা একটা যায়গা। সেখানে চাপাচাপি করলে বসা যাবে। একজন ইতুকে ধাক্কা দিয়ে বলল, 'ওইহানে গিয়া বস।'

ইতু তার কথায় কান দিল না। এক যায়গায় শক্ত করে ধরে সে বাইরে দেখার চেষ্টা করল। বাস আবার চলতে শুরু করেছে। বাইরে অনেক দুরে দুরে একটা দুটা আলো দেখা যাচ্ছে। রাস্তায় কোন আলো নেই। সে বুঝতে পারছে না রাস্তায় কোন আলো নেই কেন। এটা কোন যায়গা। আশেপাশে কোন ঘরবাড়ি দোকানপাট নেই কেন ? ওরা কি বাড়ির দিকে যাচ্ছে না-কি বাড়ি থেকে আরো দুরে চলে যাচ্ছে ? ওদের বাড়ির পাঁচ-দশ মাইলের মধ্যে এত ফাঁকা যায়গা নেই। কদিন আগেই ও দেখেছে ঢাকা থেকে বের হলে মাইলের পর মাইল রাস্তার দুপাশে ঘরবাড়ি।

মুল রাস্তা থেকে বাসটা আবার ছোট আরেকটা রাস্তায় ঢুকল। এরমধ্যে বাস দুএকবার থেমেছে। কয়েকজন নেমেছে কিন্তু ওঠেনি একজনও। বসার যায়গা পেয়ে দুজন বসেছে। জানালা

দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ইতুর মনে হল হঠাৎ করেই চারিদিক যেন ভুতুরে এলাকা হয়ে গেছে। বাস তাদেরকে ভয়ংকর কোন যায়গায় নিয়ে যাচ্ছে।

একটা যায়গায় বাস থামল। রাস্তার পাশেই দুতিনটে ছোট ছোট দোকান। দোকানে আলো জ্বলছে। কয়েকজন নেমে গেল সেখানে। তারপর আবার চলতে শুরু করতেই বাসের লোকটা দাদুর কাছে এগিয়ে এল, 'কই যাইবেন ভাড়া দ্যান।'

দাদু পকেট হাতড়ে বললেন, 'টাকা নেই। আমরা ঢাকা যাব।'

লোকটা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কই যাইবেন ?'

দাদু বিরক্ত হয়েছেন খুবই। বললেন, 'কেন, বাংলা কথা বোঝ না ? ঢাকা যাব, ঢাকা। শ্যামলী।'

লোকটা হতভম্ভ হয়ে তাকিয়ে থাকল। আরো কয়েকজন তখন এদিকে কান দিয়েছে। একজন বেআক্কেলের মত দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলল, 'এই গাড়ি ঢাকা যায় না।'

আরেকজন তাকে সায় দিয়ে বলল, 'হে-হে-হে।'

আরেকজন খ্যাক খ্যাক করে হাসি শুরু করল, 'বাস দ্যাখছেন আর উইঠ্যা পড়ছেন ?'

দাদু প্রচন্ড রেগে গেলেন তাদের হাসাহাসি দেখে। ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বললেন, 'বাস থামাও।'

ইতু বুঝে উঠতে পারলনা কি করবে। সবসময়ই তার মন বলছিল ওরা ভূল দিকে যাচ্ছে। এখন মনে হচ্ছে সেটাই সত্যি। চারিদিকে লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে পরিসি'তি বোঝার চেষ্টা করল সে।

তক্ষুনি দেখল সাদা সার্ট গায়ে একজন মাঝবয়সী লোক উঠে এল পেছন দিক থেকে। দাদুর কাছে এসে দাঁড়িয়ে বাসের লোকটাকে বলল, 'বাস থামাতে বল।'

লোকটাকে বলতে হল না, শুনতে পেয়ে ড্রাইভার নিজেই বাস থামাল। লোকটা দাদুর দিকে ফিরে শান্তস্বরে বলল, 'এটা বিপরীত দিকে যাচ্ছে। এখানেই নামুন, যদি ফিরতি বাস পাওয়া যায় তাহলে সেটাতে উঠে যেতে পারবেন।'

দাদু বাইরে তাকিয়ে দেখলেন অন্ধকারেও রাস্তার পাশে কয়েকটা বন্ধ দোকানপাট। আশেপাশে বেশকিছু ঘরবাড়িও রয়েছে। লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে তিনিও নামবেন এখানে। দাদু উঠে ইতুর হাত ধরে দরজার দিকে এগোলেন। ইতু আর দাদু রাস্তায় দাড়ানোর পর লোকটাও নেমে দাঁড়াল।

বাসের লোকটা দাদুকে বলল, 'ভাড়া দিবেন না ? এতদুর আইলেন-'

দাদু লোকটার ওপর তখনও রেগে আছেন। তিনি ধমকে বললেন, 'কিসের ভাড়া ? আমাদের যে উল্টোদিকে আনলে, এখন ফেরত যাওয়ার টাকা দাও।'

লোকটা বলল, 'জিগাইয়া উঠবেন না? না জাইনা উঠেন ক্যান ?'

দাদু গলা চড়িয়ে বললেন, 'যায়গার নাম না বলেই তো টেনে উঠালে, এখন আবার বড় বড় কথা।'

উত্তরে সে কিছু বলার আগেই ইতুদের সাথে নামা লোকটা বাসের লোকটাকে ধমকে বলল, 'এ্যাই-'

বাসের লোকটা সাথেসাথে মুখ কাঁচুমাচু করে হাত বাড়িয়ে বাসে দুবার থাবা মারল। বাসটা চলতে শুরু করল আবার। একটুপরই দেখা গেল ওরা তিনজন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে।

চারিদিকে তাকিয়ে দেখল ইতু। এটা সম্ভবত বাসষ্ট্যান্ড। আসেপাশের দোকানগুলো সব বন্ধ হয়ে গেছে। সম্ভবত ইলেকট্রিসিটি নেই। চারিদিকে অন্ধকার। এক যায়গায় একটা কেরোসিনের বাতি দেখা গেল মুহূর্তের জন্য। এছাড়া কোথাও কোন আলো নেই।

ইতুর মনে হল এত অন্ধকার কখনো দেখেনি সে। আকাশটা যেন আরো উচু হয়ে গেছে। চাদের আলো নেই, সেখানে বড়বড় তারা ঝকঝক করছে। মনে হচ্ছে অন্য সব আলো নিভিয়ে শুধু ঝাড়বাতি জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে আকাশে। মাথার ওপর কালপুরুষের সোজা তিনটা তারার দিকে তাকিয়ে দেখল ইতু। তারপর তাকিয়ে দেখল তার পরিচিত অন্যান্য সব তারা পরিস্কার চেনা যাচ্ছে।

ইতুদের সাথের লোকটা বলল, 'আপনারা এখানে এসে বসুন, কোন গাড়ি এদিক দিয়ে গেলে তাতে করে যেতে পারবেন।'

কথা শুনে তারদিকে ঘুরল ইতু। লোকটা কথা বলেই একটা দোকানের দিকে এগিয়ে গিয়ে হাতদুয়েক লম্বা একটা বেঞ্চ উচু করে এনে রাস্তায় রাখল। দাদু সাথেসাথে বসে পড়লেন। বোঝা গেল তিনি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। একটু শান্ত হয়ে দাদু লোকটাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি এখানে থাকেন ?'

লোকটা বলল, 'হ্যাঁ, আমার বাড়ি কাছেই। আমার নাম আমজাদ। আমি কলেজে মাষ্টারি করি।'

ইতু অবাক হল শুনে। লোকটার পোষাক, চেহারা এমনই যে কলেজের শিক্ষক মনেই হয় না। একেবারে সাধারন। অবশ্য কথাবার্তায় বোঝা যায় শিক্ষিত। আর গলার স্বরটাও এমন ভরাট আর পরিস্কার যে মনে হয় এলোক ভালমানুষ না হয়েই যায় না।

এবার আমজাদ নামের লোকটা এগিয়ে এসে ইতুর পিঠে হাত দিল। জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম কি ?'

ইতু বলল, 'ইতু।'

আমজাদ বলল, 'বাহ, সুন্দর নাম। এখানে বস। গাড়ি কতক্ষনে আসবে ঠিক নেই। এদিকে গাড়ি খুব কম চলে।'

দাদু জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কোন যায়গা ?'

আমজাদ বলল, 'এ যায়গার নাম বকচর।'

ইতু চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখল। বকচর বললে নদীর কোন চর, সেখানে বক, হাঁস, অন্যান্য পাখি এসবের কথা মনে হয়। এখানে ওসব কিছুই নেই। ওদের সামনে দিয়ে দিয়ে বাঁধানো রাস্তা, রাস্তার দুপাশে এখানে ওখানে টিনের ঘরবাড়ি। দুতলা-তিনতলা বাড়িও রয়েছে। দুরে কোথাও কোথাও মিটমিটে আলো জ্বলছে।

আমজাদ ইতুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কোথায় গিয়েছিলে ?'

ইতু একবার চিন্তা করল যা যা ঘটেছে একে সবকিছু বলবে কিনা। দাদুর দিকে তাকিয়ে দেখল দাদু অন্যমনস্কভাবে সামনের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। তার মনে হল একে বলাই উচিত। এখানে এ-ই একমাত্র ব্যক্তি যারকাছে তারা কোন সাহায্য পেতে পারে।

ইতু বলল, 'আমাদের দুজনকে বাড়ির সামনে থেকে ধরে এনে একটা ঘরে আটকে রেখেছিল। আমরা পালিয়ে এসেছি।'

আমজাদ অবাক হয়ে গেলেন শুনে, 'কি সাংঘাতিক কথা! কোথায়?'

ইতু হাতদিয়ে যেদিক থেকে এসেছে সেদিক দেখাল, 'ওদিকে কোথায় যেন, গ্রামের মত একটা যায়গা। একটা দোতলা বাড়িতে।'

আমজাদ জিজ্ঞেস করলেন, 'কিভাবে ?'

ইতু বলল, 'আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠেছি তখন ড্রাইভার কি একটা জিনিষ সেপ্র করল আমাদের মুখের ওপর। আমরা অজ্ঞান হয়ে গেলাম। তখন এনে আটকে রেখেছে।'

'হুঁ।'

বলে তিনি এবিষয়ে আর কোন প্রশ্ন করলেন না। চিনি-তভাবে বসে থাকলেন।

অনেকক্ষন বসেই থাকল ওরা। ওদের সামনের রাস্তায় দুএকটা রিক্সা আর রিক্সাভ্যান ছাড়া কোন গাড়ি দেখা গেল না। ইতু আর দাদুকে বেঞ্চে বসতে দিয়ে আমজাদ সাহেব কাছেই রাখা একটা বাক্সের ওপর বসে রয়েছেন। কেউ কোন কথা বলছে না।

একসময় তিনি সেখান থেকে উঠে দাঁড়ালেন। ইতুর কাছে এসে বললেন, 'তোমাদের নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে। তোমরা একটু বস আমি দেখি কোন খাবার পাওয়া যায় কিনা।'

বলে তিনি অন্ধকারের মধ্যে হেঁটে একদিকে চলে গেলেন। ইতুদের কাছে ঘড়িও নেই যে সময় জানবে। মনে হচ্ছে মাঝরাত হয়ে গেছে। রাস্তায় একেবারেই কোন লোকজন নেই। তারপর হঠাৎ করেই একজন লোক অন্ধকার ফুঁড়ে উপসি'ত হল। ইতুদের ঠিক সামনে এসে দাঁড়াল।

ইতু আড়চোখে দেখল লোকটাকে। পড়নে লুঙ্গি, গায়ে ঢিলে সার্ট। পায়ে স্যান্ডেল। একটু দুরে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে ওদের দুজনকে। ভাবভঙ্গি দেখে ভালমানুষ মনে হচ্ছে না ইতুর।

একটুপর এগিয়ে এসে দুজনের ঠিক সামনে দাঁড়াল। তারপর গলা পরিস্কার করে কর্কস গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কি হইছে ?'

দাদু বিরক্ত হয়ে এতক্ষন ইচ্ছে করে অন্যদিকে মুখ করে রেখেছিলেন। এবার তারদিকে তাকিয়ে তাকে ভেংচে বললেন, 'কি হইছে?'

লোকটা অবাক ভাব দেখিয়ে আবার একই কথা বলল, 'কি হইছে?'

দাদুও একই উত্তর দিলেন। লোকটা কোমড়ে দুহাত রেখে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষন। দাদু বিরক্ত হয়ে অন্যদিকে মুখ ঘোরালেন। লোকটাও বেয়াদপের মত ঘুরে সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর বলল, 'এইহানে বইয়া রইছেন ক্যান ?'

দাদু ঘুরে তাকিয়ে আরো গলা চড়িয়ে বললেন, 'তাতে তোমার কি ? আমার ইচ্ছে আমি বসে থাকব। রাস্তা কি তোমার কেনা যে তোমাকে কৈফিয়ত দিতে হবে? যাও ভাগ এখান থেকে। বেয়াদপ কোথাকার।'

লোকটাও এবার গলা চড়াল, 'আপনে বেয়াদপ। আবার বড়বড় কথা কন। আমার ঘরের সামনে বইসা আমাকে ধমকান।'

লোকটা দুহাত কোমড়ে দিয়ে কুজো হয়ে ঝুঁকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকল যে ইতুর মনে হল নতুন কিছু দেখছে। এদিকে দাদু রেগে গেছেন। তার লাঠিটা শক্ত করে ধরে রেগে সোজা হলেন, 'তবে রে ব্যাটা। তোর ঘরের সামনের রাস্তা তোর। রাস্তা কিনে নিয়েছিস ?'

লোকটাও সমানে সমানে গলা তুলে বলল, 'আপনে কিনছেন ? বইয়া বইয়া বাহাদুরি দেহান-'

ইতু কি করবে ভেবে পেল না। দাদুর যা মেজাজ, এখনি হয়ত মারামারি শুরু হবে। বয়স্ক মানুষের সাথে সন্মান রেখে কথা বলতে হয় সেটা এই লোক জানে না। এদিকে আমজাদ সাহেব যে কোথায় গেলেন তিনিও ফিরছেন না।

ইতু লাফিয়ে উঠে দাড়িয়ে তাড়াতাড়ি বলল, 'আমরা আমজাদ সাহেবের সাথে এসেছি।'

লোকটা সোজা ইতুর দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষন। তারপর তাচ্ছিল্যের সুরে হাত নেড়ে বলল, 'তয় হইছে কি ? যায়গা ছাড়, যায়গা ছাড়।'

'কি হয়েছে এখানে ?' তক্ষুনি আমজাদ সাহেবের গলা শোনা গেল।

মুহূর্তের মধ্যে থতমত খেয়ে লোকটা মাথা নিচু করল। আড়চোখে এদিক ওদিক তাকিয়ে ঢোক গিলল কয়েকবার। আমজাদ সাহেব এসে দাঁড়ালেন ইতুর পাশে। লোকটা মুখে হাসি এনে বলল, 'স্লামালেকুম সার। ভাল আছেন ?'

আমজাদ সাহেব সম্ভবত তার কথা কিছুটা শুনেছেন। তিনি তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন তার দিকে। ইতুর মনে হল সামনের লোকটার শিক্ষা হওয়া উচিত। এতক্ষন গরম দেখাচ্ছিল এখন আমজাদ সাহেবকে দেখেই কেঁচো হয়ে গেছে।

সে আমজাদ সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই লোকটা এসে শুধু আজেবাজে কথা বলছে।'

লোকটা তাড়াতাড়ি কথা কাটার চেষ্টা করল, 'না সার, আমি খালি জিগাইছি এইহানে বসা ক্যান। কইলে আমি ঘর খুইলা দিতাম। এইহানে কেমুন ঠান্ডা বাতাস।'

আমজাদ সাহেব চাপা গলায় বললেন, 'একটা আছাড় দিয়ে আলুভর্তা বানিয়ে দেব। যা ভাগ এখান থেকে।'

লোকটা আর একটাও কথা বলার সাহস পেল না। সাথেসাথে ঘুরে বামদিকে চলে গেল। দাদু অন্যদিকে মুখ করে বসে রয়েছেন। আমজাদ সাহেব ইতুর কাঁধে আলতো করে হাত রেখে গলা স্বাভাবিক করে বললেন, 'বস।'

ইতু আগের যায়গায় বসল আবার। সে বুঝতে পারছে আমজাদ সাহেব শুধু ভালমানুষই নন রীতিমত ক্ষমতা নিয়ে চলেন। মুখের ওপর সত্যিকথা বলতে কাউকে ছাড় দেন না। মনেহচ্ছে আশেপাশের সবাই তাকে চেনে আর ভয় পায়।

তিনি হাতেকরে আনা একটা কাগজের ঠোঙা বাড়িয়ে ধরে বললেন, 'একটু মুড়ি পেয়েছি শুধু। একটু মুখে দাও। আর কিছুক্ষন অপেক্ষা করে যদি গাড়ি না পাওয়া যায় তাহলে অন্য চিন্তা করতে হবে। তোমাদের বাড়িতে নিশ্চয়ই সবাই চিন্তা করছে। অন্তত একটা খবর দেয়ার ব্যবস্থা করা দরকার।'

ইতু ঠোঙাটা হাতে নিয়ে দাদুর দিকে বাড়িয়ে ধরল। দাদু একবার দেখে নিয়ে বললেন, 'তুই খা। আমার খিদে পায়নি।'

আমজাদ সাহেব একটা ছোট পানির বোতল বেঞ্চের ওপর রেখে একেবারে কোমল গলায় বললেন, 'একটু মুখে দিন। বেশিক্ষন না খেয়ে থাকলে নানারকম সমস্যা হয়।'

ইতু ঠোঙাটা খুলে দাদুর সামনে ধরল। দাদু আর কথা না বাড়িয়ে একটু মুড়ি তুলে মুখে দিলেন। ইতু নিজে একমুঠো মুড়ি তুলে নিয়ে খোলা ঠোঙাটা আমজাদ সাহেবের দিকে বাড়িয়ে ধরল। তিনিও হেসে একটু মুড়ি তুলে নিলেন হাতে।

অল্পএকটু মুড়ি। খাওয়া শেষ করে একটু করে পানি খেল ইতু আর দাদু। তারপর বসেই থাকল সেখানে। মাঝে একজন এসে আমজাদ সাহেবের সাথে দুচার কথা বলে আলাপ করে গেল। কয়েকটা সাইকেল আর তিনটা রিক্সা যেতে দেখল ওরা রাস্তা দিয়ে। এছাড়া আর কোন যানবাহন-মানুষ কিছুই ওরা দেখতে পেল না।

একসময় আমজাদ সাহেব দাদুর দিকে ফিরে বললেন, 'মনে হচ্ছে এখানে বসে থেকে লাভ হবে না। সকালের আগে গাড়ি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। আমার বাড়ি কাছেই। ওখানে গেলে খাওয়া দাওয়া করে একটু বিশ্রাম নিতে পারবেন।'

দাদু তার দিকে তাকালেও কোন কথা বললেন না।

আমজাদ সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনি আপত্তি করবেন না। চলুন। এখানে বসে থাকলে সারারাত বসে থাকতে হবে।'

ইতু বুঝতে পারল দাদু সংকোচ করছেন। সে উঠে দাদুর হাত ধরে টেনে উঠাল। আমজাদ সাহেব বসার বেঞ্চটা একপাশে সরিয়ে রেখে কোনদিকে যেতে হবে হাতদিয়ে দেখিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। হাঁটতে হাঁটতে বললেন, 'বাড়ি গেলে ফোন করতে পারব। বাড়িতে মোবাইল ফোন আছে। আমি ওটা বাইরে নিয়ে যাই না।'

ইতুর খুব খারাপ লাগছে না সবকিছু। আবছা অন্ধকারে অপরিচিত যায়গায় নতুন পরিচিত একজনের সাথে তার বাড়ি যেতে তার ভালই লাগছে। সে আমজাদ সাহেবের কথা শুনে অবাক হয়ে বলল, 'বাড়িতে মোবাইল ফোন !'

আমজাদ সাহেব ইতুর বলার ধরন দেখে হাসতে শুরু করলেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'কি করা যাবে বল, ইচ্ছে করলেই ফিক্সড ফোন পাওয়া যায় না। সেজন্য মোবাইল ফোনকে ফিক্সড ফোন হিসেবে ব্যবহার করি। ওটা নামেই মোবাইল।'

দাদু জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন কটা বাজে ?'

আমজাদ সাহেব বামহাতে লাগানো ঘড়ি দেখে বললেন, 'প্রায় দশটা। আপনার হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে বোধহয়। আর বেশিদুর যেতে হবে না। এই যে এসে গেছি।'

দাদু ততক্ষনে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন। তিনি সহজভাবে বললেন, 'আমার অসুবিধে হচ্ছে না। খুব ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে বহুদিন পর বেড়াতে বের হয়েছি। আমার ঘুরে বেড়াতে খুব ভাল লাগে।'

আমজাদ সাহেব হাসিমুখে বললেন, 'এরপর যখন বেড়াতে ইচ্ছে হবে এখানে চলে আসবেন। সকাল হলে দেখবেন যায়গাটা কত সুন্দর। ভোরে নদীর ওপারে সুর্যওঠা দেখা যায়। আর অনেকরকম পাখি। শীতকালে অনেকে পাখি দেখতে আসে এখানে।'

ইতু বলল, 'আমি ক্যামেরা আনব।'

আমজাদ সাহেব বললেন, 'অবশ্যই।'

আবছা আলোয় রাস্তা দেখে ওরা হাঁটছে। সাদা মাটির রাস্তা পরিস্কার দেখা যাচ্ছে এগিয়ে গেছে সামনের দিকে। ওদের সামনে দিয়ে একজন লোক একদিক থেকে অন্যদিকে যেতে যেতে ওদের দেখে থামল। অন্ধকারে ওদের চেনার চেষ্টা করল। লোকটার কাঁধে বড়বড় গোলমত কি যেন ঝুলছে।

আমজাদ সাহেবকে চিনতে পেরে লোকটা বলল, 'স্লামালেকুম সার।'

আমজাদ সাহেব উত্তরে বললেন, 'কে রফিক নাকি ?'

রফিক নামের লোকটা বলল, 'জ্বে সার।'

মনে হল লোকটা আমজাদ সাহেবের ঘনিষ্ঠ। আমজাদ সাহেব আন্তরিকভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় যাও এইসময় ?'

রফিক বলল, 'গাছে হাড়ি দিতে যাই। এইবার শীত আগেই আইসা পরছে। ভাল রস জমতাছে।'

আমজাদ সাহেব বললেন, 'ভাল রস হলে সকালে দিয়ে যেও। বাড়িতে মেহমান আছে। ঢাকা থেকে এসেছে। ঢাকায় তো টাটকা খেজুর রস পাওয়া যায় না।'

রফিক হাসতে হাসতে বলল, 'একটা জিনিষ তাইলে পাইলাম ঢাকায় পাওয়া যায়না।'

আমজাদ সাহেবও হেসে বললেন, 'একটা কেন অনেককিছুই ঢাকায় পাওয়া যায় না। এখানকার মত খোলা বাতাস পাওয়া যায় না।'

রফিক ইতু আর ওর দাদুকে দেখতে দেখতে আরো কিছুক্ষন হাসল একা একাই। ইতুর ভাল লেগে গেল লোকটাকে। একেবারে গল্পের মত সরলসোজা গ্রামের মানুষ। এই রাতের বেলা খালিগায়ে হাড়ি নিয়ে খেজুরগাছে বাঁধতে যাচ্ছে। ইতুর মনেহল সেটাই তো স্বাভাবিক। খেজুরগাছে রাতেই হাড়ি বাঁধার কথা। বড়জোর সন্ধ্যায়। তারমানে ছবিতে যেমন দিনের বেলায় মানুষকে খেজুরগাছে উঠতে দেখা যায় সেগুলো সাজানো।

'যাই সার। সকালে দিয়া যামুনে।' বলে বিদায় নিল রফিক।

রফিক যাওয়ার পর হাঁটতে শুরু করে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ইতুরা পৌছে গেল আমজাদ সাহেবের বাড়ির সামনে।

আমজাদ সাহেবের বাড়িটা খুব সুন্দর। বাইরে থেকে দেখে মনেহয় মস-বড় একটা টিনের ঘর। সুন্দর নকসা করা। বাইরে অনেকটা যায়গাজুড়ে বিভিন্ন ধরনের গাছপালা। শাকসব্জি ফলমুল ফুলগাছ সবই রয়েছে। কিএকটা ফুলের মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে রয়েছে বাতাসে।

আমজাদ সাহেব দরজার তালা খুলে ভেতরে ঢুকে আলো জ্বাললেন। ভেতরে ঢুকে ইতু দেখল ঘরটাও খুব সুন্দর করে গোছানো। বেতের চেয়ার বেশ কয়েকটা, পড়ার টেবিল, কয়েকটা বুকসেলফ, ছোট একটা বিছানা। ওপাশে আরো ঘর আছে দেখা যাচ্ছে। এই বিছানায় সম্ভবত বাইরের কেউ এলে ঘুমায়।

আমজাদ সাহেব প্রথমেই টেবিলের ড্রয়ার থেকে ফোন বের করে হাতে নিয়ে ইতুর কাছ থেকে নাম্বার নিয়ে ফোন করলেন। ইতুদের বাড়ির ভাঙা টেলিফোন তখনো ঠিক করা হয়নি। ওদিক থেকে কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। কয়েকবার চেষ্টা করে তিনি ফোনটা ইতুর হাতে দিয়ে বললেন, 'তুমি চেষ্টা করে দেখ আমি ততক্ষন খাবার ব্যবস্থা করি।'

ইতু বারবার চেষ্টা করতে থাকল। আমজাদ সাহেব রান্না চাপিয়ে দিয়ে ফিরে এসে দেখলেন ইতু তখনো চেষ্টা করেই যাচ্ছে।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'অন্য কোন ফোন আছে ?'

ইতু বলল, 'মোবাইল ফোন আছে কিন্তু আমার নাম্বার মনে নেই।'

দাদু তখন ক্লান্ত হয়ে হেলান দিয়ে বসে রয়েছেন। তারদিকে একবার চেয়ে দেখল ইতু। দাদুকে জিজ্ঞেস করে কোন লাভ নেই। তিনি মোবাইল ফোন একেবারে সহ্য করতে পারেন না।

ইতু বুদ্ধি করে বলল, 'আমার এক মামা পুলিশ ইন্সপেক্টর। তাকে ফোন করলে হয়।'

আমজাদ সাহেব একটা পথ দেখতে পেয়ে বললেন, 'ঠিক। ওনাকে পাওয়া সহজ হবে। ওনার নাম কি ?'

ইতু জানাল, 'মোহাম্মদ সাজেদুল ইসলাম। ডাকনাম ফটিক।'

আমজাদ সাহেব প্রশ্ন করলেন, 'কোন থানায় বলতে পারবে ?'

ইতুর একবার মনে হল তেজগা থানা, তারপর মনেহল রমনা থানা। শেষে বলল, 'নিশ্চিত করে বলতে পারব না।'

'আচ্ছা ঠিক আছে। বের করে নেয়া যাবে।' বলে আমজাদ সাহেব পুলিশের নাম্বারে ফোন করলেন। একজন ফোন ধরে সাজেদুল ইসলাম, ফটিক নাম শুনে চিনতে পেরে বলল, 'উনি বাইরে আছেন।'

বলে ফোন কেটে দিল।

আমজাদ সাহেব খুব বিরক্ত হলেন। কিছুক্ষন চুপ করে থেকে আর কি করা যায় ভাবতে থাকলেন। শেষে ইতুকে বললেন, 'এখানে থানার একজন অফিসার আছে আমার খুব পরিচিত। স্কুলে একসাথে পড়তাম। তাকে জানিয়ে দেই। সে খবর পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা করবে।'

এবার আরেক নাম্বারে ফোন করলেন তিনি। ইতু এদিক থেকে তার কথা শুনতে পেল, 'হ্যা, মোজাফফর, ক্যামন আছ ? আমি ভাল আছি। একটা জরুরী প্রয়োজনে তোমাকে ফোন করতে হল। পুলিশ ইন্সপেক্টর সাজেদুল ইসলাম, ডাকনাম ফটিক, তাকে চেন ? ও একসাথে ট্রেণিং করেছ। খুব ভাল হল। আমরা ওনার সাথে যোগাযোগ করতে পারছি না। তুমি যোগাযোগ করে একটা খবর জানাও। ওনার ভাগ্নে, ইতু আর ওর দাদু আমার এখানে আছে। ও, কি হয়েছে ? . . . ওদেরকে কিডন্যাপ করে আটকে রেখেছেল এক যায়গায়। নিজেরাই বুদ্ধি করে বের হয়ে এসেছে। এখন গাড়ি নেই বলে যেতে পারছে না। ইতুর বাসায় জানিয়ে দাও যে ইতু, ইতুর দাদু দুজনেই ভাল আছে। ওদের জন্য চিন্তা করার কিছু নেই। কাল সকালেই ওদের বাড়ি পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা করব। ঠিক আছে।'

ইতুদের বাড়ির ঠিকানা জিজ্ঞেস করায় সেটা জানিয়ে ফোন বন্ধ করে একটু নিশ্চিন্ত হলেন তিনি। ইতুও হাফ ছাড়ল। এতক্ষনে বাড়িতে খবর দেয়ার ব্যবস্থা করা গেল।

আমজাদ সাহেব ফোনটা ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রেখে রান্নাঘরের দিকে তাকালেন। ইতু জিজ্ঞেস করল, 'কি রান্না করছেন ?'

আমজাদ সাহেব বললেন, 'সবজি দিয়ে খিচুরি। দেখবে এস।'

তার সাথেসাথে রান্নাঘরে এসে দাঁড়াল ইতু। বড় ঘরের একদিকে ছোট্ট একটা যায়গায় রান্না করার ব্যবস্থা। তাদের বাড়ির মতই গ্যাসের চুলো, তবে পাশে বড় একটা সিলিন্ডার রাখা।

আমজাদ সাহেব চামচ দিয়ে হাঁড়ির মধ্যে নাড়তে শুরু করলেন। সুন্দর একটা সুবাস বয়ে গেল ঘরে আর ইতুর খিদেটা আরো বেড়ে গেল।

সে জিজ্ঞেস করল, 'সবসময় আপনি নিজে রান্না করেন ?'

আমজাদ সাহেব বললেন, 'সবসময় করতে হয় না। কাজের লোক আছে। আজ আসতে দেরি হবে বলে ওকে আসতে নিশেধ করেছি। তবে রান্না করতে পারি। কদিন দেখলে তুমিও পারবে।'

ইতু বলল, 'আমাকে রান্নাঘরেই ঢুকতে দেয় না।'

আমজাদ সাহেব হাসতে থাকলেন। হেসে বললেন, 'কোন কাজ শেখাতেই দোষের কিছু নেই। রাঁধতে না জানলে কখনো কখনো না খেয়ে থাকতে হয়।'

খুব দ্রুতই দক্ষতার সাথে রান্না শেষ করলেন আমজাদ সাহেব। ইতুকে বললেন, 'ওখানে বাথরুম। হাতমুখ ধুয়ে এস। তোমার দাদুকে সাথেকরে নিয়ে যাও।'

ইতু আর তার দাদু দুজনেই হাতমুখ ধুয়ে এসে খেতে বসল। খেতে বসে ইতুর মনে হল এত ভাল খাবার সে বহুদিন খায়নি। খিচুরির মধ্যে ছোটছোট আলু, কপি, মটরসুটি আরো কিকি যেন দেয়া। আর কি যেন একটা মসলার গন্ধ। শসা আর কাঁচা টমেটোর সালাদ ছাড়া আলাদা কোন তরকারি নেই। খেতে খেতে আমজাদ সাহেবের রান্নার প্রশংসা না করে পারল না ইতু। সে বলল, 'আপনার রান্না খুব ভাল।'

আমজাদ সাহেব বললেন, 'আসলে অনেকক্ষন তোমাদের খাওয়া হয়নি তাই। বেশি খিদে পেলে সবকিছুই ভাল লাগে।'

দাদু তখন অনেকটা সহজ হয়ে গেছেন। তারমধ্যে রাগ-বিরক্তি কিছুই নেই। তিনি বললেন, 'মনেহচ্ছে পিকনিক করছি। অনেকদিন আগে একবার নিজেরা পিকনিকের রান্না করতে গিয়ে খুব সমস্যা হয়েছিল। সেদিন পোড়া ভাত তরকারি খেয়ে খুব মজা পেয়েছিলাম। সেদিনের কথা মনে হচ্ছে।'

আমজাদ সাহেব হাসতে থাকলেন। বেশ শব্দ করে হাসেন তিনি।

ইতু দাদুর দিকে ঘুরে বলল, 'আমরা সবাই মিলে এখানে এসে পিকনিক করব।'

দাদু বললেন, 'আমাকে বলছিস কেন ? যাকে বললে কাজ হবে তাকে বল। আমি পিকনিক পার্টির একজন হয়ে আসব।'

আমজাদ সাহেব বললেন, 'এখানে অনেকেই পিকনিক করতে আসে। তোমরা আসার আগে আমাকে শুধু একবার ফোন করে জানাবে। কোনকিছুর সমস্যা হবে না।'

গল্প করতে করতে রান্নাকরা খাবার সবটুকুই ওরা খেয়ে ফেলল। তারপর আমজাদ সাহেবের সাথে ইতুও কলের কাছে গিয়ে প্লেটগুলো ধুয়ে ফেলল।

দাদু খাওয়াদাওয়া সেরে আবারও বেতের সোফায় হেলান দিয়ে বসেছেন। আমজাদ সাহেব বললেন, 'আপনি এখানে শুয়ে বিশ্রাম নিন। ইতু তোমার কি ঘুম পাচ্ছে ?'

ইতু বলল, 'না।'

তিনি বললেন, 'তাহলে চল আমরা বাইরে খোলা যায়গায় কিছুক্ষন বসে থাকি। খুব ভাল লাগবে।'

দাদু সোজা হয়ে বসে বললেন, 'আমিও যাই। কতদিন এভাবে বাইরে থাকি না। চারিদিক একটু দেখে আসি।'

তিনজনই একসাথে বের হয়ে দরজা বন্ধ করে রওনা হল।

৯

ইতুরা যেখানে বেঞ্চে বসে গাড়ির অপেক্ষা করছিল সেখানে এসে থামল পুলিশের জিপ। পাঁচজন পুলিশ সেখান থেকে লাফিয়ে নেমে দাঁড়াল। চারিদিকে তাকিয়ে দেখল কাউকে দেখা যায় কিনা। রাস্তা তখন একেবারেই ফাঁকা। কোথাও কোন লোকজন নেই, কোন সাড়াশব্দ নেই।

বেশ কিছুক্ষন সেখানেই বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকল ওরা। কাউকে যে কিছু জিজ্ঞেস করবে তেমন কেউও নেই। শেষে সামনের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল দলনেতা। টিনের তৈরী একটামাত্র ঘর। আবছা আলোয় ঘরের কাঠের দরজা দেখা যাচ্ছে। দরজার কাছে ইতুদের বসা সেই বেঞ্চটা কাত হয়ে রয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। একজন সেদিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ করে তার বাশিতে ফু দিল। সাথেসাথে আরেকজন তার বাশি বের করে ফু দিতে শুরু করল। বাশির শব্দে চারিদিক হতচকিত করে থামল দুজন। তখনও কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই।

দলনেতা সামনে এগিয়ে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাতের সরু বেত দিয়ে বন্ধ দরজায় বাড়ি মারল এবার। যে শব্দ হল তাতে কোন কাজ হল না। বারকয়েক চেষ্টা করে তাকে একজন পুলিশের দিকে ইঙ্গিত করতে হল। সে এসে সোজা লাথি মারল দরজায়। পুরো ঘরটা কেঁপে উঠল তাতে। তবে কাজ হল এতক্ষনে। ভেতর থেকে একজনের গলা শোনা গেল, 'কে ?'

বাইরে থেকে দলনেতা বলল, 'পুলিশ।'

ইতুদের সাথে কথা বলা লোকটা ঘুমিয়েছিল ঘরের মধ্যে। জেগে উঠলেও তখনো তার ঘুম পুরো কাটেনি। পুলিশ শব্দটা শোনার সাথেসাথে সে লাফিয়ে উঠে বসল। নিশ্চিত হওয়ার জন্য আবার প্রশ্ন করল, 'কে ?'

উত্তরে বারান্দায় দাড়ানো পুলিশ ধমকে উঠল, 'দরজা খোল ব্যাটা। নয়ত ভেঙে ঢুকব।'

লোকটা তাড়াতাড়ি করে বলল, 'খারান, খারান। খুলতাছি। এক সেকেন্ড।'

বলে লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে কোনমতে জামা গায়ে দিতে দিতে দরজার দিকে এগোল। তখনই তার চোখে পড়ল ঘরের বামদিকে। বেশ কিছুটা যায়গায় টিন মরচে পড়ে ভেঙে গেছে। কদিন একটা কুকুর ঢুকে পরেছিল সেদিক দিয়ে। ঘরের মধ্যে ঢুকে ঘুমিয়েছিল। চেষ্টা করলে সে নিজেও বাইরে যেতে পারবে। সে বলল, 'এক সেকেন্ড খাড়ান ওস্তাদ, খুলতাছি।'

একথা বলে সে টিনটা আরেকটু টেনে ফোকরটা বড় করে সেদিক দিয়ে মাথা বের করল। কোনমতে একবার বাইরে যেতে পারলে হয়। পালাতে পারলে আর পুলিশের সামনে যায় কে। চেষ্টা করে সে শরীরের অর্ধেক বের করে আনল।

কিন্তু তার কপাল মন্দ। বাইরে রাস্তায় দাঁড়ানো তিনজন পুলিশের একজন তখন প্রশ্রাব করবে বলে সেদিকে রওনা দিয়েছে। মাত্র প্রস্তুতি নিয়েছে। কাছেই শব্দ হতে সে সেদিকে ঘুরে তাকাল আর তাকে দেখে ফেলল। সাথেসাথে সে চিৎকার করে উঠল, 'এই, এই।'

লোকটা কোনমতে বাকি শরীরটুকু বের করে দৌড় দিল সোজা সামনের দিকে। পুলিশটিও কম যায় না। সেও পিছু নিল। ততক্ষনে অন্যরাও দেখে ফেলেছে। তারাও ধাওয়া করল লোকটাকে।

লোকটার তখন মরনপন দৌড়, তাকে ধরবে কে। ক্রমেই তার দুরত্ব বাড়তে থাকল। শেষে একজন হাতের লাঠিটাই ছুড়ে মারল তার দিকে। বুমেরাংএর মত ঘুরতে ঘুরতে সেটা গিয়ে আঘাত করল লোকটার পায়ে। আর সে হুড়মুড় করে আছড়ে পরল রাস্তায়। দেখতে দেখতে সকলে এসে ঘিরে ধরল তাকে।

একজন হাতের লাঠি বাগিয়ে বলল, 'এই, হ্যান্ডস আপ।'

সে কথার অর্থ বুঝতে না পেরে বলল, 'আমি হ্যান্ডসাপ না। আপনেরা হ্যান্ডসাপ।'

তখন একজন এসে তাকে বুটজুতা দিয়ে লাথি মারল। সে অক করে উঠে বসল, তারপর আবার চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল।

পুলিশের দলনেতা ততক্ষনে এগিয়ে এসেছে সেখানে। সে বলল, 'হাতকড়া। হাতকড়া লাগাও। ঝটপট।'

একজন মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, 'সার হাতকড়া আনা হয়নি।'

দলনেতা চোখ গরম করে তাকাল তার দিকে। তবে এই ভূলটা তারই সবচেয়ে বেশি হয় সেকথা মনে পরায় আর কথা বাড়াল না। বলল, 'দড়ি নিয়ে বাঁধ।'

তাদের কাছে দড়িও নেই। লোকটার গা থেকে জামা খুলে সেটা দিয়েই তার দুহাত পিছনে বাঁধা হল। তারপর ধাক্কা মারতে মারতে আনা হল ঘরের সামনে। লোকটা তখন বলেই যাচ্ছে, 'মাইরেন না সার, মাইরেন না। আমার কুনো দোষ নাই। সব ওই ব্যাটা কালাইম্যার দোষ। আমি সব দেখাইয়া দিতাছি। আমাকে মাইরেন না। আল্লার দোহাই।'

তাকে ঘরের সামনে এসে দাঁড় করিয়ে দলনেতা বলল, 'তাড়াতাড়ি বল কোথায় আছে।'

লোকটা কোনমতে নাক টেনে বলল, 'ঘরের ভিতরে। খাটের নিচে।'

দলনেতা বলল, 'দরজা খোল।'

লোকটা বলল, 'ঘর ভিতর থিক্যা বন্ধ। আমারে ছাইড়া দেন বস। আমার কোন দোষ নাই। ঘরের ভিতরে সব আছে।'

দলনেতা তার লোকদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'একজন ভেতরে যেয়ে দরজা খোল। নয়ত ভেঙে ফেল।'

লোকটা বলল, 'ভাইঙ্গেন না সার। কয়দিন আগে ছয়শ টাকা দিয়া দরজা লাগাইছি। ওইদিক দিয়া ঢোকেন।'

সকলে ঘুরে ভাঙা যায়গাটার কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর একে অন্যের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। দলনেতা মাথা দিয়ে ইঙ্গিত করায়ও কাজ হল না। শেষে মুখেই বলতে হল, 'তুমি আগে যাও। তারপর তুমি, তারপর তুমি।'

গাড়ির ড্রাইভার তখন নেমে এসে তাদের সঙ্গি হয়েছে। সে বলল, 'সার সকলে এদিক দিয়ে ঢোকার দরকার কি। একজন ঢুকে দরজা খুলে দিলেই তো হয়।'

দলনেতা ধমকে উঠে বললে, 'তাহলে তুমি যাও।'

তার না গিয়ে উপায় থাকল না। নিজের ভুলের জন্য নিজেকেই গালমন্দ করতে করতে সে মাথা ঢুকাল। তারপর শুয়ে পড়ল। আরেকজন ধাক্কা মেরে তাকে ঢুকিয়ে দিল ভেতরে। তারপর সকলে ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।

হৈচৈ শুনে সাদা চুলদাড়িঅলা একজন রোগাপাতলা বয়স্ক লোক এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে। সে প্রশ্ন করল, 'কিরে রহমত, কি হইছে ?'

ঘরের মালিক, রহমত নামের লোকটা বলল, 'চাচাজান আমারে বাঁচান। আমি কিচ্ছু জানি না। কালাইম্যা আমারে কইছে খাটের নিচে লুকাইয়া রাখতে। আমার কোন দোষ নাই।'

ততক্ষনে দরজা খুলে গেছে। দলনেতা ঘরে ঢুকেই নিচু হয়ে খাটের নিচে তাকাল। তারপর ঘুরে তার সঙ্গিদের নির্দেশ দিল, 'কি আছে বের কর।'

অন্যরা খাটের নিচ থেকে জিনিষপত্র বের করতে শুরু করল। বেশ কয়েকটা কাগজের বাক্স। একজন একটা বাক্স ছিড়ে ফেলল। ভেতরে ছোটছোট অনেকগুলো বোতল সাজানো।

দেখাদেখি অন্যেরা অন্য বাক্সগুলোও খুলতে শুরু করল। বেশিরভাগ বাক্স থেকে বের হল একইরকম বোতল। একটার মধ্যে ছোটছোট প্যাকেট।

দলনেতা একটা প্যাকেট হাতে নিয়ে নাকের সামনে ধরে শুঁকল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি ?'

রহমত মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, 'গাজা।'

বয়স্ক লোকটা কথাটা শুনেই রেগে গালাগালি করতে শুরু করল, 'হারামজাদা। তুই গাজা, ফেনসিডিল, হিরোইনের ব্যবসা ধরছস। তাইতো কই এত গরম দেখাস ক্যান। কাম দিতে চাইলে কাম করস না। কাম থুইয়া লাভের ব্যবসা ধরছস। অহন দ্যাখ মজাডা। হ্যারে আচ্ছামত বানায়া দ্যান পুলিশ ভাই। এহানে এইসব খারাপ কাম হইতে দিয়েন না।'

দলনেতার মন তখন খুশিখুশি। সে তার সঙ্গিদের বলল, 'পুরো ঘর ভাল করে খুঁজে দেখ আর লিষ্ট বানাও।'

সাথেসাথে তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। পুরো ঘরের জিনিষ ওলটপালট হতে থাকল। ছোট খাটটা দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা হল, একটা টিনের ট্রাংক ছিল সেটা ভাঙা হল, এখানে ওখানে মেঝে খোঁড়া হল।

দলনেতা রহমতের দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করল, 'এবার বলত ব্যাটা, ওই ছেলেটা আর বুড়ো মানুষটা কোথায় ?'

রহমত আরেকবার হাউমাউ করে উঠল, 'হায় হায় রে, হ্যারা এই কামডা করল। একটা পিচ্চি পোলা আর একটা বুড়া ব্যাডা আমারে ধরাইয়া দিল। আমি তহনই মনে করছি অগো কোন উদ্দেশ্য আছে। ঘরের সামনে বইসা পাহাড়া দিতাছে য্যান মাল সরাইতে না পারি। দ্যাশটা কই গ্যাছে গো চাচা। এইটুক পোলা সিআইডির কাম করতাছে।'

সেই বয়স্ক লোকটা বলল, 'ঠিক হইছে। যেমন পাপ কামে হাত দিছস তেমন সাজা। আমি পোলাটারে পাইলে লাখটাকা পুরস্কার দিতাম।'

এই অবস্থাতেও রহমত থেমে গেল তার কথা শুনে। অবাক হয়ে বলল, 'লাখ ট্যাকা দিতেন। আমার আটশ ট্যাকা যে ধার নিছেস সেইডা শোধ করেন না ক্যান? চাইলেই কন ট্যাকা নাই, ট্যাকা নাই। খাইতে পাই না। আমার ট্যাকা ফেরত দ্যান।'

বুড়ো লোকটা আর কিছু বলল না।

পুলিশের দলনেতা আবার ইতুদের প্রসংগ এনে জিজ্ঞেস করল, 'ওরা কোথায়? বল শিগগির নয়ত দিলাম মাথায় বাড়ি।'

রহমত বলল, 'এইহানে বইসা রইছিল আমজাদ সারের লগে। মনেহয় আমজাদ সারের বাড়ি গ্যাছে।'

সে বলল, 'চল আমজাদ সারের বাড়ি।'

দুহাত পিছনে বাঁধা রহমতকে টেনে হিচড়ে নিয়ে সকলে রওনা হল আমজাদ সাহেবের বাড়ির দিকে। কি ঘটে দেখার জন্য গাড়ির ড্রাইভারও তাদের পিছু নিল। শুধু বয়স্ক লোকটা কিছুক্ষন

বোকার মত একা দাঁড়িয়ে থাকল সেখানে। ঘর থেকে বের করা জিনিষপত্র সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বারান্দায়। এগিয়ে গিয়ে একটা প্যাকেট তুলে তার গন্ধ শুঁকে দেখল।

পুলিশবাহিনী আমজাদ সাহেবের বাড়ির কাছে এসে দেখল পুরো বাড়ি অন্ধকার। দরজায় বড় একটা তালা ঝুলছে। দুজন পুলিশ বাড়ির চারিদিক ঘুরে দেখল, কয়েকটা গাছ উপড়ে ফেলল। কাউকে দেখতে না পেয়ে একসময় সবাই এসে জমায়েত হল বাড়ির উঠানে। সেখান থেকে বারান্দায়।

দলনেতা তার পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে মোজাফফরের কাছে ফোন করে বলল, 'সার অপারেশন কমপ্লিট। তিনশ বোতল ফেনসিডিল, তিন কেজি গাজা এইসব আটক করেছি। মালপত্রসহ একজনকে ধরেছি।'

মোজাফফর বললেন, 'আগে ওদের কথা বল। ওরা কোথায়?'

সে বলল, 'সার মনেহয় আমজাদ সারের সাথে রওনা দিয়েছে বাড়ির দিকে। কিছুক্ষনের মধ্যেই পৌছে যাবে। আমরা এখন ঘটনাস্থলে। বাড়িতে তালা দেয়া। সার, ওই ছেলেটা এসব জিনিষের খোঁজ দিয়েছে। পালানোর সুযোগ দেয়নি।'

মোজাফফর বললেন, 'ওদের খবরটা নিশ্চিত কর তারপর ফোন করে জানাও।'

সে বলল, 'ঠিক আছে সার। আমার কথাটা একটু মনে রাখবেন সার। একটু টাইট দিলে পুরো দল ধরা পরবে। সার, বহুদিন হল প্রমোশন আটকে আছে। একটু যদি কথাটা মনে রাখেন।'

মোজাফফর জিজ্ঞেস করলেন, 'কি কি মাল বললে ?'

দলনেতা বলল, 'ফেনসিডিল, গাঁজা আরো কি কি যেন।'

মোজাফফর তাড়াতাড়ি করে বললেন, 'মালপত্র ঠিকমত দেখে রাখ। আমি এখনি আসছি। গাড়ি পাঠিয়ে দাও।'

বলেই তিনি ফোন লাইন কেটে দিলেন। ফটিকমামাকে ফোন করে শুধু বললেন, 'ওদের খোঁজ পাওয়া গেছে। বাড়ি পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা করছি।'

পুলিশের দলনেতা কি করবে বুঝে উঠতে না পেরে বেঁধে রাখা রহমতের দিকে ঘুরে ধমকে উঠল, 'ওই ব্যাটা, কালাইম্যার ঠিকানা কি ? চল দেখি।'

তক্ষুনি তার মনে পড়ল আটক জিনিষপত্র সেখানেই ফেলে রাখা হয়েছে। সাথেসাথে সে দৌড় দিল সেদিকে।

১০

বাড়ি থেকে বেরিয়ে সামান্য কিছুদুর গেলেই ছোট একটা নদী। এখন পানি একেবারেই নেই। একেবারে তলানিতে সামান্য পানি রয়েছে। পুরো পানি থাকা অবস্থাতেও নদীটা খুব ছোট। ইতু

ঢিল ছুড়ে ওপারে পাঠাতে পারবে। নদীর ওপারে সম্ভবত ফসলের জমি। কোন ঘরবাড়ি কিংবা গাছপালা দেখা যাচ্ছে না।

নদীর ধারে পরিস্কার যায়গা দেখে তিনজন বসল। ইতু বসল পাড়ে পা ঝুলিয়ে আর ইতুর দাদু কাছেই একটা গাছে হেলান দিয়ে বসলেন। ইতু ওপরদিকে তাকিয়ে দেখল গাছে কোন পাতা নেই। মনেহয় শীতকাল আসার আগেই ঝরে গেছে। আকাশের দিকে তাকাতেই কালপুরুষ চোখে পরল তার।

আমজাদ সাহেবও সেটা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি তারা চেন ?'

ইতু বলল, 'হ্যাঁ। ওটার নাম কালপুরুষ।'

আমজাদ সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'ইংরেজি নাম ?'

ইতু বলল, 'ওরিয়ন। কেউ কেউ বলে ওরাইয়ন। আর ওইটার নাম সিরিয়াস। বাংলায় বলে লুব্ধক। আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা।'

আমজাদ সাহেব হেসে বললেন, 'তারা চিনেছ কিভাবে ?'

ইতু বলল, 'দাদু দেখিয়ে দিয়েছেন।'

আমজাদ সাহেব বললেন, 'খুব ভাল। তোমার দাদু খুব ভালমানুষ। যারা আকাশ দেখতে শেখে তাদের মন আকাশের মত বড় হয়। ছোটখাট ঝগড়াঝাটি নিয়ে মাথা ঘামায়না।'

ইতু বলল, 'আমাদের ওখানে ইলেকট্রিসিটি গেলে তখন তারা দেখা যায়। অন্যসময় দেখা যায় না।'

আমজাদ সাহেব বললেন, 'ঠিক। চারিদিকে আলো, বাতাসে ধুলাবালি-ধোয়া এসব থাকলে তারা দেখা যায় না। আমার ঢাকায় গেলে সবসময় মনে হয় কত তাড়াতাড়ি ফিরে আসব।'

ইতু বলল, 'এই যায়গাটা খুব সুন্দর।'

আমজাদ সাহেব বললেন, 'হ্যাঁ। আমি প্রায়ই রাতে এখানে এসে বসে থাকি। এখানে ঘাসের ওপর শুয়ে আকাশের তারা দেখি। তাকিয়ে থাকলে কিছুক্ষন পরপরই স্যাটেলাইট দেখা যায়।'

ইতু সাথেসাথে একটা দেখতে পেল। দেখে মনে হচ্ছে চলন্ত একটা তারা। খুঁজতে খুঁজতে আরো তিনটা দেখা গেল। তারপর দুজন মিলে খুঁজতে শুরু করল কে আগে বের করতে পারে। কতটা সময় যে পার হল সেটা টেরই পেল না ওরা।

ইতুর দাদুর কোন সাড়াশব্দ নেই। ইতু একবার সেদিকে দেখে আসে- আসে- বলল, 'দাদু মনেহয় ঘুমিয়ে গেছে।'

সাথেসাথে দাদু বললেন, 'ঘুমাইনি। চোখ বন্ধ করে রেখেছি।'

আবারও ওরা চলন্ত তারা খুঁজতে শুরু করল। একবার উল্কাপাতও দেখতে পেল মুহূর্তের জন্য। অন্ধকারে লম্বা একটা আলোর রেখা টেনে দিয়ে মিশে গেল।

নদীর ধারে বেশ কয়েকঘন্টা সময় কাটিয়ে একসময় ঘরে ফিরল ওরা। আমজাদ সাহেব তার বিছানায় ইতু এবং দাদুকে ঘুমাতে বললেন। তিনি নিজে ঘুমাবেন বসার ঘরে। তাদের গায়ে দেয়ার জন্য চাদর বের করে দিলেন দেখে অবাক হল ইতু। বাড়িতে রীতিমত ফ্যান চালিয়ে ঘুমাতে হয় ওদের।

সে বলল, 'ঠান্ডা তো নেই।'

আমজাদ সাহেব বললেন, 'এখন না থাক, সকালে ঠান্ডা লাগবে। এখানে খুব তাড়াতাড়ি সবকিছু ঠান্ডা হয়ে যায়। সকালে দেখবে কেমন কুয়াশা।'

ইতু আর কথা না বাড়িয়ে চাদর রেখে দিল।

আমজাদ সাহেব বললেন, 'আমার ঘুম খুব হালকা। যেকোন দরকার হলে আমাকে ডাকবে। আর এই টিনে মুড়ি-গুড় আছে। যদি খিদে লাগে তাহলে বের করে খাবে।'

বলে তিনি অন্যঘরে চলে গেলেন। আলো জ্বলতে দেখে একবার ইতু উকি দিয়ে দেখল তিনি টেবিলে বইখাতা নিয়ে পড়তে বসেছেন।

অনেকক্ষন চুপ করে শুয়ে থাকল ওরা দুজন। ইতুর ঘুম আসছেনা। দাদু ঘুমিয়েছে কিনা বুঝতে পারছে না। একসময় ইতু গলা নিচু করে জিজ্ঞেস করল, 'দাদু, ঘুমিয়েছ ?'

দাদু ঘুমজড়ানো গলায় বললেন, 'না।'

ইতু ঘুরে শুয়ে বলল, 'আমার কি মনে হয় জান ?'

দাদু চোখ বন্ধ রেখেই কোনমতে বললেন, 'কি ?'

ইতু বলল, 'আমার মনে হয় ওই বঙ্কু ব্যাটা বজলু কাকুর গাড়ির ড্রাইভার। মুখে দাড়ি মাথায় পাগড়ি দিয়ে মোহন সিং সেজেছিল।'

দাদুর ঘুম চলে গেল অনেকটা। অবাক হয়ে বললেন, 'বজলুদের ড্রাইভার ?'

ইতু বলল, 'হ্যা, আমার তাই মনে হয়। গলার স্বর ওইরকম। বজলুকাকুর গাড়ি চালায়।'

দাদু জিজ্ঞেস করলেন, 'আমরা যে গাড়িতে উঠেছিলাম সেটা কি বজলুর গাড়ি ? তোর মনে আছে ?'

ইতু বলল, 'ওটা তো হলুদ রঙের ট্যাক্সি। ইচ্ছে করলেই ভাড়া নেয়া যায়। মনে হয় গ্যারেজ থেকে নিয়েছিল। নয়ত ওর পরিচিত কোন ড্রাইভার আছে তার কাছ থেকে নিয়েছে।'

দাদু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আগে বলিশনি কেন ?'

ইতু আমতা আমতা করে বলল, 'আগে তো বুঝতে পারিনি। মনে করেছি সত্যিসত্যি মোহন সিং নয়ত মোহনলাল। যে চিঠি লিখেছে সে-ই। চিঠি পেয়েই তো আমরা বাইরে গেলাম।'

দাদু বললেন, 'হুঁ।'

তার ঘুম একেবারেই চলে গেছে। বিছানায় উঠে বসলেন তিনি। দেখাদেখি ইতুও উঠে বসল।

দাদু বসে থাকলেন অনেকক্ষন মাথা নিচু করে। ইতু কি করবে ভেবে পেল না।

দাদু একসময় ইতুর দিকে তাকিয়ে মুখ খুললেন, 'এটা কার কাজ জানিস ?'

ইতু সাথেসাথে মাথা নেড়ে না বলল।

দাদু বললেন, 'শফিকের কাজ।'

ইতু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'শফিক কে ?'

দাদু বললেন, 'তোর বজলু কাকার বাপ। ওর মাথায় খালি ফটকামি বুদ্ধি। এত বয়স হয়েছে এখনও শিক্ষা হয়নি। প্রথমে চিঠি পাঠিয়ে ধোঁকা দিয়েছে তারপর ড্রাইভারকে দিয়ে ধরে এনেছে। এখন মনে পরেছে ওর মামার না কার যেন বাড়ি এইদিকে কোথায়। ছোটবেলা একবার বেড়াতে এসেছিলাম।'

১১

ইতু আর দাদুকে ঘরে রেখে বঙ্কু যখন পালিয়ে গেল তারপর কি হয়েছে সেটা ইতুরা জানেনা। হয়ত কখনো জানবেও না। পরিসি'তি দেখে সে এতটাই ঘাবড়ে গিয়েছিল যে কি করবে ঠিক করতে না পেরে গাড়ি চালিয়ে সোজা বাড়ি ফিরে গেল। গ্যারেজ থেকে গাড়ি বদল করার কথাও তার মনে থাকল না। একেবারে শেষ মুহূর্তে মনে পরায় দাড়ি আর পাগড়ি খুলে রেখে দিল গাড়িতেই। তারপর মুখ কাঁচুমাচু করে বাড়িতে ঢুকে শফিক সাহেবের সামনে এসে দাঁড়াল। তিনি হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলেন, 'খবর কি ?'

কোন উত্তর না দিয়ে বঙ্কু মাথানিচু করে থাকল।

তিনি ভাবলেন বঙ্কু কোন কাজ করতে পারেনি। তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ও বুঝেছি। তোমার মত অপদার্থ দিয়ে কোন কাজ হবে না। কিছুই করতে পারনি। ওদের কোন পাত্তা পাওনি। ওই ইতুর বুদ্ধি তোমার চেয়ে বেশি। ইচ্ছে করলে তোমাকে ধরে ওখানে রেখে আসতে পারবে। বুঝেছ অকাল কুষ্মান্ড কোথাকার।'

তবুও বঙ্কু কোন কথা বলল না।

তিনি বললেন, 'দেখা পেয়েছ ওদের ? ওরা এখন কোথায় ?'

বঙ্কু বলল, 'বাগানবাড়ি। ওখানে রেখে এসেছি।'

শফিক সাহেব যেন ভুল শুনেছেন এমনভাবে ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করলেন, 'কোথায় ?'

বঙ্কু আবার বলল, 'বাগানবাড়ি। দুজনকে ওখানে রেখে এসেছি।'

শফিক সাহেব বললেন, 'অ, কিছু বুদ্ধি হয়েছে তাহলে। এবার বল তাহলে কি হয়েছে। কিভাবে কি হল।'

বঙ্কু সংক্ষেপে পুরো ঘটনা জানাল। তার পালিয়ে আসার কারনটা ঘুরিয়ে বলল, 'ওখানে তো কিছু করার নেই তাই চলে এসেছি।'

শফিক সাহেব সব শুনে আগের চেয়ে বেশি রেগে গেলেন, 'ব্যাটা উল্লুক, বেল্লিক। একজন বুড়ো মানুষ আর একটা ছোট ছেলেকে ঘরে আটকে রেখে চলে এলি। ওরা কতক্ষন থাকবে ওখানে ? খাবে কি ? শিগগির যা। আহাম্মক। বলেছি শুধু ছেলেটাকে ধরে আনতে আর ধরেছে বুড়োমানুষ সুদ্ধ। কাজের সময় বদমায়েসি করতে পার আর অন্যকিছু পার না।'

গলা চড়িয়েও হঠাৎ করেই তিনি থেমে গেলেন। তার ছেলে বজলুর রহমান এসে ঘরে ঢুকেছেন। তিনি রাগারাগির কারন বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে বাবা ?'

তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, 'কিছু না, কিছু না। এখানে কিছু হয়নি। নিজের কাজে যাও।'

বজলুর রহমান দুজনের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করলেন আসলে কি হয়েছে। কিছুই বুঝতে না পেরে শেষে বললেন, 'বঙ্কুকে নিয়ে যাব। একটা মিটিং আছে গাড়ি নিয়ে যেতে হবে।'

শফিক রহমান বললেন, 'গাড়ির সমস্যা আছে। গ্যারেজে দিয়ে ওর বদলে অন্যগাড়ি আনা হয়েছে। ট্যাক্সি নিয়ে যাও।'

বজলুর রহমান জিজ্ঞেস করলেন, 'কি সমস্যা। আবার একসিডেন্ট করেছে? একে বিদায় করে দাওতো বাবা। কদিন আগে ত্রিশ হাজার টাকা খরচ করলাম। এত ভাল গাড়ির চেহারাটা মুড়ির টিনের মত বানিয়েছে। যে দেখে সেই বলে পুরনো গাড়ি কিনেছি। এমন ড্রাইভার দরকার নেই। আমি অন্য ড্রাইভার খোঁজ করছি।'

তার বাবা বললেন, 'সে দেখা যাবে।'

বজলুর রহমান মাথা নিচু করে থাকা বঙ্কুর দিকে আরেকবার তাকিয়ে বিরক্ত হয়ে ঘরের বাইরে চলে গেলেন। একটুপরই আবার ফিরলেন, 'নাহয় বদলি গাড়িটাই নিয়ে যাই।'

তার বাবা বললেন, 'এটা হলুদ ট্যাক্সি। রাস্তা থেকে অন্য ট্যাক্সি নিয়ে যাও। সব ট্যাক্সিই দেখতে এক।'

বজলুর রহমান বললেন, 'রাস্তায় ট্যাক্সি পেতে খুব সমস্যা। বেশি টাকা দিলেও যেতে চায়না।'

তার বাবা বললেন, 'অন্য লোকেরা কি করে ? তারা যায় না ? বঙ্কুর অন্য কাজ আছে, ও যেতে পারবে না।'

বজলুর রহমানকে বাধ্য হয়ে চলে যেতে হল। একটু পরই তৈরী হয়ে বাইরে বেড়িয়ে যাওয়ার পথে থেমে থাকা হলুদ ট্যাক্সিটা দেখলেন। কিছু করার নেই দেখে মনের রাগ কমাতে গাড়ির গায়ে লাথি মারলেন আর নিজেই পায়ে ব্যথা পেলেন। ব্যথায় কাতরে উঠে একপায়ে দাঁড়িয়ে লাফালেন দুবার। তখনই তার চোখে পড়ল ইতুদের লাল গাড়ি। ইতুর বাবা যদি বাড়িতেই থাকে তাহলে তাকে বলে গাড়িটা নেয়া যাবে। একথা মনে করে তিনি ইতুদের বাড়ির দিকে রওনা হলেন।

এদিকে শফিক রহমান বঙ্কুতে তখনো ধমকাচ্ছেন। তিনি বললেন, 'ব্যাটা পাজির পাঝাড়া। তেল চুরি করার সময় এত বুদ্ধি কাজের সময় বুদ্ধি নেই। দুজন মানুষকে ফাঁকা একটা বাড়িতে রেখে চলে এলি। পুলিশে জানাজানি হলে কি হবে জানিশ। সোজা জেল। আমি কিছু জানি না। সব তুই করেছিস।'

বঙ্কু প্রায় কেঁদে ফেলে বলল, 'আপনিই তো বললেন করতে ?'

শফিক রহমান বললেন, 'কোন প্রমান আছে ? পুলিশ যদি প্রমান চায় তখন কি করবি ?'

বঙ্কু মনে করিয়ে দিল, 'আপনি যে চিঠিটা দিলেন।'

তিনি 'ও' বলে চুপ করে গেলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'চিঠিটা কোথায় জানিস ?'

বঙ্কুর সেটা জানার কথা না। সে বলল, 'ওদের পকেটে ছিল না।'

শফিক রহমান আবারও রেগে গেলেন কথা শুনে। ধমকে উঠে বললেন, 'আবার পকেটও হাতরেছিস। ব্যাটা চোর। তোকে পুলিশেই দেয়া উচিত।'

বঙ্কু মনে খুব দুঃখ পেল চোর গালি শুনে। সে বলল, 'আপনিই তো আমাকে এসব করতে বললেন। এখন আপনি আমাকে গালি দ্যান। '

শফিক রহমান সাথেসাথে তাকে শান্তনা দিয়ে বললেন, 'এটা রহস্য গালি। তুই কিছু মনে করিশ না। আমি একটু এপ্রিলফুল করে মজা করতে চেয়েছিলাম। কে জানে তুই এত ঝামেলা পাকিয়ে ফেলবি।'

বলে কিছুক্ষন চুপ করে থাকলেন তিনি। বঙ্কুকে পুলিশে দিলে তার নিজের কীর্তিও কারো অজানা থাকবেনা সেটা বুঝে নতুন পথ খুঁজতে চেষ্টা করলেন। শেষে রীতিমত ঝুঁকি নিয়ে বললেন, 'তুই গাড়িতে যা। আমি এখনি নামছি। ওখানে গিয়ে ওদেরকে নিয়ে আসব। আগেই বলে রাখছি,

কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবি আমি খোঁজ করে ওদের উদ্ধার করেছি। কে ওদেরকে ধরেছে জানি না। কথার নড়চড় করলে সোজা জেল, মনে থাকে যেন।'

বঙ্কু এখন এই ঝামেলা থেকে কোনমতে ছাড়া পেলে বাঁচে। সে আরকিছু বলার আগেই দৌড় দিল।

ইতুর মা একাএকা ঘরে বসে থেকে রীতিমত হাফিয়ে গিয়েছিলেন। ইতুর বাবা যে গেলেন আর ফেরেননি। এদিকে সাথেকরে পুলিশ নিয়ে ফটিক গেছে মোহনকে ধরতে, তারও ফেরার নামগন্ধ নেই। সোফায় বসে থেকে থেকে তিনি একটু ঘুমে ঢলে পড়েন আর ঘুম ভেঙেই ধড়মড় করে উঠে বসে তাকিয়ে থাকেন খোলা দরজার দিকে। একসময় খাবার কথা মনে হওয়ায় খাবার এনে সামনে রাখলেন। ইতুর কথা মনে পরায় খেতেও ইচ্ছে হল না। নেংটিকে ডেকে খাবারগুলো দিয়ে আবার এসে সোফায় বসলেন।

হঠাৎ করে গেটে শব্দ হওয়ার চমকে উঠে সেদিকে তাকালেন তিনি। দেখলেন গেট দিয়ে বজলুর রহমান ঢুকছেন। সাথে আর কাউকে না দেখে তিনি আবার হেলান দিয়ে বসলেন।

বজলুর রহমানও তাকে দেখেছেন গেট থেকেই। কিছুক্ষন বোকার মত গেটের কাছেই দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকালেন। তারপর ডাকলেন, 'ইতু।'

ইতুর মা শুনেও কোন উত্তর করলেন না।

আরো দুবার ডেকেও যখন কারো সাড়া পাওয়া গেল না তখন বজলুর রহমান তখন বাধ্য হয়ে দুহাত কচলাতে কচলাতে বারান্দায় উঠে কেশে গলা পরিস্কার করলেন, তারপর বললেন, 'স্লামালেকুম ভাবিসাব। ভাল আছেন ?'

ইতুর মা কথা না বলে মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

বজলুর রহমান জিজ্ঞেস করলেন, 'ইতুর বাবা কোথায় ? বাসায় ?'

ইতুর মা সংক্ষেপে বললেন, 'বাইরে।'

বজলুর রহমান ঘরে ঢুকে সোফায় বসতে বসতে বললেন, 'বাইরে ? গাড়ি ছাড়াই গেছে ? গাড়িটা আমাদের ওখানে রাখা দেখলাম। কোন ট্রাবল দিয়েছে বুঝি? আমাদের গাড়িটাও। বুঝলেন না, ওই ব্যাটা বঙ্কু এমনভাবে গাড়ি চালায়, ধাক্কা মেরে একেবারে ভচকে দিয়েছে। মনেহয় একেবারে ট্যাংকের গায়ে ঢু মেরেছে। সামনের অর্ধেক - নেই। বাধ্য হয়ে গ্যারেজে দিতে হল। কত যে খরচ হবে কে জানে। মনেহয় নতুন আরেকটা না কিনে উপায় নেই। আপনার একটা ভাই না কে যেন আছে গাড়ি কেনাবেচা করে। ওদের কাছে একটা ভাল গাড়ি যদি পাওয়া যায়, সস্তায়।'

ইতুর মা বিরক্ত হলেন। মনেমনে ভাবলেন যে কোন সময় ইতুকে নিয়ে তার বাবা নয়ত ফটিক ফেরত আসবে। ইতুর কথা ওদের না জানানোই ভাল। এসব খবর কানে গেলে সুযোগ পেলেই নানাযায়গায় নানারকম কথা তুলবে।

তিনি বললেন, 'ওরা বাইরে গেছে ?'

বজলুর রহমান মুখটা হাসিহাসি করে বললেন, 'ও বাইরে থেকে গাড়ি আনবে বুঝি ? কোন দেশ ? জাপান ? আমাকে কিন্তু একটা গাড়ির খোঁজ দেবেন ভাবিসাব।'

ইতুর মা বললেন, 'ইতুরা বাইরে গেছে। ফিরতে দেরি হবে।'

‘ও।’ বলে মিইয়ে গেলেন বজলুর রহমান। তারপর সংকোচ করে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনাদের গাড়িটা কি ঠিক আছে ?’

ইতুর মা বললেন, ‘কাজল জানে।’

বজলুর রহমান চোখেমুখে অবাক ভাব এনে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কাজল জানে ? মানে, কাজল-’

ইতুর মা মুখে রীতিমত বিরক্তি এনে বললেন, ‘কাজল ড্রাইভারের নাম।’

‘ও।’ বলে হাসলেন বজলুর রহমান, ‘চিনেছি। ওই অল্পবয়সি ছেলেটা। বেশ গাড়ি চালায়। আমাদের বঙ্কুর যায়গায় যদি ও হতো তাহলে বেশ হতো।’

ইতুর মা আর রাগ থামাতে পারলেন না। রেগে গিয়ে বললেন, ‘আমি বারবার বলেছি ওখানে গাড়ি না রাখতে। আমার কথা কে বিশ্বাস করে? পটকে পটকে আমার কাজের মেয়েটাকে নিয়ে গেছে এখন সবকাজ নিজেকে করতে হয়। তিনমাস হয়ে গেল একটা কাজের মেয়ে পাই না। এবার ড্রাইভার। গাড়ি কি আমি চালাব ?’

বজলুর রহমান মুখে অমায়িক হাসি এনে বললেন, ‘এখন অনেক মেয়ে গাড়ি চালায়। মেয়েরা গাড়ি চালালে খুব স্মার্ট লাগে। আপনাকে খুব মানাবে। একেবারে রেসিং গাড়ির মত করে-’

ইতুর মা ধমকে উঠলেন, ‘আপনি চালান রেসিং গাড়ি। আমি আমার চিন্তায় মরি তার ওপর নতুন জ্বালা।’

বজলুর রহমান বললেন, ‘আপনাকে কোন চিন্তা করতে হবে না। শুধূ একবার বলে দেখুন আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। আমার পরিচিত স্কুল আছে। খুব ভাল ড্রাইভিং শেখায়। আমি আজই কথা বলে রাখছি। আমি নিজেও শিখব কিনা। বঙ্কুকে আর রাখব না। ও খুব জ্বালাতন করে। তেল চুরি তো করেই, তার ওপর-’

ইতুর মা উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ডাকলেন, ‘নেংটি, নেংটি।’

রেগে উঠে ভেতরে চলে গেলেন। একটুপরই নেংটির কান ধরে টেনে এনে ঘরের মধ্যে দাড় করিয়ে গালের ওপর ঠাস ঠাস করে চড় মারলেন। তারসাথে মিল রেখে নেংটিও চিৎকার করতে থাকল।

বজলুর রহমান কি করবেন বুঝতে না পেরে হতভম্ভ হয়ে বসে থাকলেন কিছুক্ষন। তারপর উঠে মাথা নিচু করে দ্রুতপায়ে বাইরে চলে গেলেন। ইতুর মা নেংটির মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, ‘কাঁদিশ না। যা গেটটা বন্ধ করে দে।’

নেংটি বলল, ‘খিদা লাগছে।’

ইতুর মা বললেন, ‘আগে বন্ধ করে আয়।’

নেংটি চোখ মুছে খুশি হয়ে দৌড় দিল গেটের দিকে। গেট বন্ধ করতে করতে বাইরে তাকিয়ে দেখল একটা হলুদ রঙের গাড়ি। চোখ কচলে তাকিয়ে দেখল এটা সেই গাড়ি সেটাতে ইতু আর দাদুকে উঠতে দেখেছিল। একদিকে সাদামত কিসের যেন দাগ লাগানো। মনে হয় কেউ একটা রুটি আটকে রেখেছে আঠা দিয়ে।

সে গেট বন্ধ না করেই চিৎকার করতে করতে ঘরের দিকে দৌড় দিল।

১২

মোহনের বাড়ির কাছে ডোবায় হাবুডুবু খাওয়ার ঘটনার পর ফটিকমামা আর ইতুদের বাড়ি যেতে সাহস করেননি। ইতুর মাকে তিনি বড় ভয় পান। তিনি সোজা বাড়ি গিয়ে জামাকাপড় পাল্টে জরুরী কারনে অফিসে যাবেন না একথা ফোনে জানিয়ে একটু ঘুমিয়ে নিয়েছেন। কখনো কখনো জরুরী ফোন আসে বলে মোবাইল ফোনটা বন্ধ করতে পারেননি। ফোন না ধরলে এমপি-মিনিষ্টাররা বড় চটে যান। মোবাইল ফোনে পাখির কিচিরমিচির শব্দ সেট করেছেন তিনি। একসময় পাখির ডাকাডাকিতে তার ঘুম ভাঙল। বিরক্ত হয়ে ফোনটা হাতে নিলেন তিনি। কষ্ট করে চোখ মেলে দেখলেন ইতুর মা।

ধড়মড় করে উঠে বসে ফোন রিসিভ করলেন। সাথেসাথে ওদিক থেকে ইতুর মার রাগত গলা শোনা গেল, 'হয়েছে কি তোর ? ঘুমিয়েছিস নাকি ?'

ফটিকমামা বললেন, 'একটু চোখ লেগে এসেছে।'

ইতুর মা আরো রেগে গেলেন, 'চোখ লেগে এসেছে মানে? কোথায় ঘুমাচ্ছিস তুই ? মোহনের বাড়ি ? তুই তো নেংটিরও অধম। অপরাধী ধরতে গিয়ে ঘুমাস-'

ফটিকমামা বলতে সাহস পেলেন না যে ওই ঠিকানায় মোহনকে পাওয়া যায়নি। তিনি বাড়িতেই শুয়ে ঘুমাচ্ছিলেন। তিনি হাই তুলে বললেন, 'আমি আসছি।'

ইতুর মা বললেন, 'আসছি মানে। এক্ষনি আয়। পুলিশ কি করতে পারে আমি খুব ভাল করে জানি। আমাকেই সবকাজ করতে হবে। এখনি আয়। ইতুদের যে গাড়িতে তুলে নিয়ে গেছে সেটার খোঁজ পেয়েছি।'

ফটিকমামা চমকে লাফিয়ে উঠলেন, 'এ্যা, কোথায় ?'

ইতুর মা বললেন, 'এখানেই ঘোরাঘুরি করছে। শিগগির এসে ধর।'

ফটিকমামা আর সময় নষ্ট না করে ফোনটা ফেলেই উঠলেন। ওদিকে ইতুর মা কি বলছে সেটা শোনাও হল না। কোনমতে জামাকাপড় পরে ফোনটা হাতে নিয়ে দেখলেন ইতুর মা তখনো কথা বলে যাচ্ছে, 'কি করবে কে জানে। সারাটা দিন গেল এতটুকু একটা কাজ নিয়ে। কাউকে দিয়ে যদি কিছু হয়। এজন্যই দেশটা রসাতলে গেল। আবার তুলনা করে অন্য দেশের সাথে-'

ফটিকমামা সেভাবেই ফোনটা পকেটে রেখে বেরিয়ে পড়লেন।

ইতুদের বাড়ির কাছে কেটে রাখা রাস্তা কোনমতে পার হয়ে দৌড়ে ঘরে ঢুকে ইতুর মাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায়, কোথায় গাড়ি ?

ইতুর মাও তাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়েছেন। তিনি উত্তেজিতভাবে বললেন, 'বাইরে। বাইরে।'

ফটিকমামা পিস-ল বের করতে করতে আবার দৌড় লাগালেন। গেটের বাইরে মুখ বের করে চারিদিক দেখে ইতুর মায়ের দিকে ঘুরলেন, 'কোথায়?'

ইতুর মা এগিয়ে এসে বললেন, 'একটু আগে এইদিকে গেছে। হলুদ রঙের ট্যাক্সি।'

ফটিকমামা জিজ্ঞেস করলেন, 'নাম্বার ?'

ইতুর মা বিরক্ত হলেন, 'আমি দেখেছি নাকি। নেংটি দেখেছে।'

সাথেসাথে নেংটিকে আনা হল সামনে। ফটিকমামা জিজ্ঞেস করলেন, 'এ্যাই, গাড়ির নাম্বার কত ?'

নেংটি চোখ পিটপিট করতে থাকল আর একবার ফটিকমামার দিকে একবার ইতুর মায়ের দিকে তাকাতে থাকল।

ইতুর মা বললেন, 'ও কি পড়তে পারে ? নাম্বার জানবে কিভাবে ?'

ফটিকমামা বললেন, 'এজন্যই সবাইকে লেখাপড়া শেখাতে হয়।'

ইতুর মা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'খবরদার লেকচার দিবি না। শিগগীর গাড়ি খুঁজে বের কর। দেখ ইতুকে কোথায় নিয়ে গেছে।'

ফটিকমামা অসহায়ের মত বললেন, 'নাম্বার ছাড়া গাড়ি খুঁজব কোথায়। হলুদ রঙের ট্যাক্সি কত। হাজার হাজার।'

ইতুর মা বললেন, 'সব গাড়ি থামা। থানায় নিয়ে যা। সব ড্রাইভারকে ধরে মার দে। কিসের পুলিশ হয়েছিস তোকে সব বলে দিতে হবে। আমি পুলিশ হলে দেখতাম কার ঘাড়ে কয়টা মাথা চুরি ডাকাতি করে। একটা একটা করে ধরতাম একটা একটা করে নাক-কান কেটে দিতাম। দেখলেই চেনা যেত কে চোর কে ডাকাত।'

ফটিকমামা কি বলবেন বুঝে উঠতে পারলেন না। শেষে জিজ্ঞেস করলেন, 'দুলাভাই কোথায় ?'

ইতুর মা আরো তেতে উঠলেন তাতে, 'ওকে কি দরকার ? ওকি চোর না ডাকাত ? আর যাই করুক কোন খারাপ কাজের মধ্যে যায় না। কারো ক্ষতি করে না। সকলে ওর মত হলে-। যাকগে, তুই কি করবি কর।'

ফটিকমামা হঠাৎ করেই বুদ্ধি পেয়ে গেলেন। তিনি বললেন, 'থানায় ফোন করে দিচ্ছি। ওরা সব হলুদ গাড়ি সার্চ করবে।'

বলে ঘরের দিকে রওনা দিলেন। ইতুর মায়ের তাতে রাজি না হয়ে উপায় থাকল না। ফটিকমামা যখন সোফায় হেলান দিয়ে বসে পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করতে গেলেন তখন তিনিও রান্নাঘরে গিয়ে চায়ের পানি তুলে দিলেন।

১৩

শফিক রহমান আর বঙ্কু যখন বাগানবাড়িতে পৌছাল তখর রাত হয়ে গেছে। বাড়ির সামনে গাড়ি থামতেই দেখল ভারি একটা কিযেন মাথায় নিয়ে একজন লোক বাড়ি থেকে বের হচ্ছে। শফিক রহমান গাড়ি থেকে নামতে না নামতেই সে দৌড়ে অন্ধকারের মধ্যে চলে গেল। তিনি অবাক হয়ে দেখে বোঝার চেষ্টা করলেন সেটা কে। চিনতে না পেরে বঙ্কুকে জিজ্ঞেস করলেন।

বঙ্কুও চিনতে পারেনি। সে বলল, 'কে যে। চিনি না।'

শফিক রহমান সেদিকে আর সময় ব্যয় না করে সিড়ে দিয়ে উঠতে শুরু করলেন। সিড়ির মাথায় দরজাটা হা করে খোলা। ঘরে পা দিয়েই তিনি চমকে উঠলেন। ঘরটা একেবারে খাঁ খাঁ করছে। ইতু, ইতুর দাদু তো দুরের কথা, চেয়ার-টেবিল-বিছানা পর্যন্ত নেই। একদিকের জানালা পর্যন্ত নেই। জানালাটা খুলে মাথায় নিয়ে যাওয়া লোকটাকেই তারা দেখেছেন নিচে।

তাড়াতাড়ি অন্য ঘরগুলো ঘুরে দেখলেন। কোন ঘরেই কিছু নেই। সবকিছু হাওয়া। রেগে তিনি বঙ্কুকে ডাকলেন, 'বঙ্কু।'

বঙ্কু কাছে এসে দাঁড়াল।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এসব কি ?'

এসব কি দেখার জন্য বঙ্কু চারিদিকে আরেকবার তাকাল। তার মনেহল এসব কি জিজ্ঞেস না করে বলা উচিত ছিল এসব কোথায়। এখানে এখন কিছুই নেই, মেঝে-দেয়াল-ছাদ ছাড়া।

সে কোন উত্তর দিল না।

শফিক রহমান ধমকে উঠলেন, 'খুঁজে দেখ ব্যাটা। হা করে দাঁড়িয়ে থাকলি কেন। দেখ, বাইরে গেলেও বেশিদুর যায়নি। ওদেরকে খুঁজে বের কর।'

বঙ্কু সাথেসাথে দৌড় দিয়ে গাড়িতে গিয়ে বসে ষ্টার্ট দিয়ে তাদের খুঁজতে গেল। তিনি চারিদিকে তাকিয়ে বসার মত যায়গা খুঁজলেন। কিছু না পেয়ে একসময় সিড়ির পাশে অন্ধকারে বসলেন।

দৌড়ে পালানো লোকটা গাড়ি যেতে দেখে ভেবেছে সবাই চলে গেছে। সে আবার ফেরত এসেছে নেয়ার মত আরো কিছু আছে কিনা দেখার জন্য। অন্ধকারে শফিক রহমানকে সে দেখতেই পায়নি। তিনিও চুপ করে তার কীর্তিকলাপ দেখছেন।

নেয়ার মত কিছু না দেখে সে একসময় ফেরত যাওয়ার জন্য ঘুরল আর তখনই শফিক রহমানকে দেখতে পেল। পরমুহুর্তেই পালানোর জন্য দৌড় দিল। শফিক রহমান মুহুর্তে হাতের হাঁটার লাঠিটা বাড়িয়ে ধরলেন। বাঁকানো দিকটা তার পায়ের সাথে আটকে দিলেন হ্যাচকা টান। দড়াম করে সিঁড়ির ওপর আছড়ে পরে সে গড়াতে থাকল। সিড়ির শেষ মাথায় পৌছে যখন থামল তখন তার কোন নড়াচড়া নেই। সি'র হয়ে পরে থাকল সেখানে।

বঙ্কু কিছুক্ষন এদিক ওদিক গাড়ি চালিয়ে কিছুই না দেখে ফিরে এল। সিড়ির কাছে গাড়ি থামিয়ে নামতেই সামনে একজনকে পড়ে থাকতে দেখে সে আতকে উঠল। কোনমতে ঢোক গিলে ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখল শফিক রহমান সিড়ির মাথায় বসে রয়েছেন। তিনি বললেন, 'দেখত মরে টরে গেল কিনা?'

বঙ্কু লোকটার গলায় গাত দিয়ে দেখল, হাত ধরে দেখল। বলল, 'মরেনি।'

শফিক রহমান বললেন, 'খারাপ মানুষ সহজে মরে না। থাকগে চোরের জন্য মায়া করে কি হবে। কি দেখলি বল। ওরা কোথায় গেছে ?'

বঙ্কু মাথা নিচু করল। সে কয়েকটা গাছ আর ঘরবাড়ি ছাড়া কিছুই দেখেনি। হঠাৎ করেই বুদ্ধি পেয়ে সে বলল, 'আমার মনেহয় ওরা বাড়ি চলে গেছে। ছোট ছেলেটার অনেক বুদ্ধি।'

'তোকে বলেছে অনেক বুদ্ধি।'

বঙ্কু বলল, 'হ্যাঁ বলেছে। কিভাবে ঘর থেকে বের হওয়া যায়, কিভাবে দড়ি খোলা যায় এসব বলেছে। ও নির্ঘাত বাইরে বেরিয়ে গেছে। তারপর বাসে করে বাড়ি চলে গেছে।'

শফিক রহমান বললেন, 'আর যদি না যায় ? এই রাতের বেলা যদি বাইরে কোথাও থাকে ? যদি কোন বিপদে পড়ে ?'

বঙ্কু বলল, 'আগে বাড়িতে দেখা দরকার। আজকালকার ছেলেরা খুব চালাক।'

'হুঁ।' বলে শফিক রহমান নিচে নামতে শুরু করলেন।

সিঁড়ির মাথায় নেমে লাঠি দিয়ে লোকটাকে একটা খোঁচা মারলেন। লোকটা 'উহ' করে উঠল। তিনি রেগে লাঠি দিয়ে একটা বাড়ি মারলেন, 'ব্যাটা ভনিতা করা হচ্ছে। ওঠ। নয়ত দিলাম মাথায় এক বাড়ি।'

লোকটা নড়েচড়ে কোনমতে উঠে বসল। তারপর দুজনেই একটু দুরে দেখে উঠে দৌড় মারল।

শফিক রহমান গাড়িতে উঠে বসলেন। বঙ্কুও উঠে গাড়ি ষ্টার্ট দিল।

বাড়ির কাছাকাছি এসে একযায়গায় গাড়ি থামাতে বললেন শফিক রহমান। বসে ভাবতে লাগলেন তিনি নিজে যাবেন নাকি বঙ্কুকে একা পাঠাবেন। তিনি কখনো এভাবে ওদের বাড়ি যান না। গেলে নানারকম প্রশ্ন করতে পারে। আর বঙ্কুর যা বুদ্ধি, ও গেলে সবকথা ফাঁস করে দিতে পারে। তাহলে থানাপুলিশ ছাড়া গতি নেই।

শেষে তার মনে হল বঙ্কুকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে পাঠানোই ভাল।

তিনি বললেন, 'শোন বঙ্কু, অন্যায় যা করার করেছিস, এবার ভালভাবে কাজ করবি। নাহলে নির্ঘাৎ জেল। তুই ওদের বাড়ির সামনে যেয়ে আগে বাইরে থেকে দেখবি কি মনে হয়। যদি দেখিস ওরা বাড়িতে ফিরেছে তাহলে কিছু করা দরকার নেই। সোজা চলে আসবি। যদি বুঝতে না পারিস তাহলে-'

তিনি কথা শেষ করতে পারলেন না। তার আগেই কে যেন এসে গাড়ির সাথে ধাক্কা খেল। তারপর লুটিয়ে পড়ল গাড়ির পাশে।

তিনি খুব বিরক্ত হলেন। থেমে থাকা গাড়ির সাথে এসে ধাক্কা খায় এটা কেমন কথা। নেশা করেছে নাকি ?

এদিকে লোকটাও পরে আর উঠছে না। তিনি জানালা দিয়ে মুখ বের করে দেখার চেষ্টা করলেন। মুখটা দেখা যেতে তাকে চেনা চেনা মনে হতে লাগল। তিনি বঙ্কুর দিকে ঘুরে বললেন, 'ওর মুখটা আলোর দিকে ধরত।'

বঙ্কু নিচে নেমে লোকটার মাথা ঘুরিয়ে ধরল। শফিক রহমান দেখে বললেন, 'ওটা কে-রে। সিরাজ না?'

বঙ্কুও ততক্ষনে তাকে চিনতে পেরেছে। সে বলল, 'তাইত মনে হচ্ছে। ইতুর বাবা।'

শফিক রহমান ব্যস- হয়ে বললেন, 'দেখত কি হয়েছে ? ধরে গাড়িতে উঠা। দেখতো কোথায় নিতে হবে, হাসপাতালে না বাসায়।'

দুজন মিলে ধরাধরি করে ইতুর বাবাকে গাড়ির পিছনের সিটে এনে রাখল। ইতুর বাবা বিড়বিড় করে কি বললেন বোঝা গেলনা। তাকে গাড়িতে বসিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দিল ওরা।

১৪

চারিদিকে যত পরিচিত লোকজন আছে সবার কাছে ফোন করে বাড়িতে বসেছিলেন ইতুর মা এবং ফটিকমামা। উত্তরে কোনোদিক থেকে কোন ফোন আসছে না। ইতুর মা একবার রেগে ফটিকমামাকে বকাবকি করছেন, একবার বসে বিলাপ করছেন। কয়েকঘন্টা কেটে গেছে এরই মধ্যে। ইতুর বাবাও ফেরেননি। তার কোন খবরও পাওয়া যায়নি।

এরই মধ্যে একসময় ফটিকমামার ফোন বেজে উঠল। তিনি সাথেসাথে ফোন ধরলেন। ওদিক থেকে মোজাফফরের কথা শোনা গেল, 'ইতু আর ইতুর দাদু নিরাপদে আছে। গাড়ি পেলেই ওরা বাড়ি রওনা হবে।'

ফটিকমামা আনন্দে লাফিয়ে উঠে হাসতে শুরু করলেন। ইতুর মা কিছু বুঝতে না পেরে ধমক দিয়ে থামালেন তাকে, 'হল কি তোর। পাগল হলি নাকি ? এটাই তো বাকি ছিল।'

ফটিকমামা বললেন, 'পাওয়া গেছে। বললাম না, পুলিশ একটা ইদুরও খুঁজে বের করতে পারে। আর এতো ইতু।'

ইতুর মা ধমকে বললেন, 'কোথায় ?'

ফটিকমামা বললেন, 'আসছে। গাড়িতে আছে। দুই মিনিটের মধ্যে এসে পরবে।'

ইতুর মা অসি'র হয়ে গেটের দিকে এগিয়ে গেলেন। গেট খুলে বাইরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। একটু পরই একটা গাড়ি এগিয়ে আসতে দেখা গেল। যতদুর আসা যায় ততদুর এসে থেমে হর্ন বাজাতে শুরু করল। তিনি বের হয়েই দৌড় দিলেন। ফটিকমামাও দৌড়ে বের হলেন।

গাড়ি থেকে শফিক রহমান বের হলেন আগে। তারপর বঙ্কু বের হয়ে দুজন মিলে ধরাধরি করে ইতুর বাবাকে নামাল। ইতুর মা এবং ফটিক মামাও এসে হাত লাগালেন। তাকে ধরে বসার ঘরে নেয়া হল। সোফায় শুইয়ে দেয়ায় তাকে একটু স্বাভাবিক মনে হল। একবার চোখ খুলে আবার বন্ধ করলেন।

তখন ইতুর মায়ের মনে হল ইতুর কথা। তিনি ঘুরে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইতু ?'

শফিক রহমান আর বঙ্কু মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

ইতুর বাবা তখন চোখ বন্ধ করে সোফায় শুয়ে রয়েছেন। তারদিকে একবার চেয়ে দেখে ইতুর মা ফটিকমামাকে ধমকে উঠলেন, 'দাঁড়িয়ে আছিস কেন খাম্বার মত। দেখ ইতু কোথায় ?'

ফটিকমামা সাথেসাথে বাইরে গিয়ে গাড়িটা তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন। যা পেলেন তা হচ্ছে বঙ্কুর খুলে রাখা নকল দাড়ি আর গোফ। সেটাই হাতেকরে এনে সামনে তুলে ধরলেন।

ইতুর মা আরো রেগে গেলেন দেখে। রাগে ফোসফোস করতে করতে চিৎকার করে নেংটিকে ডাকলেন, 'নেংটি, নেংটি। তালা আন। ঘরে তালা লাগা। ইতুকে বের না করা পর্যন্ত কাউকে বের হতে দেব না ঘর থেকে। যত্তসব পাগল এসে জুটেছে এখানে। একটা ছোট ছেলে আর বুড়োমানুষ তিনদিন ধরে নিখোঁজ আর কেউ খুঁজে বের করতে পারছে না।'

ইতুর বাবা মুখ তুলে বললেন, 'তিনদিন কোথায় ?'

ইতুর মা ধমক দিলেন, 'খবরদার। কেউ কোন কথা বলবে না। আমি দেখছি কার কত ক্ষমতা। আমার সাথে মাতব্বরি। আমি কাউকে ছাড়ব না। নেংটি তালা দে আমার কাছে।'

ঢাকা শহরেও তখন রাত গভীর হয়ে গেছে। ঘরের মধ্যে ইতুর মা পায়চারি করছেন। মাঝে মাঝে একটু বসে বিশ্রাম নিচ্ছেন, আবার উঠে দাঁড়াচ্ছেন। বাকি সবাই কাঁচুমাচু হয়ে বসে রয়েছে। শফিক রহমান ভয়ে বলতে পারছেন না তিনি কি করেছেন। বাড়ি যাওয়ার কথাও বলতে পারছেন

না। সামনেই পুলিশ রয়েছে, নির্ঘাৎ সাথে সাথে থানায় নিয়ে যাবে। ওরে বাবা, রিমান্ড শব্দ শুনলেই তার বুক ধড়ফড় করে।

ওদিকে বন্ধু বুঝে উঠতে পারছেনা কি করবে। ইতুদের ওভাবে রেখে আসা তারই ভূল হয়েছে। ছেলেটা কোথায় গেছে কে জানে। কোন বিপদে পড়ল কিনা কে জানে। সে ভাবছিল এভাবে এখানে বসে না থেকে ওখানে গিয়ে খোঁজাই ভাল ছিল। তার কথা শুনেই শফিক রহমান ফিরে এসেছেন একথা মনে করে তার নিজেকে দায়ী মনে হচ্ছে।

ফটিকমামা ভাবছিলেন এবারে আর পুলিশের ভাবমুর্তি রক্ষা করা গেল না। এরপর সবকথা জানাজানি হয়ে খবরের কাগজে যাবে। কে জানে হয়ত টিভি ক্যামেরা নিয়ে ছুটে আসবে লোকজন। মোহনকে ধরতে গিয়ে যে কীর্তি হয়েছে সেটাও ফাঁস হয়ে গেল বোধহয়। কে জানে কেউ হয়ত ছবিও তুলে রেখেছে। আজকাল সবমানুষের পকেটে-হাতে ক্যামেরা থাকে। ইচ্ছে করলেই পটাপট ছবি উঠায়। আর খবরের কাগজঅলারাও তৈরী হয়ে থাকে পুলিশের খুত ধরতে।

ইতুর বাবা ভাবছিলেন যা হওয়ার হয়ে গেছে এবার আজকের মত একটু ঘুমিয়ে নিলে হত। আজই তো শেষ দিন না, রাত পোহালে আবারও দিন হবে। তখন আবার শুরু করলেই হবে। কিন্তু ইতুর মায়ের যে চেহারা তাতে মুখে সেকথা এনে সাহস পেলেন না। শুধু অপেক্ষা করতে থাকলেন কখন ক্লান্ত হয়ে সে নিজেই ঘুমের কথা বলে।

একমাত্র নেংটির কোন প্রতিক্রিয়া নেই। সে তার ইচ্ছেমত ঘুমাচ্ছে আর মাঝেমাঝে এসে চোখ পিটপিট করে সবাইকে দেখছে।

এইসময় গেটের বাইরে শব্দ শোনা গেল। কে একজনের কথা শোনা গেল। ইতুর মা তাড়াতাড়ি গিয়ে গেটের তালা খুললেন। দেখা গেল দুজন লোক। একজনের হাতে ক্যামেরা। দরজা খোলার সাথেসাথে সে ক্যামেরা তাক করে ছবি উঠাতে শুরু করল।

ইতুর মা রেগে গেলেন তাতে। ধমকে উঠে বললেন, 'পেয়েছেন কি ? রাতদুপুরে এসে ফাজলামো করেন ? ইতুর খবর এনেছেন ?'

লোকটা তাড়াতাড়ি হাসিহাসি মুখ করে বলল, 'আমরা ইতুর খবরের জন্যই এসেছি।'

সাথেসাথে ইতুর মায়ের রাগ কমে গেল। তিনি তাদেরকে ভেতরে আসতে বললেন। ক্যামেরাম্যান ভেতরে এসে ফটিকমামাকে দেখে আবারও ছবি উঠাতে শুরু করল। আরেকজন তাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার নাম মোজাফফর হোসেন?'

ফটিকমামা সোজা উত্তর না দিয়ে বললেন, 'আপনারা কোথা থেকে এসেছেন?'

লোকটা উত্তর দিল, 'আপনার ছবিও ছাপা হবে। আমরা আপনাদের ছবি নিতে এসেছি।'

ফটিকমামা বুঝতে পারলেন না তার ছবি ছাপা হবে কেন। তিনি প্রশ্ন করতে গিয়েও সুযোগ পেলেন না। ইতুর মা তখন লোকটাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইতুর খবর কি ?'

লোকটা বলল, 'ইতুর ছবিও ছাপা হবে। ওর ছবি সকলের আগে।'

ইতুর মা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ইতু কোথায় ? ও আসছে না কেন ?'

লোকটা এবার ইতুর বিষয় বুঝতে পা পেরে ঘাবড়ে গেল। কিন্তু সাথেসাথেই সামলে নিল নিজেকে। সে বলল, 'ইতু এখনই এসে পড়বে। ওর একটা ছবি দিনতো। দেরি করলে টাইম মিট করতে পারব না। একবার প্রেসে চলে গেলে নিউজটাই বাদ পরে যাবে। আপনি চাইলে আপনার একটা ছবিও দিতে পারেন।'

ইতুর মা রেগে গিয়ে বললেন, 'আমার ছবি দিয়ে কি হবে ? নিখোঁজ বিজ্ঞপ্তি দেবেন ? আমি কি হারিয়েছি নাকি ?'

লোকটা দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলল, 'না-না আপনি হারাবেন কেন ? ইতুর মত ছেলের মা কি হারাতে পারে ? দেখুন না ইতুর একটা ছবি পাওয়া যায় কি-না। আমরা অপরাধীদের ছবি পেয়েছি। সাথে ওর ছবিটাও দিয়ে দেই।'

ফটিকমামা একটু এগিয়ে বসে বললেন, 'অপরাধীদের ছবি কোথায় পেলেন ?'

লোকটা বলল, 'কালকের কাগজে বিস্তারিত বর্ননা পাবেন। আমার কাজ ছবি সংগ্রহ করা আর ইন্টারভিউ নেয়া। আমাকে প্রশ্ন করবেন না।'

সামনে বুকসেলফের ওপর একটা ফ্রেমে ইতুর একটা ছবি রাখা ছিল। অন্যদের আড়াল করে ফটোগ্রাফার ছবিটা জামার নিচে ঢুকিয়ে ফেলল। তারপর মাথা নেড়ে আরেকজনকে ইঙ্গিত করতেই সেও উঠে দাঁড়াল। তারপর অন্যদের কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই দুজন বাইরে চলে গেল।

সকলে হতভম্ভ হয়ে বসে থাকল নিজের নিজের যায়গায়।

১৫

একেবারে সকাল সকাল বাড়ি ফিরল ইতু আর ইতুর দাদু। রাস্তায় তখনো লোক চলাচল শুরু হয়নি। ওরা দেখল বাড়ির দরজা খোলা। বাইরের গেট খোলা, ঘরের দরজা খোলা। দরজার কাছে যে খবরের কাগজটা দিয়ে গেছে সেটাও কেউ উঠিয়ে নেয়নি।

ইতু কাগজটা উঠিয়ে নিয়ে ঘরে ঢুকল। দেখা গেল বসার ঘরে বিভিন্ন সোফায় তার মা, বাবা, মামা ঘুমিয়ে। আরো অবাক হয়ে দেখল আরেকদিকে বঙ্কু আর বজলুকাকুর বাবাও শুয়ে রয়েছেন। সারারাত জেগে থাকায় কে কোথায় কিভাবে ঘুমিয়েছেন সেদিকে কোন লক্ষ্যই নেই। মনে হচ্ছে সবাই নেংটির মত ঘুমকাতুরে হয়ে গেছে। শুধু নেংটিকেই দেখা যাচ্ছে বসে থেকে একদিকে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে সবাইকে পাহাড়া দিচ্ছে।

দাদু ঠোটের ওপর আঙুল তুলে নেংটিকে চুপ করে থাকতে বললেন। তারপর ইতুকে নিয়ে পা টিপে টিপে নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন। দুজনেই বিছানায় উঠে আরাম করে বসে খবরের কাগজ খুলল। আর সাথেসাথে চমকে উঠল।

কাগজের মুল খবরের ডানদিকে বড়বড় করে লেখা রয়েছে, 'ইতুর অসাধারন কৃতিত্ব, মালামাল এবং অস্ত্রসহ মাদকচক্র গ্রেফতার।'

লম্বামতন একটা ছবি। মুখ গোমড়া করে দাঁড়ানো দুজন লোক। একজনকে চিনতে পারল ইতু, বাসষ্ট্যান্ডে তাদের সাথে কথা বলা লোক। আরেকজন অপরিচিত। কষ্ট করে চোখ খুলে রয়েছে। ওদের পিছনে সারবেঁধে কয়েকজন পুলিশ দাঁড়িয়ে। মূল ছবির ওপর দিয়ে ছোট করে দুজনের ছবি। একটা কয়েকমাস আগে উঠানো ইতুর, আরেকটা ফটিকমামার। ইতু ক্যাপশন দেখল লেখা রয়েছে নাম মোজাফফর হোসেন।

ধীরেসুসে' পুরো খবরটা পড়ল দুজন। বিভিন্ন ধরনের মাদকসহ ধরা পরেছে দুজন। রীতিমত একটা গুদামের সন্ধান পেয়েছে পুলিশ। অপরাধের সাথে জড়িত আরো কয়েকজনের নাম ঠিকানা পাওয়া গেছে। তাদের সন্ধানে তৎপরতা চালানো হচ্ছে। মূল অপরাধী ধরার কাজে তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছে ইতু নামে একজন কিশোর।

খবর পড়ে থ হয়ে বসে থাকল দুজন। এতকিছু তাদেরও জানা ছিলনা। তাদেরও আগে খবর পৌছে গেছে খবরের কাগজে। এতক্ষনে সম্ভবত সারাদেশে।

তখনো বাইরের ঘরে কারো সাড়াশব্দ নেই। দাদু একসময় বড় করে শ্বাস ফেলে বললেন, 'তোর ফটিকমামার নাম মোজাফফর হোসেন হল কবে ?'

ইতু কিছুক্ষন চিন্তা করে বলল, 'মোজাফফর হোসেন আমজাদ সাহেবের সেই বন্ধুর নাম। পুলিশের লোক। উনি এই লোকদের ধরেছেন। মনেহয় খবরের কাগজের লোক সব গুলিয়ে ফেলেছে।'

দাদুরও সেটাই মনে হল। চুপ করে বসে থাকলেন তিনি।

ইতু বলল, 'গড়মিল করলেও খবরের কাগজের লোকগুলো চটপটে। আমরা আসার আগেই সব খবর ছেপে দিয়েছে।'

দাদু হতাসভাবে বললেন, 'তাহলে আমার ছবি ছাপল না কেন ? আমিও তো ঘটনার মধ্যে ছিলাম।'

ইতু বলল, 'তোমার ছবি পায়নি তাই। আমজাদ সাহেবের ছবিও ছাপেনি। নামও লেখেনি।'

দাদু চিন্তা করে বললেন, 'হুঁ, সেটাই ভাল। সবাই চিনে ফেললে খুব সমস্যা। রাস্তাঘাটে ইচ্ছেমত চলাফেরা করা যায় না। আমি আর আমজাদই ভাল আছি। এখন থেকে সময় করে মাঝেমাঝে ওর ওখানে বেড়াতে যাব।'

ইতু বলল, 'আমিও।'

** (শেষ)